কাশীনাথ

নাটক

মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত

শুভ উদ্বোধন

২৮শে ফেব্রুয়ারী শুক্রবার ১৯৪৭, বাং ১৬ই ফাল্গুন ১৩৫৩

অপরাজেয় কথাশিল্পী

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের

সর্ব্বজন পরিচিত কাহিনী হইতে

শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্ত

কর্ত্তৃক নাটকাকারে রূপান্তরিত

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

দুই টাকা

শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরী

শ্রীযুক্ত ছবি বিশ্বাস

শ্রদ্ধাস্পদেষু

নাট্যামোদিরা আপনাদের দু'জনের সম্মিলিত অভিনয়কে মণি-কাঞ্চন সংযোগ আখ্যা দিয়ে থাকে। আমার নাট্যরূপায়িত 'কাশীনাথ' নাটক আপনাদের সেই অবিস্মরণীয় শুভ-সম্মেলনে সার্থক হয়ে উঠেছে। তাই, নাটমঞ্চের ইতিহাসের সঙ্গে এই স্মৃতিটুকু জড়িয়ে দিলুম। ইতি—

স্নেহধন্য

দেবনারায়ণ

প্রথম অভিনয় রজনীর অভিনেতা ও অভিনেতৃবৃন্দ

প্রিয়নাথ	...	অহীন্দ্র চৌধুরী
কাশীনাথ	...	ছবি বিশ্বাস
দেওয়ান	...	সন্তোষ সিংহ
খাজাঞ্চি	...	রবি রায়
বিজয়	...	শ্যাম লাহা (ছুয়া)
ব্রাহ্মণ	...	শিবকালী চট্টোপাধ্যায়
যোগেশ	...	সুশীল রায়
হরিধন	...	সমর মিত্র পরে—রাধারমণ পাল
বিনোদ	...	কুঞ্জ সেন
সাব-রেজিষ্ট্রার	...	মণি মজুমদার (এঃ) পরে—দেবী চক্রবর্ত্তী
কর্ম্মচারীবৃন্দ	...	রাধারমণ পাল, সূর্য্য সেন, শব ভট্টাচার্য্য, গিরীন ঘোষ মিলন দত্ত সচীন মুখোঃ
দারোয়ান	...	রামকৃষ্ণ দাস
ভৃত্য	...	সমর দীর্ঘাঙ্গী ও গণেশ দত্ত
কমলা	...	শ্রীমতী সরযূবালা
হরির মা	...	শ্রীমতী সুহাসিনী পরে—শ্রীমতী নীরদাসুন্দরী
কীর্ত্তনীয়া	...	সুধাকণ্ঠী শ্রীমতী সীতা দেবী
সদু-ঝি	...	শ্রীমতী গিরিবালা
বিন্দুবাসিনী	...	শ্রীমতী মুকুলজ্যোতি

পরিচয়

পুরুষ

প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়	...	জমিদার, কমলার পিতা
কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	...	ঐ জামাতা, কমলার স্বামী
দেওয়ান	...	প্রিয়নাথের এষ্টের প্রধান কর্ম্মচারী
খাজাঞ্জি	...	„ „ অন্যতম „
বিনোদ	...	„ „ উকিল
বিজয়কিশোর দাস	..	„ „ নবনিযুক্ত ম্যানেজার
হরিধন ভট্টাচার্য্য	...	কাশীনাথের মামাত ভাই
যোগেশ	...	বিন্দুবাসিনীর স্বামী

জনৈক ব্রাহ্মণ, সাব-রেজিষ্ট্রার, প্রিয়নাথের এষ্টেটের কর্ম্মচারীবৃন্দ, সাব-রেজিষ্ট্রারের পিয়ন, ভৃত্য ও দারোয়ান প্রভৃতি

স্ত্রী

কমলা	...	কাশীনাথের স্ত্রী, প্রিয়নাথের কন্যা
বিন্দুবাসিনী	...	„ মামাত বোন, যোগেশের স্ত্রী
হরির মা	...	„ মাতুলানী
সদু ঝি	...	প্রিয়নাথের পুরাতন দাসী
কীর্ত্তনীয়া		

নবকুমার

কাশীনাথ

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কাশীনাথের মাতুল ৺মধুসূদন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাটীর অন্দর। ঘরের বারান্দার সম্মুখে প্রশস্ত উঠান। উঠানের একপাশে একটী তুলসী মঞ্চ। তখন সবেমাত্র সন্ধ্যা হইয়াছে। কাশীনাথ বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল কেহ কোথাও নাই। সে ধীরে ধীরে ঘরের বারান্দায় গিয়া বসিল।

দেখা গেল: তুলসী মঞ্চের উপর একটী মাটীর প্রদীপ টিপ্ টিপ্ করিয়া জ্বলিতেছে। কাশীনাথের মামাত ভাই হরি ঘরের ভিতর হইতে উঠানে আসিয়া নামিল। প্রথমে সে কাহাকেও দেখিতে পাইল না…পরে উঠান পার হইয়া বাটীর বাহির হইতে যাইবে, এমন সময় দেখিতে পাইল…কে যেন বারান্দায় বসিয়া আছে। কিন্তু প্রথমে সে অন্ধকারে মানুষটীকে চিনিতে পারিল না…পরে নিকটে আসিয়া…

হরি। আরে! কেও?

কাশী। আমি হরিদা—আমি।

হরি। জামাইবাবু?

কাশী। না। আমি তোমাদের কাশীনাথ।

হরি। আমাদের কাশীনাথ? না জমিদারের জামাই কাশীনাথ।

কাশী। সে পরিচয়টা ত তোমাদের কাছে বড় নয় হরিদা?

হরি। বল কি ভায়া! আমরা ত জানি সেই পরিচয়টাই আজ আমাদের কাছে সবচেয়ে বড়!

কাশী। বড় পরিচয়ে আমাকে বড় করো না হরিদা—আমি তোমার ছোটভাই—

হরি। না না। বল কি ভায়া! ভাই বড়মানুষ হলেই সে বড়, তখন আর সে ছোট থাকে না।

কাশী। সে কি! পয়সায় বয়েস বেড়ে যায়?

হরি। বয়স বাড়ে না কিন্তু পদমর্য্যাদা বাড়ে! আরে ভায়া পদ-মর্য্যাদাটাই যে সব! এই ধর না কেন, আমাদের মহকুমা হাকিমের কথা। ছোক্‌রা বোধহয় গেল বছর কি তার আগের বছর কলেজ থেকে বেরিয়েছে! কিন্তু তোমার গুরুদেব, ঐ ধনঞ্জয় ভট্‌চায্‌ তেষ্‌টি বছর বয়সে তিন টাকার জায়গায় টোলের বৃত্তি পাঁচ টাকা করার জন্যে, সেদিন বোর্ডে আফিসের দরজায় সেই যে দুহাত এক করে দাঁড়িয়েছিল—সে হাত অন্ততঃ ঘণ্টা-দুয়েকের মধ্যে আর খোলে নি। তবেই বোঝ ভায়া! পদমর্য্যাদা বড় কিনা!

কাশী। কিন্তু সে পদমর্য্যাদার পেছনে যে রাজশক্তি রয়েছে—হরিদা?

হরি। আরে তোমার পেছনেই কি আর কম! তোমার পেছনেও একরকম রাজশক্তি রয়েছে—বলতে হবে বৈকি! তোমার শ্বশুর প্রবল প্রতাপান্বিত জমিদার প্রিয়নাথ মুখুজ্জ্যে—এ তল্লাটের একটা ডাকসাইটে মানুষ! যার কথায় বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খায়! তার জামাই তুমি···তোমারই কি আর কম মর্য্যাদা ভায়া! তা যাক্—বলি, আজ ক' বছরের মধ্যে ত আর এমুখো হও নি—তা আজ হঠাৎ কি মনে করে?

কাশী। তুমি বিশ্বাস করবে কিনা জানি নে হরিদা···কিন্তু সত্যি,

বল্‌ছি···মনটা আমার এখানেই পড়ে থাকে, ইচ্ছা করে রোজ আসি, যখন তখন আসি কিন্তু তারা আমায় আসতে দেয় না।

হরি। তা হঠাৎ সোণার শেকল কেটে চলে এলে কেন ভায়া?

কাশী। শেকল কাটতে পারি নি হরিদা—শেকল ঠিকই পায়ে বাঁধা আছে···এসেছি পরামর্শ নিতে। সত্যি হরিদা, শেকলটা আমার কেটে দিতে পার?

হরি। বাপ রে! বল কি! ও শেকল কাটা কি আমার কাজ? বন থেকে টিয়ে ধরে নিয়ে গিয়ে প্রিয় মুখুজ্যে তাকে সোণার দাঁড়ে বসিয়েছে—নাম শুন্‌বে বলে। আমি বিবাদী হয়ে কি শেষে ফৌজদারী মামলায় পড়্‌ব?

কাশী। সত্যি হরিদা—তারা আমায় বন থেকে ধরে নিয়ে গিয়ে সোণার দাঁড়ে বসিয়েছে। ধনঞ্জয় পণ্ডিতের টোল থেকে ধরে এনে, তোমরা আমায় ছেলেধরার হাতে তুলে দিলে! কেন হরিদা? যজমানদের কাজ করে আমিও কি তোমাদের মত রোজগার করে এনে দিতে পারতাম না?

হরি। রোজগার তুমি করে এনে দিতে পারতে কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কিন্তু ছেলেধরার হাতে ত তোমায় আমরা তুলে দিই নি—ছেলেধরাটিই স্বয়ং এসে তোমায় তুলে নিয়ে গেছেন। আর তা, যা তা করে নয়—একেবারে চতুর্দ্দোলায় চড়িয়ে—মহাসমারোহে!

কাশী। কিন্তু আমি ও সমারোহ ত চাই নি হরিদা! আমি চেয়েছিলাম—আড়ম্বরহীন জীবন।

হরি। কি জানি ভাই চেয়েছিলে কিনা, কিন্তু প্রিয় মুখুজ্যে যেদিন আমাদের বাড়ি প্রথম আসেন, আমার বেশ মনে আছে, সেদিন মা চেয়েছিলেন, আমাকেই ছেলেধরার হাতে তুলে দিতে, কিন্তু ছেলেধরা

মধুসূদন ভট্চায্যের বাড়ি ছেলে ধরতে এলেও, তার ছেলে হরিধন ভট্চায্যিকে তাঁর মনে ধরে নি। কৌলিন্যের মর্য্যাদা রাখতে, মনে ধরেছিল—মধুসূদন ভট্চায্যের ভাগ্নে, পাগল পণ্ডিতের বংশধর—এই কাশীনাথ বাড়ুয্যেকে।

কাশী। আচ্ছা হরিদা, মানুষের চেয়ে কি কৌলিন্য বড় ?

হরি। তা আপাততঃ দৃষ্টিতে যা দেখছি, তাতেও কৌলিন্যই বড় বল্‌তে হবে বৈকি! গায়ে যার চাদর জুটত না, আজ তার গায়ে উঠেছে দামী সিল্কের পাঞ্জাবী, মাথার টিকি ছেঁটে তার ওপর হয়েছে বাবু ছাঁট, খালি পায়ে উঠেছে দামী জুতো, গলার তুলসী মালা গিয়েছে জলে—

কাশী। (উত্তেজিতভাবে উঠিয়া) সত্যি হরিদা! শুধু মালা নয়, সব জলে দিয়েছি, সব জলাঞ্জলী দিযেছি। আমার প্রায়শ্চিত্ত কি বলতে পার ?

হরি। প্রায়শ্চিত্ত! বল কি ভায়া ? বলি, পাপ করলে তবে ত প্রায়শ্চিত্ত ? তুমি কুল রেখে বৈকুণ্ঠলাভ করেছ। তোমার বাবা, আমার স্বর্গত পিসেমশাই তোমার কুল আর কিনারা দেখে স্বর্গ থেকে আশীর্ব্বাদ করছেন!

কাশী। না হরিদা, আমার মনে হয় তিনি আমায় অভিসম্পাত দিচ্ছেন! বল্‌ছেন, অপরের যা হওয়া উচিত ছিল, তোর তা হওয়া উচিত হয় নি। দেহের সঙ্গে মনের এ বিবাদ আমি কিছুতেই মিটিয়ে উঠ্‌তে পারছি না।

হরি। পারবেও না। তা যাক, আজ এ ক'বছরের মধ্যে যে অনুশোচনার আভাসও পাই নি, হঠাৎ আজ তা জানাবার জন্যে সন্ধ্যার অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে গরীব মাতুলালয়ে আসার কারণ কি ভায়া ? বলি, ঘরজামাই বলে কেউ খোঁটা দিয়েছে নাকি ?

কাশী। তা হলে ত ভালই হ'ত। তারা খোঁটাও দেয় না, গায়ে কাঁটাও বেঁধায় না, মুস্কিল ত হয়েছে সেইখানে।

হরি। রাজার হালে থেকে আর রাজভোগ খেয়েও যদি তোমার মুস্কিল আসান না হয়, তাহলে ত বড্ড বিপদের কথা!

কাশী। রাজার হালে থাকতে আর রাজভোগ খেতে কোনদিন চাই নি বলেই ত বিপদ হরিদা!

হরি। তুমি কি চেয়েছিলে আর না চেয়েছিলে তা ত জানি নে ভায়া! কিন্তু তোমার শ্বশুরম'শায় তোমাকেই চেয়েছিলেন। মোটকথা, তোমার শ্বশুরের কাছে বাবা কোন কথাই গোপন করেন নি। তুমি যে এ বিয়ে করে সুখী হতে পারবে না, আর আঁস্তাকুঁড়ের পাত যে কখনও স্বর্গে যায় না, বাবা তা বুঝতে পেরেছিলেন।

কাশী। তুমি ঠিক বলেছ হরিদা, আঁস্তাকুঁড়ের পাত কখনও স্বর্গে যায় না। কিন্তু আঁস্তাকুঁড়ের সেই এঁটো পাতাটাকে ধরে কুকুরগুলো কেন টানাটানি করে বলতে পার?

হরি। বোধহয় স্বভাবে।

কাশী। শুধু স্বভাবে নয় হরিদা, অভাবেও করে। স্বভাবজাত সংস্কারের জন্যেই কৌলীন্য মর্য্যাদার কদর; আর তা বজায় রাখতে গিয়ে যখন অভাব দেখা দিল, তখন আর তারা যোগ্যতা অযোগ্যতার কথা মনে ঠাঁই দিল না!

হরি। আরে ভায়া! অত সূক্ষ্ম বিচারবুদ্ধি সকলের যদি থাকত, তা হলে কি তোমাদের মত লোকের এত সহজে একটা হিল্লে হ'ত? তা যাক, যখন এসেছ তখন তোমার দুখিনী মামীকে একবার দর্শন দিয়ে যাও, আমি একটু বেরুচ্ছি। (প্রস্থানোদ্যত, ফিরিয়া) আচ্ছা, আমিই ডেকে দিয়ে যাচ্ছি! ওমা, মা, দেখে যাও, জমিদারের জামাই এসেছেন! আহা! বলি বসবার কেউ একটা জায়গাও দেয় নি গা!

হরির মাতার ব্যস্তভাবে প্রবেশ

হরি-মা। কি রে হরি? ব্যাপার কি? কে এসেছে?

হরি। জমিদারের জামাই শ্রীল শ্রীযুক্ত কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়!

হরি-মা। ওমা! একি! তাই ত!

কাশীনাথ প্রণাম করিল

বলি, গরীব মামীকে কি এতদিন বাদে মনে হ'ল?

হরি। কি যে বল মা, তার ঠিক নেই। তোমাদের কথা রোজই মনে হয়, কিন্তু মনে হলেই ত আর আসতে পারে না। আসতে গেলে শ্বশুরের অনুমতি চাই ত!

হরি-মা। সে কি রে! বলি, শ্বশুর মত না দিলে আসতে পারবে না?

হরি। না। বলি প্রিয় মুখুয্যে যে মেয়ে দিয়ে ছেলে কিনেছে—সেটা ভুলে যাও কেন মা?

হরি-মা। সত্যি। কিন্তু আমি কোনদিনও ভাবি নি কাশী, যে তুই আমার এমনি পর হয়ে যাবি!

হরি। কেন যে ভাবতে পার নি মা, এইটেই ত বুঝিতে পারি নে। বলি, জন, জামাই, আর ভাগ্নে সম্বন্ধে যে প্রবাদ বাক্যটা আছে, সেটা ভুলে গেলে চলবে কেন?

হরি-মা। তা যা বলেছিস্ বাবা, লোকে কথায় বলে, 'জন জামাই ভাগ্না, তিন নয় আপনা'।

হরি। তা আপনার যখন নয়, তখন দুঃখু করে লাভ নেই মা! তবে জমিদারের জামাই যখন দয়া করে এসেছেন, তখন তাকে একটু আদর যত্ন খাতির কর। আমি ততক্ষণ আরতিটা সেরে আসি।

প্রস্থান

কাশী। সত্যি মামী, তোমাদের এমনি করে ভুলে থাকা আমার উচিত হয় নি। কিন্তু তুমি বিশ্বাস কর, আমার আসা না আসা, সেটা আমার ওপর নির্ভর করে না। তারা আমায় আসতে দেয় না।

হরি-মা। কিন্তু তুই ত মেয়ে নস্ কাশী, যে পরের অধীন।

কাশী। আমি মেয়েরও অধম মামী—আমি ঘরজামাই।

হরি-মা। কিন্তু তোর শ্বশুর তখন কোথায় ছিল কাশী, যখন বাঁড়ুয্যে ম'শায় দু'বছরের ছেলেটিকে কোলে করে আমার কাছে এনে দিয়ে বলেছিলেন, বৌঠান্ তোমার পাঁচটার সঙ্গে এটাকেও মানুষ করার ভার আমি তোমায় দিলাম।

কাশী। সত্যি মামী, তুমি আমায় মায়ের অভাব কোনদিন বুঝতে দাও নি। কিন্তু দু'বছর থেকে যাকে কোলে পিঠে ক'রে মানুষ করলে, দুটো টাকার লোভে, তাকে পরের হাতে তুলে দিয়ে, পর করে দিলে কেন মামী ?

হরি-মা। শোন ছেলের কথা! বলে টাকার লোভে পর করে দিলাম। বলি, কত টাকা তোর শ্বশুর আমাদের দিয়েছিল ? বলি কি ছাতা দিয়ে মাথা রক্ষে করেছিল শুনি ? ঘর-খরচ বলে দিয়েছিল ত মাত্র হাজার টাকা। তা ঘর-খরচের টাকা না নিলে কি করে তখন তোর বিয়ের খরচ হ'ত শুনি ? যাতে তোর একটা হিল্লে হয়, যাতে তুই দুটো খেতে পরতে পাস, তাই ত তখন উনি দেখে শুনে অমন বড়লোকের ঘরে—

কাশী। অমন বড়লোকের ঘরে বিয়ে না দিলেই ভাল করতে মামী। আমি পূজোরী বামুনের ছেলে, পূজোআচ্ছা ক'রে দিন কাটাতাম। আমার এ সব সহ্য হবে কেন ?

হরি-মা। জানি নে বাবা, কি ভাল কি মন্দ! ওলো ও বিন্দু! একবার এদিকে আয়, তোর কাশীদা এসেছে।

কাশী। বিন্দু এসেছে?

হরি-মা। হাঁ। ক'দিন হ'ল বিন্দু এসেছে। তুই ব'স কাশী, বিন্দুর সঙ্গে কথা বল্, আমি ততক্ষণ পূজোটা সেরে আসি।

প্রস্থান

বিন্দুর প্রবেশ

বিন্দু। ওমা! কাশীদা যে!

প্রণাম

কাশী। ভাল আছিস্ ত বিন্দু?

বিন্দু। হাঁ। কিন্তু তোমার খবর কি কাশীদা?

কাশী। চেহারা দেখে তোমার কি মনে হয় বিন্দু?

বিন্দু। মনে হয় ভালই আছ। আর তোমায় দেখে খুব আনন্দ হচ্ছে।

কাশী। তা হতে পারে। বাইরের সাজ-সজ্জায় তাই মনে হওয়াই স্বাভাবিক।

বিন্দু। সত্যি কাশীদা, তোমায় যে এমন কোনদিন দেখব, তা স্বপ্নেও ভাবি নি।

কাশী। সত্যিই বোন, আমারও এ স্বপ্নের অগোচর ছিল!

বিন্দু। বৌ কেমন হয়েছে?

কাশী। ভাল।

বিন্দু। আমি কতদিন পরে এসেছি। রোজ মনে করি, তুমি আসবে, কিন্তু তুমি এতদিন আস নি কেন?

কাশী। আসতে পারি নি বোন!

বিন্দু। কেন আসতে পার নি?

কাশী। তারা আসতে দেয় না।

বিন্দু। আসতে দেয় না? সে কি!

কাশী। ঐ রকম।

বিন্দু। তোমাকে যেখানে ইচ্ছে সেখানে যেতে দেয় না?

কাশী। না, দেয় না। আমি কোথাও গেলে শ্বশুরম'শায়ের অপমান বোধহয়।

বিন্দু। কিন্তু তোমার বৌ দেখালে না ত কাশীদা?

কাশী। দেখাব। কিন্তু বড়লোকের মেয়েকে ত এখানে আসার কথা বলতে পারি নে বোন, সে জোর আমার নেই। তবে তুমি যদি দয়া করে—

বিন্দু। বৌকে তোমার আনতে হবে না। আমিই যাব কাশীদা।

কাশী। বেশ, কবে যাবে?

বিন্দু। যেদিন তোমার সুবিধে হয়, আমায় নিয়ে যেও।

কাশী। আজ যদি যাও, ত যেতে পার। আমার সঙ্গে গাড়ী আছে। আমিই আবার তোমাকে পৌছে দিয়ে যাব।

বিন্দু। তা হলে মার আহ্নিক করা শেষ হোক, তাঁকে একবার জিজ্ঞেস করি—

কাশী। বেশ, তাই কর। তিনি যদি মত দেন, আমি তোমায় নিয়ে যাব। তোমার কথা আমি তাকে বলেছি।

বিন্দু। বলেছ?

কাশী। হাঁ।

বিন্দু। তা বৌ কি বল্লে?

কাশী। বল্‌লে, বেশ ত! একদিন নিযে এস না ঠাকুরঝিকে। তার সঙ্গে আলাপ করব। কিন্তু আমি ত জানি না বোন, যে তুমি শ্বশুর বাড়ী থেকে এসেছ? মধ্যে আরও দু'একদিন সে তোমার কথা জিজ্ঞেস

করেছে, কিন্তু আমি তাকে বলেছিলাম, বাপের বাড়ী সে বড় একটা আসে না, ন'মাসে ছ'মাসে আসে। ছু' একদিন থাকে, চলে যায়। সে এলে, নিয়ে আসব। তা তুমি যখন এসেছ, তখন যদি এক ঘণ্টার জন্যেও যাও—তাহলে সে খুব খুশী হবে।

বিন্দু। যাব। মা আসুন, তাঁকে বলে আমি নিশ্চয়ই যাব। কিন্তু কাল দুপুরে তোমায় এখানে এসে খেতে হবে। ভাইদ্বিতীয়ার আগে ফোঁটা দিতে এলাম। কিন্তু তোমাকে সে দিন পেলাম না। একটা খাওয়া তোমার পাওনা আছে। আমি নিজে রেঁধে কালকে তোমায় খাওয়াব।

কাশী। আমি কি আর সে লোক আছি বোন! যে যা ইচ্ছে তাই করব। মত না পেলে খেতে আসি কি ক'রে?

বিন্দু। বেশ! আমি বৌয়ের মত নিয়ে আসব। ভাইয়ের কল্যাণে ভাইফোঁটার নেমন্তন্ন, বৌ কিছুতেই অমত করবে না।

কাশী। না করলেই ভাল।

বিন্দু। কিন্তু এত আদর যত্নের মাঝে থেকেও—তুমি এমন শুকিয়ে গেছ কেন কাশীদা?

কাশী। আজই একটু আগে ও কথা আর একজনও বলেছে—

বিন্দু। কে? বৌ?

কাশী। হাঁ, বলে তুমি শুকিয়ে যাচ্ছ কেন?

বিন্দু। সে ঠিকই বলেছে, সত্যিই তুমি রোগা হয়ে গেছ—

কাশী। কিন্তু রোগা হওয়াটা ত আশ্চর্য্য নয় বোন, রোগ হলে রোগা ত হতেই হবে।

বিন্দু। রোগ হয়েছে? কি রোগ হয়েছে তোমার?

কাশী। মনের রোগ। স্বস্তি পাই না বোন, একটুও স্বস্তি পাই না!

বিন্দু। কেন ?

কাশী। কি জানি !

বিন্দু। বৌ কি তোমায় তেমন—

কাশী। না, না, সে আমায় খুব যত্ন করে, শ্রদ্ধাভক্তি করে।

বিন্দু। তবে ?

কাশী। কি জানি! মনে হয়, যা ছিল তা হারিয়েছি। আর যা চাই নি তাই পেয়েছি। এই দ্বন্দ্বটাই আমাকে সব চেয়ে কাতর করে তুলেছে !

বিন্দু। বুঝেছি। কিন্তু কি করবে কাশীদা, কথায় বলে জন্ম, মৃত্যু, বিয়ে—তিন বিধাতা নিয়ে। মানুষের ত এর ওপর হাত নেই !

কাশী। কি জানি মানুষের হাত আছে কি না! কিন্তু একটু আগে হরিদা যা বললেন, তা দেখছি ঠিকই।

বিন্দু। দাদা কি বললেন ?

কাশী। হরিদা বললেন, আঁস্তাকুঁড়ের পাত কখনো স্বর্গে যায় না।

বিন্দু। ছিঃ ছিঃ! ও কথা কি বলতে আছে ? তুমি ও কথায় দুঃখ ক'রো না কাশীদা, দাদাকে ত তুমি জান ?

কাশী। না না। দুঃখু কি করব বোন, হরিদা ঠিকই বলেছেন। যা বলা উচিত, তাই বলেছেন। নইলে সে আমায় কত আদর-যত্ন করে, অথচ তার প্রতিদানে আমি তাকে কিছুই দিতে পারি না। আজ যখন সে জিজ্ঞাসা করলে, "শুকিয়ে যাচ্ছ কেন ?" আমি তাকে বললাম, "কে বললে ?" সে কি বললে জান বোন ? সে বল্লে, "আমার চোখ বললে।" তারপর আমি যখন তাকে বললাম, "তোমার চোখ ভুল বলছে।" সে তখন আমার হাত দুটি ধরে বললে, "কি হয়েছে আমাকে বলবে না ?" আমি বললাম, "কিছুই হয় নি।" সে বললে, "নিশ্চয়ই হয়েছে, আমার

মন সব জানতে পারে।" সত্যি বোন, তার মন যা সাড়া দেয়, আমার মন তাকে ঠাঁই দেয় না। তাই নিষ্ঠুরের মত তার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বললাম, "আঃ! তুমি বড্ড বিরক্ত কর, আমি যাই।" সে জলভরা দুটি চোখে আমার দিকে চেয়ে থাকল, আমি তাকে ফেলে সোজা তোমাদের কাছে চলে এলাম। বলতে পার বোন? এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি?

বিন্দু। বুঝেছি। কিন্তু তার দিকে ফিরে চাওয়াই যে তোমার একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত কাশীদা!

কাশী। কিন্তু তা ত আমি পারব না বোন।

বিন্দু। যাতে পার, সেই ব্যবস্থাই আমি আজ করে আসব কাশীদা, বৌকে গিয়ে সব বুঝিয়ে বলে আসব।

হরির মাতার প্রবেশ

হরি-মা। কি রে! এখনো এখানেই রয়েছিস্? কি গো! বড়-লোকের জামাই, বলি গরীব মামীর ঘরে গিয়েও কি বস্‌তে নেই?

কাশী। না মামী, বড়লোকরা ঘর ছাড়া হয় না, কিন্তু গরীব লোকেরা ঘরের বাইরেটাকেই বেশী পছন্দ করে, তাই এমন ফাঁকা উঠান ছেড়ে ঘরে যেতে আর মন সরছে না।

বিন্দু। মা! কাশীদা বলছেন, বৌয়ের সঙ্গে দেখা করতে যাবার জন্যে। যাব?

কাশী। হাঁ মামী, আমার ইচ্ছে বিন্দুকে একবার নিয়ে যাই, সঙ্গে গাড়ী রয়েছে, দেখাশুনা করিয়ে দিয়ে আবার আমিই পৌঁছে দিয়ে যাব।

হরি-মা। তা বেশ ত। তোমার বোনকে তুমি আদর করে নিয়ে যাবে, এ ত ভাল কথা। কিন্তু এত রাত্রে দুক্রোশ পথ যাবে—আসবে; তার চেয়ে কাল না হয় নিয়ে যাস—

কাশী। বললাম ত মামী, আমার আসা না আসাটা আমার ওপর নির্ভর করে না। রাত্রি বলে ভয় করো না মামী! পাইক বরকন্দাজ ত সব সময়েই সঙ্গেই থাকে। তাই ভাব্‌ছি আজ যখন সুযোগ হয়েছে তখন—

হরি-মা। তবে যাক্‌—

বিন্দু। কিন্তু দাদা রাগ করবেন না ত মা?

হরি-মা। না না, তা আর কি রাগ করবে?

বিন্দু। তাহলে তুমি মার সঙ্গে ততক্ষণ কথা কও কাশীদা, আমি চট্ করে কাপড়টা বদ্‌লে এক্ষুনি আসছি।

দ্রুতভাবে প্রস্থান

হরি-মা। শ্বশুর বেশ আদর যত্ন করেন ত?

কাশী। হাঁ।

হরি-মা। তা করবেন বৈ কি! হাজার হোক একমাত্র জামাই!

হরির প্রবেশ

হরি। বলি, জামাইয়ের গল্প তুমি যে আর বলে শেষ করতে পারছ না মা, ব্যাপার কি?

হরি-মা। আহা! কবছর পরে এলো, তা সব কথা জিজ্ঞেস করব না?

হরি। করবে বৈ কি! কিন্তু তোমরা যে জেরা সুরু করেছ মা, তাতে ভায়া যে আমাদের ওপর সন্তুষ্ট হচ্ছেন, তা বলে ত মনে হচ্ছে না।

হরি-মা। না না, বিরক্ত হবে কেন? আর যদি হয়ই, তাই বলে জিজ্ঞেস করব না? এ যে আমার কর্ত্তব্য হরি, ও যদি সুখে থাকে, ভাল থাকে, তা শুনেও যে আমার তৃপ্তি। ও আমায় দেখুক বা না দেখুক, খবর নিক্ বা না নিক্, তাতে আমি দুঃখু করি নে। কিন্তু আমি ত ভুলতে

পারি নে হরি, যে ওকে আমি কি করে মানুষ করেছি! মা-মরা দু'বছরের ছেলেটাকে বুকে করে এনে, যখন বাঁড়ুয্যেমশাই আমার কোলে ওকে তুলে দিয়েছিলেন, তখন থেকেই ও যে আমার হাড়ে মাসে জড়িয়ে আছে।

হরি। কিন্তু তোমার ঐ হাড়ে মাসের জোট্‌টা এবার খুলে ফেল্‌বার চেষ্টা কর মা। এখন তোমার কাশীনাথ বড়লোক! বেশী জোট্‌ পাকাতে গেলে মনে করবে মামী পয়সার লোভে—

হরি-মা। তা যদি ও মনে করে ত—

কাশী। (বাধা দিয়া) আমি কিছুই মনে করি নে মামী। কিন্তু আমি যা কোন দিন মনের কোণে ঠাঁই দিই নি, তোমরা তাই মনে করিয়ে দিয়ে, আমাকে ছোট করে তুল্‌ছ। যাক্‌, তুমি বিন্দুকে ডেকে দাও মামী, রাত হ'ল—

হরি-মা। ঐ যে বিন্দুর হয়ে গেছে—আসছে।

বিন্দু দু' একখানি তোলা গহনা ও একখানি ভাল কাপড় পরিয়া প্রবেশ করিল

কাশী। তোমার হয়েছে বিন্দু?

বিন্দু। হাঁ, চল যাই।

প্রস্থানোদ্যত

হরি। বিন্দু কোথায় যাচ্ছে মা?

হরি-মা। কাশীর সঙ্গে, বৌমাকে একবার দেখতে যাচ্ছে।

হরি। কোন্‌ বৌমাকে? জমিদারের মেয়েকে? কি? চুপ করে রইলে যে! বল ও কোথায় যাচ্ছে?

হরি-মা। কাশীর সঙ্গে যাচ্ছে—আবার এখুনি চলে আস্‌বে।

হরি। তা ত আস্‌বে। কিন্তু মা, আমি তোমাকে স্পষ্ট জানিয়ে

দিচ্ছি—বিন্দু যদি ওখানে যায়, তাহলে এ জন্মে আমি আর ওর মুখ দেখব না।

হরি-মা। সে কি রে? ভাইয়ের বৌকে দেখতে যাচ্ছে, তাতে দোষ কি?

হরি। দোষের কথা তোমাকে বুঝিয়ে বলবার সময় আমার নেই। মোটকথা বিন্দু যদি আমার কথা না শোনে, তাহলে এ বাড়ীতে যেন সে আর না আসে।

বেগে ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল

বিন্দু। (কাঁদ কাঁদ হইয়া) তুমি যাও কাশীদা—আমি যাব না—মাপ কর।

প্রস্থান

কাশীনাথ ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। হরির মাতা পাথরের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন

দ্বিতীয় দৃশ্য

জমিদার প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের শয়ন কক্ষ। সুসজ্জিত কক্ষের মধ্যস্থলে খাট পাতা। এই খাটের উপর প্রিয়নাথ বসিয়া আছেন। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। ঘরে আলো জ্বলিতেছে। সদু ঝি একটী পাথরের গেলাসে মিছরী-ভিজান লইয়া প্রবেশ করিল

সদু। কর্ত্তাবাবু!

প্রিয়নাথ নিরুত্তর

কর্ত্তাবাবু!

প্রিয়। (চমক ভাঙ্গিয়া) কে? ও! সদু?

সদু। দিদিমণি এটা পাঠিয়ে দিলেন, খেয়ে নিন।

প্রিয়। কি?

সদু। আজ্ঞে, মিছরী-ভিজান।

প্রিয়। দাও। (একটু মুখে দিয়া ফিরাইয়া দিলেন) যাও, নিয়ে যাও।

সদু। কৈ? খেলেন না ত? সবটাই যে পড়ে রইল!

প্রিয়। না। তোমার দিদিমণিকে গিয়ে বল, সবটা খেতে পারলাম না।

সদু। ঠাণ্ডা জিনিষ! সবটুকু না খেলে হবে কেন বাবু? সারারাত ঘুমুতে পারেন না—

প্রিয়। না। তোমার মাঠাকরুণ যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমটাকেও কেড়ে নিয়ে গেছেন। শরীর ঠাণ্ডা করলেও—ঘুম আর ফিরে পাব না সদু!

সদু। কিন্তু আপনাকে এই রকম দেখে, দিদিমণিও যে ক্রমশঃ থাওয়া দাওয়া ছেড়ে দিতে আরম্ভ করেছেন বাবু!

প্রিয়। তোমার দিদিমণি কোথায়?

সদু। তিনি জামাইবাবুর ঘরে।

প্রিয়। তোমাদের জামাইবাবুকে একবার ডেকে দিয়ে যাও ত?

সদু। আজ্ঞে, তিনি ত বাড়ি নেই বাবু! আজ সেই সকালে বেরিয়েছেন, এখনো ফেরেন নি।

প্রিয়। সে কি! ও বেলা খেতেও আসে নি?

সদু। আজ্ঞে না। আজকাল ত জামাইবাবু প্রায়ই খান না। কোথায় যান, কি করেন, কেউ জানতেও পারে না। মাঠাকরুণ মারা যাওয়ার পর থেকেই জামাইবাবু যেন আরও কি রকম হয়ে গেছেন।

প্রিয়। তোমাদের জামাইবাবু গাড়ী করে বেরিয়েছেন ত?

সদু। আজ্ঞে না। তিনি হেঁটেই কোথায় গেছেন। আজকাল গাড়ীতে ত বড় একটা আর ওঠেন না। এমন কি, বাড়ির অন্য লোকজন কেউ সঙ্গে গেলেও তিনি বিরক্ত হন।

প্রিয়। হুঁ। আচ্ছা, তুমি তোমার দিদিমণিকে একবার ডেকে দাও। (সদু দাঁড়াইয়া রহিল) কি? দাঁড়িয়ে রইলে যে!

সদু। বাবু!

প্রিয়। কি সদু? তুমি কি আমায় কিছু বলবে?

সদু। বাবু! দিদিমণি যখন দশ মাসের মেয়ে, তখন আমি আপনার সংসারে এসেছি, বুড়ো হয়েছি, খাট্‌বার ক্ষমতা গিয়েছে। মাঠাকরুণ ইহজন্মের মত সংসার থেকে চলে গিয়েছেন, এবার আমিও বিদায় চাইছি বাবু!

প্রিয়। কিন্তু তুমি চলে গেলে তোমার দিদিমণির যে আরও কষ্ট

হবে মা! সংসারে সে ছাড়া যে আর দ্বিতীয় লোক নেই। তুমি আছ, তাই সে সবদিক এখনো গুছিয়ে গাছিয়ে সাম্‌লে চল্‌ছে। তুমি আমার বড় মেয়ে মা, তুমি আমার বড় মেয়ে! তুমি চলে গেলে, এ সংসার যে একেবারে অচল হয়ে যাবে মা!

সদু। সবই বুঝি। কিন্তু এখানে থেকে, এ যে আর চোখে দেখতে পারি নে বাবু! দিদিমণির মুখের দিকে যে আর তাকাতে পারি নে!

প্রিয়। কেন? কি হয়েছে তার?

সদু। আপনি বুঝতে পারবেন না বাবু, কিন্তু আমি পারি। আর মাঠাকরুণ পারতেন। শেষে দিদিমণির কষ্টটাকে তিনি আর কিছুতেই সহ্য করতে পারলেন না। তাই—

প্রিয়। দিদিমণির কষ্ট! কিসের কষ্ট সদু? আমি ত তার কোন অভাবই রাখি নি।

সদু। জামা কাপড়, গয়না গাঁটী, টাকা পয়সা, মেয়েমানুষের এটাই কি সব বাবু? জামাইবাবু যে—

প্রিয়। কি? জামাইবাবু কি? কিন্তু তাকে ত সে রকম বলে মনে হয় না। সে ত বদমেজাজী বা বদরাগী নয়।

সদু। আজ্ঞে না। জামাইবাবুর কোন রকম বদ স্বভাব নেই, তবুও মনে হয়, জামাইবাবু যেন কি রকম হয়ে যাচ্ছেন। কখন বাড়িতে থাকেন, কখন চলে যান, কখন কি করেন, তা বাড়ির কেউ জানতে পারে না। আর দিদিমণির সঙ্গে বোধহয় কথাবার্ত্তাও নেই—

প্রিয়। সে কি!

সদু। আজ্ঞে হ্যাঁ। মাঠাকরুণও সব বুঝতে পেরেছিলেন।

প্রিয়। কিন্তু কৈ? সে ত কোনদিন আমায় এ সব কথা বলে নি।

সদু। আপনি মনে কষ্ট পাবেন। তাই—

প্রিয়। হুঁ। আচ্ছা তুমি যাও।

সদুর প্রস্থান

আমার মনে কষ্ট হবে বলে, সব কষ্টটা সে নিজের বুকে তুলে নিলে, ভাগ দিলে না! ভাগ দিলে না!

অপর দিক দিয়া দেওয়ানের প্রবেশ

দেও। আজ্ঞে, ভাগ দিয়েছে ত?

প্রিয়। দিয়েছে? ও! কত দিলে?

দেও। আজ্ঞে, এ সনের একশ' মন, আর গেল সনের পঁচাত্তর মন। একুনে একশ' পঁচাত্তর মন।

প্রিয়। ভাল। দেখ, এক কাজ কর দেওয়ানজী, যাদের খাবার ভাগীদার আছে, অথচ কারুর কাছে ভাগ পায় না, ঐ একশ' পঁচাত্তর মন ধান তাদের মধ্যে বিলি করে দাও।

দেও। সে কি বাবু! এই দুর্বৎসরে একশ' পঁচাত্তর মন ধান!

প্রিয়। দুর্বৎসর বলেই ত দিতে বল্‌ছি দেওয়ানজী! দুর্বৎসরটা যখন কেবল ওদেরই ছিল, তখন ত কোন দিন ভুলেও দিতে চাই নি। কিন্তু এবার আর কেবল ওদেরই নয়, আমারও দুর্বৎসর। তাই ভাবছি, যাদের মাথায় লাঠি মেরে ধানগুলো গোলায় পুরেছি, তাদেরই এবার ওগুলো দিয়ে দিই।

দেও। আপনার ইচ্ছা, বলবার আমার কিছুই নেই। কিন্তু ব্যাপারটা কি জানেন? কাঙ্গালকে শাকের ক্ষেত দেখানর ফল বিশেষ ভাল হবে না।

প্রিয়। জানি না কি ভাল কি মন্দ! কিন্তু ভাল ভেবে যা করেছি

তাই মন্দ হয়েছে। তাই ভাবছি, এবার মন্দ ভেবেই না হয় কিছু করে দেখি।

দেও। আপনার যেরূপ ইচ্ছা। কিন্তু সত্যি যদি ওদের অভাব থাকত, দিতেন, কিছু বলবার ছিল না। কিন্তু এ বছরে ফসল যখন ভাল হয়েছে—তখন—

প্রিয়। ফসল ভাল হয়েছে বলেই, ফল তার বিশেষ ভাল হয় নি। নিজের দিয়েই বুঝতে পারছি কি না দেওয়ানজী!

দেও। সে কি বাবু! আপনি এ কি বলছেন?

প্রিয়। ঠিকই বলছি। যাও—ভাগের ধান, ভাগ করে দাও গে।

দেও। যে আজ্ঞে।

প্রস্থানোদ্যত

প্রিয়। আর শোন, কাশীনাথকে জমিদারীর কাজকর্ম্ম কিছু কিছু শিখিয়ে দাও—আমি তাকে বলে দেব। কোন একটা তালুক বা সেরেস্তার সম্পূর্ণ দায়িত্ব তাকে দিয়ে দেবে।

দেও। কিন্তু জামাইবাবু কি সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে কাজ চালাতে পারবেন? বৈষয়িক ব্যাপারে তাঁর অভিজ্ঞতা কম।

প্রিয়। তা জানি! কিন্তু অভিজ্ঞতা নিয়ে ত কেউ আসে না। কাজকর্ম্ম দেখাশুনা করতে করতেই অভিজ্ঞ হয়ে উঠে।

দেও। জামাইবাবু কাছারী ঘরে বসে বৈষয়িক কাজকর্ম্ম দেখেন, এ ত সুখের কথা। কিন্তু তিনি যে এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন।

প্রিয়। সাংখ্য-দর্শনের ছাত্র সে, উদাসীনতা তার পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু আমার বিশ্বাস, দর্শনের জটীল মীমাংসা যে করতে পারে, বৈষয়িক মীমাংসাও তার পক্ষে সহজসাধ্য।

কমলার প্রবেশ

কমলা। মিছরি-ভিজে পাঠিয়ে দিলাম, কৈ খেলে না ত বাবা?

প্রিয়। না মা, সবটা খেতে পারলাম না।

কমলা। সবটা ত দূরের কথা, একটুও যে মুখে দিলে না বাবা! সারারাত চোখে ঘুম নেই, ঠাণ্ডা জিনিস একটু না খেলে হবে কেন?

দেও। সত্যি? আপনার শরীর অত্যন্ত ভেঙ্গে পড়েছে, একটু সাবধান না হলে—

কমলা। সেই কথাই একটু বুঝিয়ে বলুন ত দেওয়ানজী! বাবাকে বলে বলে আমি আর কিছুতেই পারলাম না। দেখুন না? রাত্রে ঘুম নেই, খাওয়া নেই, এমন করে কি মানুষে বাঁচে?

প্রিয়। কিন্তু খাইয়েই কি আর আমাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারবি মা? আয়ু যার নেই, ওষুধ পথ্যি তার কি করবে মা? আমি বেশ বুঝতে পারছি, আমার দিন ঘনিয়ে এসেছে। তাই, এত বছরের মধ্যে যে ভার আমি কাউকে দিতে চাই নি দেওয়ানজী, আজ সেই ভারটাই আমি কাশীনাথের ওপর চাপাতে চাচ্ছি। যাক্, আমি যা বললাম, তাই কর গে। আর কাশীনাথ কাল থেকে কাছারীতে গিয়ে বসবে, তাকে একটু শিখিয়ে পড়িয়ে নেবে।

দেও। যে আজ্ঞে। তাহলে আমি এখন আসি।

প্রিয়। এস।

দেওয়ানজীর প্রস্থান

মা!

কমলা। বাবা!

প্রিয়। একটা কথা তোমায় কদিন ধরে জিজ্ঞাসা করব বলে মনে করছি মা, কিন্তু—

কমলা। কি কথা বাবা ?

প্রিয়। এমন কোন কথা নয়, যা বাপের কাছে বলা যায় না—বল মা, আমি যা জিজ্ঞাসা করব, তুমি তার যথার্থ উত্তর দেবে ?

কমলা। তোমার কাছে ত কোন কথাই গোপন করি নে বাবা !

প্রিয়। তা আমি জানি মা। কিন্তু যা গোপন কর না, তা নিছক সংসারের কথা। কিন্তু আজ আমি যা তোমায় জিজ্ঞাসা করব, তা নিতান্ত ব্যক্তিগত কথা। দেখ মা, আমাকে লজ্জা করার কোন কারণ নেই, বাপের কাছে বিপদের সময় কোন কথাই গোপন করতে নেই। আমাকে সব খুলে বল, আমি নিজে সমস্ত মিটিয়ে দিয়ে যাব।

কমলা। কি মিটিয়ে দেবে বাবা ? কিছুই ত হয় নি।

প্রিয়। হয়েছে বৈ কি মা, আজ মিট্‌মাটের প্রয়োজন হয়েছে। আমার জীবনের দিন ঘনিয়ে এসেছে, দেনা-পাওনা যা কিছু আছে আমি তা নিজে চুকিয়ে দিতে চাই।

কমলা। কিন্তু তুমি ত কারুর কাছে দেনা কর নি বাবা, তুমি ঋণ দিয়ে গেছ।

প্রিয়। ঋণ করেছি মা, তোমার আর কাশীর কাছে আমি ঋণ করেছি। সে ঋণ শোধ করতে না পারলে, আমি যে মরেও সুখ পাব না মা ! নিজের স্বার্থের জন্য তোমাদের দুটো জীবনকে আমি ব্যর্থ করে দিয়েছি। পাছে তোমাকে কাছ ছাড়া করতে হয়, তাই কৌলিন্যের অজুহাতে খুঁজেছিলাম—দরিদ্রের সন্তান। মেয়ে জামাই কাছে থাকবে, বিষয় আশয় ভোগ দখল করবে,আমার সংসারে মানুষের অভাব মেটাবে—তোমরা। কিন্তু কৌলিন্যকে বড় করার অজুহাতে বিবেকের সঙ্গে যে ধাপ্পাবাজী করেছিলাম মা,তার ফল আজ আমার কড়ায় গণ্ডায় মেপে নিতে হচ্ছে। তাই ভাবছি,সময় থাকতে যদি ভুলটা সংশোধন করে যেতে পারি—

কমলা। তুমি অনর্থক ভেবে কষ্ট পাচ্ছ বাবা! তুমি যা করেছ, সে ত আমার ভালর জন্যেই, ভাল ভেবে—

প্রিয়। সত্যি মা, তোমার ভালর জন্যেই ভাল ভেবে করেছিলাম। সুখে থাকবে বলে, তোমাকে আমি সুপাত্রের হাতে দিয়েছি। তুমি ছাড়া আর যে আমার কেউ নেই মা! কিন্তু তোমাকে অসুখী রেখে আমি যে মরেও সুখ পাব না মা! (চোখ মুছিলেন, কমলার হাত ধরিয়া) সব কথা আমাকে খুলে বলবি নে মা? কি? ঝগড়া হয়েছে বুঝি?

কমলা। (ইতঃস্তত করিয়া) না।

প্রিয়। ঝগড়া হয় নি? তবে বুঝি সে তোকে দেখতে পারে না?

কমলা। না, তা নয়।

প্রিয়। ওঃ! তবে তুই বুঝি তাকে দেখতে পারিস নে?

কমলা। (কাঁদিয়া) না বাবা, তাও নয়।

প্রিয়। তবে?

কমলা। বাবা, আমায় মাপ কর, আমি বলতে পারব না, পারব না, পারব না।

প্রিয়নাথের কাঁধে মুখ রাখিয়া কাঁদিতে লাগিল

প্রিয়। কেন কাঁদিস্ মা? খুলে বল্ তোদের কি হয়েছে? ওরে, মরার আগে আমি নিজে তা মিটিয়ে দিয়ে যাব, নইলে যে আমি মরেও শান্তি পাব না।

কমলা। বাবা! আমরা যেন কেউ কারুর নয়!

প্রিয়। ছিঃ মা! ও কথা কি মুখে আনে? তুই যার মেয়ে, সে যে আমার সর্ব্বস্ব ছিল। এখনো রোজ রাত্রে সে আমার পায়ের কাছে এসে বসে থাকে। শুধু তোদের ভয়ে সে আর দিনের-বেলায় আসে না।

তার আসবার সময় হয়েছে, সে এলো বলে, সে এসে যদি তোর এ কথা শুনতে পায়, তাহলে মনে বড় দুঃখু পাবে মা !

কমলা। (ব্যাকুলভাবে ঘরের চারিদিক দেখিয়া) মা ! মাগো !

প্রিয়। কাঁদিস নে মা, আয় বোস্ (খাটে বসাইয়া) আমার ভুল আমিই সংশোধন করে যাব। ঐ যে কাশী আস্‌ছে। আমি আজই, এখুনি দেখতে চাই, যে তোদের সকল দ্বন্দ্ব মিটে গেছে।

কাশীনাথকে আসিতে দেখিয়া কমলা ঈষৎ ঘোম্‌টা টানিয়া সরিয়া যাইতেছিল, প্রিয়নাথ তাহাকে ধরিয়া কাছে বসাইলেন

না-না-না, ছেলের সামনে মায়ের লজ্জা কি ?

কাশীনাথের প্রবেশ, হাতে পুঁথি

এই যে, এস বাবা, বস।

অপর পার্শ্বে কাশীনাথকে বসাইলেন

কাশী। আজ আপনি কেমন আছেন ?

প্রিয়। ভাল নয়। সেই একই ভাব। এ বয়সে আর কি ভাল হয়ে উঠব বাবা ?

কাশী। না না। আপনি অত উতলা হবেন না। নিশ্চয়ই ভাল হয়ে উঠবেন। আমি শুন্‌ছিলাম ওষুধ ত দূরের কথা, আপনি নিয়মিত পথ্যিও মুখে করছেন না।

প্রিয়। কোন জিনিষেই আর আমার রুচি নেই।

কাশী। একে রাতে ঘুম নেই, তার ওপর—

প্রিয়। প্রদীপ নেভবার আগে যেমন দপ্‌ করে জ্বলে ওঠে, তেমনি মহানিদ্রার আগে বোধহয় আর চোখের পাতা দুটো এক হবে না বাবা !

আর আমি বেশীদিন বাঁচবো না। আমার পুত্র সন্তান নেই, তুমিই আমার সব। বিষয় আশয় যা কিছু রেখে গেলাম, তা সমস্তই তোমাদের রইল। যে কটা দিন বাঁচি, তার মধ্যে সমস্ত বুঝেসুঝে নাও, নইলে কিছু থাকবে না। অপরে সমস্ত ফাঁকি দিয়ে নেবে, তাই ভাবচি—

কাশী। আদেশ করুন।

প্রিয়। আদেশ আর কি করব বাবা, আমার ইচ্ছে, কাল থেকে যদি তুমি সকাল-বেলাটা একবার করে কাছারী ঘরে গিয়ে ব'স—

কাশী। যে আজ্ঞে!

প্রিয়। আমি বুড়ো হয়েছি। কোন দিকেই আর নজর দিতে পারি নে। তাই তোমার ওপর আজ থেকে আমি জমিদারীর সমস্ত ভার দিতে চাই।

কাশী। কিন্তু এ ভার কি আমি বইতে পারব?

প্রিয়। এ ভার যে তোমাকে বইতে হবেই বাবা! তুমি ছাড়া আর আমার কে আছে? যে যার হাতে আমি এ ভার দিতে পারি?

প্রিয়নাথ শয্যা হইতে উঠিলেন

আমার লাঠিটা দাও ত মা!

কমলা। এতরাত্রে আবার কোথায় যাবে বাবা?

প্রিয়। একবার কাছারী ঘরে যাব।

কমলা। এখন কাছারী ঘরে কে আছে যে—

প্রিয়। আর কেউ না থাক—দেওয়ানজী ত আছে। সমস্ত কর্ম্মচারীদের ডেকে বলে দেব, যে কাল থেকে আমার গদিতে বসবে আমার জামাই—

কমলা। কিন্তু তার জন্যে কষ্ট করে উঠে যাওয়ার দরকার কি বাবা? দেওয়ানজীকে ডেকে পাঠালেই ত হ'ত।

প্রিয়। না, না, তুই আমার লাঠিটা দে মা, তুই আমার লাঠিটা দে, আজ আমার ডেকে বলবার দিন নয় মা, আজ আমার গিয়ে বলবার দিন।

কমলা লাঠি দিল

ব্যস্তভাবে প্রস্থান

কমলা। কোথায় গিয়েছিলে?

কাশী। বেড়াতে।

কমলা। কিন্তু ফিরে আসতে আজ এত দেরি হ'ল যে?

কাশী। আজ একটু দূরেই গিয়েছিলাম।

কমলা। কতদূর?

কাশী। পাশের গ্রামে। মামার বাড়িতে।

কমলা। অতদূরে হেঁটে গিয়েছিলে?

কাশী। না। তবে দূর বলে নয়, তোমাদের সম্মানের হানি হয় বলেই গাড়ী করে গিয়েছিলাম।

কমলা। মামার বাড়ির সকলে ভাল আছেন ত?

কাশী। হাঁ, বিন্দু এসেছে।

কমলা। এসেছেন? তা ঠাকুরঝিকে আসতে বলেছ ত?

কাশী। শুধু বলা নয়, তাকে সঙ্গে করেই নিয়ে আসছিলাম, কিন্তু হরিদা তাকে আসতে দিলে না।

কমলা। কেন?

কাশী। তা ঠিক জানি না। বোধহয় বড়লোকের বাড়ি বলে—

কমলা। ঠাকুরঝিকে আমার কথা বলেছ?

কাশী। বলেছি। হ্যাঁ দেখ, বিন্দু আমায় খাওয়ার নেমন্তন্ন করেছে। যাব?

কমলা। তোমার ইচ্ছা।

কাশী। তোমার কি মত?

কমলা। আমার মতামতের মূল্য কি? তবে বড়লোক বলে ঘৃণা করে যদি গরীবরা বড়লোকের বাড়িতে পা না দেয়, তবে বড়লোকরাই বা গরীবের বাড়িতে যাবে কেন?

কাশী। কিন্তু বিন্দুর দোষ কি? তার ত আসার ইচ্ছে ছিল, তবে হরিদা আপত্তি করলেন বলেই, সে এল না।

কমলা। তাহলে নেমন্তন্ন খেতে তুমিও যেও না। যে কারণে তাঁদের এখানে আসার আপত্তি, সে কারণে তোমারও না যাওয়াই উচিত।

কাশী। তবে ভাবছি কি, ভাইয়ের কল্যাণে ভাইফোঁটার নেমন্তন্ন, বিন্দু দুঃখ পাবে।

কমলা। ভাইয়ের কল্যাণে ভাইফোঁটার নেমন্তন্ন! না—না, তবে যেও।

কাশী। না, যাব না।

প্রস্থানোদ্যত

কমলা। ওকি! কোথায় যাচ্ছ?

কাশী। পড়তে।

কমলা পুঁথি কাড়িয়া লইল

পুঁথিটা কেড়ে নিলে যে?

কমলা। একটু বস। রোজ পড়, আজ একটু না পড়লে আর ক্ষতি হবে না। আজ দুটো কথা কও।

কাশী। এই জন্যে পুঁথিটা কেড়ে নিলে?

কমলা। শুধু তাই নয়। পড়ার সময় কাছে গেলে বিরক্ত হবে, বকবে, এ জন্যেও বটে।

কাশী। (হাসিয়া) কেন বিরক্ত হব কমলা? তোমাকে কখনও কি আমি বকেছি? তুমি কথা কও না, কাছে আস না, বই না পড়লেই বা কেমন করে দিনগুলো কাটাই বল?

কমলা। সেই অভিমানেই কি তুমি বই মুখে দিয়ে পড়ে থাক ?

কাশী। শুধু তাই নয়, বই পড়াটা নেশাও বটে।

কমলা। বই পড়ে কি মনের ক্ষুধা মেটে ?

কাশী। কি জানি।

কমলা। (কাঁদিয়া) দেখ ! তুমি আমাকে একেবারে মেরে ফেল, এমন করে একটু একটু করে পুড়িয়ে মেরো না।

কাশী। কেন ? কি করেছি কমলা ?

কমলা। তা কি তুমি জান না ? দেখ, আর যা ইচ্ছে কর কিন্তু আমার দাঁড়াবার একটু স্থান রেখো।

কাশী। কি হয়েছে কমলা, আমায় বেশ করে বুঝিয়ে বল ত !

কমলা। তুমি রোজ রোজ এমন হয়ে যাচ্ছ কেন ?

কাশী। আমার শরীর কি বড্ড খারাপ হয়েছে কমলা ?

কমলা। তা কি তুমি বুঝতে পারছ না ?

কাশী। সত্যি। বুঝতে যে পারি নে তা নয়, কিন্তু কি করব বল ?

কমলা। ওষুধ খাও।

কাশী। ওষুধে সারবে না।

কমলা। তবে কিসে সারবে ?

কাশী। তা জানি নে।

কমলা। ওষুধে সারবে না, কিন্তু কিসে যে সারবে তাও জান না। তবে কি আমার কপালটা একেবারে পুড়িয়ে দেবে ?

কাশী। এখানে সুখ পাই নে কমলা, তাই বোধহয় এমন হয়ে যাচ্ছি।

কমলা। সুখ পাও না ? তবে এখানে থাক কেন ?

কাশী। না থাকলে কোথায় যাব ?

কমলা। কেন? এখান ছাড়া আর কি জায়গা নেই? যেখানে সুখ পাও, সেখানে গিয়ে থাক।

কাশী। তা হয় না।

কমলা। কেন হয় না?

কাশী। এখানে না থাকলে শ্বশুরম'শায় মনে কষ্ট পাবেন।

কমলা। আর এমনি করে শুকিয়ে গেলেই কি তিনি মনে সুখ পাবেন?

কাশী। তাও হয় ত পাবেন না। কিন্তু উপায় কি কমলা? তোমার বাবা গরীব দেখে—

কমলা। ছিঃ ছিঃ! ও কথা মুখে এনো না। আমাকে সব খুলে বল, আমি উপায় করে দেব।

কাশী। সব কথা আমি তোমায় খুলে বলতে পারব না। (কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া) এইসব দেখেশুনে মনে হয় কমলা, আমাদের এ বিয়ে না হলেই ভাল হ'ত।

কমলা। কেন?

কাশী। তুমিই বল দেখি কমলা, আমাকে পেয়ে কি তুমি একদিনের জন্যেও সুখী হয়েছ? আমি সোহাগ জানি নে, আদর জানি নে, ধরতে গেলে আমি কিছুই জানিনে। তোমাদের এই বয়সে কত সাধ, কত কামনা, কিন্তু তার একটীও আমাকে দিয়ে পূর্ণ হয় না। আমি যেন তোমার স্বামী নয়—শুধু তার ছায়া!

কমলা। আমাকে কি তুমি দেখতে পার না?

কাশী। সে কথা আর একদিন বলব।

কমলা। না বল, আমাকে বিয়ে করে কি তুমি সুখী হও নি?

কাশী। কি জানি, হয় ত না।

কমলা। অন্য কাউকে বিয়ে করলে কি তুমি সুখী হতে?

কাশী। তাও ঠিক বলতে পারি নে। আমার শুধু মনে হয় কমলা, সংসারের পথে পা না দিলেই বোধহয় ভাল ছিল!

কমলা। কিন্তু তা যখন হয় নি, তখন মতটা বদ্‌লে মনটাকে ঠিক করবার চেষ্টা কর।

কাশী। করি, কিন্তু পেরে উঠি না।

কমলা। কেন পার না?

কাশী। কি জানি, বোধহয় দুর্ব্বলতা।

কমলা। তুমি এ দুর্ব্বলতা ত্যাগ না করলে আমি কোথায় দাঁড়াব?

কাশীনাথের বুকে হাত দিয়া

এ কি! তোমার জ্বর হয়েছে?

কাশী। হাঁ।

কমলা। কৈ? এ কথা ত তুমি আমায় বল নি?

কাশী। না, বলি নি। কিন্তু তুমিও ত আমায় জিজ্ঞাসা কর নি কমলা, আমি আজ দুদিন কিছুই খাই নি, সে খবরটাও ত তুমি নাও নি।

কমলা। (কাঁদিয়া) ওগো, তুমি আমায় ক্ষমা কর। আমার সব দোষ ভুলে যাও—তোমার সব ভার আমাকে নিতে দাও।

কাশী। সত্যি তুমি কি আমার সব ভার নিতে পারবে?

কমলা। কেন পারব না? তুমি একবার দিয়েই দেখ—

কাশী। আমি ত তোমায় সে ভার অনেক দিনই দিয়েছি কমলা, কিন্তু তুমি যে বুঝতে পার না।

কমলা। কিন্তু কেন তবে এতদিন চিন্‌তে দাও নি? কেন এতদিন আপনাকে লুকিয়ে রেখে আমাকে এত কষ্ট দিলে?

কাঁদিতে কাঁদিতে কাশীনাথের বুকে মুখ রাখিল

কাশী। কমলা, কমলা শোন—শোন—

তৃতীয় দৃশ্য

প্রিয়নাথের বাটীর অন্দর। বৃদ্ধ দেওয়ানের হাতে একটা উইল। কমলা তাহার সহিত কথা কহিতে কহিতে প্রবেশ করিল

কমলা। বাবার সম্পত্তি, বাবা যদি তাঁকে স্বেচ্ছায় দিয়ে যান, তাতে আমার আপত্তি করার কি আছে দেওযানজী? আর তা ছাড়া, সম্পত্তি তাঁকে দেওয়াও যা, আমাকে দেওয়াও তা—

দেওয়ান। তুমি ঠিক কথাই বলেছ মা! তুমি বুদ্ধিমতী। তোমাকে বোঝাতে যাওয়া আমার পক্ষে ধৃষ্টতা। স্ত্রীলোকের স্বামীই সব। কিন্তু স্বামী যার বেহিসেবী, তার স্ত্রীকেই যে সব হিসেব করে চলতে হয় মা! জামাইবাবু পণ্ডিত মানুষ। বিষয়বুদ্ধি তাঁর একেবারেই নেই। নইলে ষোল আনা সম্পত্তি তাঁকে দিলেও চিন্তার কোন কারণ ছিল না। আজ ত্রিশ বছরেরও বেশী তোমাদের সংসারের নিমক খাচ্ছি—ভালমন্দ সব তাতেই কর্ত্তাবাবু আমার সঙ্গে পরামর্শ করে এসেছেন—আজ তিনি অসুস্থ, খুঁচিয়ে এসব কথা তুলতে গেলে, পাছে তিনি আঘাত পান, সেই ভয়েই তাঁকে কিছু বলতে পারছি নে। তোমায় বললাম—যা ভাল হয় তাই কর।

কমলা। আপনি কি করতে বলেন?

দেওয়ান। আমি কিছুই করতে বলি নে মা, যাতে তোমার ষোল আনা সম্পত্তি বজায় থাকে, আমি তাই করতে বলি।

কমলা। আপনার কি ধারণা, বাবা যা করতে চাইছেন, তাতে ষোল আনা সম্পত্তি বজায় থাকা সম্ভব হবে না?

দেওয়ান। আমি সেই আশঙ্কাই করি মা, কর্ত্তাবাবু তাঁকে বৈষয়িক কাজকর্ম্ম জেনে নেওয়ার জন্যেই কাছারী ঘরে বসে, কাজকর্ম্মের তদারক করার জন্যে তাঁকে নির্দ্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি যে সামান্য কদিন কাছারীতে গিয়ে বসেছিলেন, তাতে আমার যা ধারণা হয়েছে মা, তা থেকে আমি বলতে পারি, সম্পত্তি রক্ষা তাঁর দ্বারায় সম্ভব নয়।

কমলা। কিন্তু আমি তার কি করতে পারি বলুন?

দেওয়ান। একি একটা কথার মত কথা হ'ল মা! জামাইবাবুর কষ্ট তুমি কি সহ্য করতে পারবে? কখনোই পারবে না। ফলে, নিজের অংশ থেকেই তখন তাঁর অভাব মোচন করতে হবে।

কমলা। যদি কোন উপায়ই না থাকে, তাই করব। বাবার যখন ইচ্ছা দু'জনকে সমান ভাগে ভাগ করে দেওয়া, তখন আমি তাতে আপত্তি করি কি করে?

দেওয়ান। ওঁর পক্ষে দুজনকে সমানভাগে ভাগ করে দেওয়াই স্বাভাবিক। নইলে জামাইবাবু মনোক্ষুণ্ণ হবেন। কেন না, কর্ত্তাবাবু তাঁকে সংসারের সব ভার দেবেন প্রতিশ্রুতি দিয়েই তোমার সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলেন, আর সেই কারণেই (হাতের উইলটা দেখাইয়া) এই উইলটা করেছেন। অনেক আশা-ভরসাই তাঁর মনে ছিল। কিন্তু সত্যি কথা বল ত মা? তোমার বিয়ে দিয়ে কর্ত্তাবাবুর এতটুকু সাধ-আহ্লাদ, আশা-আকাঙ্ক্ষা কি মিটেছে? অন্যে না জানুক, আমি ত জানি, এ বিয়ে দিয়ে কর্ত্তাবাবু কত বড় ভুল করেছেন।

কমলা। না না, বাবা কোন ভুল করেন নি—তিনি যা করেছেন আমার ভালর জন্যেই।

দেওয়ান। তোমার পক্ষে সব কিছু গোপন করে আমার কাছে এই কথা বলাই স্বাভাবিক। কিন্তু কর্ত্তাবাবু হঠাৎ এই রকম অসুস্থ

হয়ে পড়লেন কেন, তাও ত আমি জানি। তোমার বিয়ে দেওয়ার কিছুদিন পরে, জামাইবাবুর মতিগতি লক্ষ্য করে তিনি হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। তোমার মা যাওয়ায় তিনি যে আঘাত পেয়েছেন, তার চেয়ে বেশী আঘাত পেয়েছেন—তোমার বিয়ে দিয়ে—

কমলা। তিনি কি আপনাকে কিছু বলেছেন ?

দেওয়ান। বলেছেন বৈকি মা ! যা বলেছেন তাতে যতটুকু জানতে পেরেছি, তার চেয়ে বেশী জানতে পেরেছি—যা বলতে গিয়েও বলতে পারেন নি। অনেক দিন তোমার বাবার কাছে আছি মা, তাঁর মনের খবর বোধকরি, আমার চেয়ে আর বেশী কেউ জানে না। তাই বল্‌ছি মা, অন্ততঃ এই সময় তুমি যদি তাঁকে বুঝিয়ে বল ?

কমলা। কি বলব ?

দেওয়ান। আমি এই উইলটা এখুনি তাঁকে গিয়ে দেব। উইলটা দেওয়ার পর তুমি গিয়ে বলবে—তিনি যা করতে যাচ্ছেন, তা না করে ষোল আনা সম্পত্তিই তোমার নামে করে দিন। তাতে সবদিক বজায় থাকবে। জামাইবাবুও কোন কিছু ইচ্ছা করলেই নষ্ট করতে পারবেন না। অথচ তাঁর প্রয়োজনমত তুমি সব কিছু হাতে তুলে দিতে পারবে। আর তাতে লাভ হবে এই যে, জামাইবাবু তোমার হাতেই থাকবেন।

কমলা। আমার হাতে থাকবেন ?

দেওয়ান। থাকবেন বৈ কি মা ! অর্থের প্রয়োজনই যে মানুষের সব চেয়ে বড় প্রয়োজন। এই প্রয়োজনের জন্যেই তিনি যখন তখন তোমার কাছে আসবেন। ইচ্ছামত তখন তুমি তাঁকে নিজের বশে আনতে পারবে।

কমলা। (সবিস্ময়ে) নিজের বশে আনতে পারব ! আপনি ঠিক জানেন ?

দেওয়ান। নিশ্চয়ই। সব দিক বিবেচনা করেই এই কথা বল্‌ছি। নইলে আমার আর স্বার্থ কি? তোমরা যাতে সুখে থাক, সুখী হও—

কমলা। কিন্তু উইল যে লেখা হয়ে গেছে।

দেওয়ান। তাতে কি? এ উইল পরিবর্ত্তন করার এখনও যথেষ্ট সময় আছে।

কমলা। কিন্তু এই উইলটা যদি দুজনকে একসঙ্গে পড়ে শোনান, তাহলে সাম্‌না-সাম্‌নি আপত্তি জানাব কি করে?

দেওয়ান। সামনা-সাম্‌নিই বা আপত্তি জানাবে কেন মা? সেটা দেখতেও অত্যন্ত খারাপ হবে। এই ত আমি উইলটা কর্ত্তাবাবুকে দিতে যাচ্ছি, এখন ত আর জামাইবাবু নেই—এই সময় গিয়ে বল না কেন মা!

কমলা। আচ্ছা, তাই বলব।

একদিকে কমলা ও অন্যদিকে বৃদ্ধ দেওয়ান চলিয়া গেলেন। দেওয়ানের মুখে তখন ক্রূর হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছে

চতুর্থ দৃশ্য

প্রিয়নাথের শয়নকক্ষ। ইজি-চেয়ারে প্রিয়নাথ বসিয়া তামাক টানিতেছিলেন।
উইলহস্তে দেওয়ান প্রবেশ করিল

প্রিয়। বিনোদবাবুর কাছে গিয়েছিলে?

দেও। আজ্ঞে হ্যাঁ। তিনি এই উইলটা লিখে দিয়েছেন।

উইলটি প্রিয়নাথকে দিলেন। প্রিয়নাথ উইলটি তাঁহার পার্শ্বে রাখিলেন।

উইল রেজেষ্টারী হওয়ার আগে আপনাকে একটু পড়ে রাখতে বললেন। তাহলে উইলটা কি পড়ে শোনাব?

প্রিয়। না, নিজেই পড়ে নিতে পারব। এখন তাড়াতাড়ি এ কাজটা শেষ করে ফেলতে পারলেই বাঁচি।

দেও। কিন্তু উইল রেজেষ্টারী করেই কি আপনি নিশ্চিন্ত হতে পারবেন বাবু?

প্রিয়। কেন পারব না? খুব পারব। যাদের জিনিষ তাদের ভাগ করে দিতে পারলেই আমি স্বস্তি পাব।

দেও। কিন্তু ভাল মনে করে যা করতে চাইছেন, সত্যিই তা কি ভাল হবে বাবু?

প্রিয়। কি ভাল, কি মন্দ, জানি নে দেওয়ানজী। তাই নিঃস্বার্থভাবে দু'জনকে সমানভাগে ভাগ করে দিতে চাইছি।

দেও। কিন্তু জামাইবাবুকে অর্দ্ধেক সম্পত্তি দেওয়া কি উচিত হবে বাবু? উনি কি আর বিষয়-সম্পত্তি রাখতে পারবেন?

প্রিয়। তার জিনিষ সে যদি না রাখতে পারে ত আমি আর কি

করব? কিন্তু তার ন্যায্য অধিকার থেকে ত তাকে বঞ্চিত করা ত সঙ্গত হবে না।

দেও। আপনার কন্যার নামে যদি বিষয়-সম্পত্তি লিখে দিয়ে যান, তাহলেও ত জামাইবাবুর প্রতি কোন অবিচারই করা হবে না বাবু। স্ত্রীর নামেও ত অনেকে বিষয়-সম্পত্তি করেন।

প্রিয়। যে স্বামী স্বোপার্জ্জিত অর্থে স্ত্রীর নামে বিষয়-সম্পত্তি করে, সেখানে অভিমানের কোন কারণ থাকে না। কিন্তু আমি তাদের অভিভাবক হয়ে এ কাজ করি কেমন করে? আমি জানি, আমার জামাই বিষয়-সম্পত্তির ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন, হয় ত সে এ বিষয়-সম্পত্তি কিছুই দেখবে না, কেন না, কাশীনাথের বিষয়-সম্পত্তির ওপর কোন মমতা নেই। আর সে এর প্রত্যাশীও নয়। কিন্তু সে প্রত্যাশী না হলেও—আমার কর্ত্তব্য, আগে জামাইকে দিয়ে তারপর মেয়েকে দেওয়া।

দেও। উইল কি তাহলে আজই রেজেষ্টারী করবেন?

প্রিয়। হাঁ। আর দেরি করব না। সেই জন্যই ত সাব-রেজিষ্ট্রারকে সঙ্গে করে নিয়ে আসতে বলেছি। কর্ত্তব্যকর্ম্ম যত শিগ্র পারি শেষ করে ফেলব। দেহের যে রকম অবস্থা, কি জানি কখন আছি, কখন নেই। ভাল কাজের খুঁৎ রেখে যাব না।

দেও। কিন্তু সব কিছু করার আগে আপনার মেয়ের সঙ্গে একবার এ বিষয়ে পরামর্শ করা উচিত ছিল না কি? হাজার হোক্ আপনার একমাত্র মেয়ে—

প্রিয়। জামাইও ত আমার দুটো নেই দেওয়ানজী! পরামর্শ যদি করতে হয় ত মেয়ের সঙ্গে কেন, আমি আমার জামাইয়ের সঙ্গেই সে পরামর্শ করব। কিন্তু তুমি—

দেও। আপনি আমাকে ভুল বুঝবেন না বাবু! বহুকাল আপনার নিমক খেয়েছি। আপনার সম্পত্তি যাতে যথারীতি বজায় থাকে আমি তাই চাই। অন্য কোন উদ্দেশ্যে আমি যে সমস্ত সম্পত্তি আপনার কন্যাকে দিতে বলছি—তা নয়। ব্যাপার কি জানেন, হাজার হোক জামাইবাবু দরিদ্রের সন্তান, এতবড় সম্পত্তি হাতে পড়্‌লে শেষে যদি অন্যরকম বদ্‌খেয়াল তাঁর মাথায় চাপে।

প্রিয়। (গম্ভীরভাবে) অশিক্ষিতের হাতে ত দিই নি দেওয়ানজী, সুশিক্ষিত পণ্ডিতের হাতেই আমার কমলাকে দিয়েছি। তাতেও যদি তার অদৃষ্টে সুখ না থাকে, তাহলে সে দুর্ভাগ্য শুধু কমলার নয়, আমারও।

খাজাঞ্চির প্রবেশ

খাজাঞ্চি। বিনোদবাবু সাব-রেজিষ্ট্রারকে নিয়ে আসবেন। তা টাকাকড়ির কি কিছু দরকার হবে বাবু?

প্রিয়। হ্যাঁ, তা কিছু খুচরো খরচ-পত্রের দরকার হতে পারে বৈ কি। আচ্ছা, তা দেওয়ানজীর কাছে না হয় কিছু টাকাকড়ি দিয়ে রেখো।

খাজাঞ্চি। যে আজ্ঞে!

প্রস্থানোদ্যত

প্রিয়। আর শোন, একটু পরে আমার সঙ্গে একবার দেখা করবে।

খাজাঞ্চি। যে আজ্ঞে।

প্রস্থান

দেওয়ান। আমি বলছিলাম কি, দিনকতক বাইরে থেকে ঘুরে এসে তারপর এই সব করলেই ভাল করতেন। নিজের শরীরটাকে ত আগে সারনোর দরকার। শরীর যে ক্রমশঃই ভেঙ্গে পড়ছে।

প্রিয। বাইরে গিযে স্বস্তি পাব না দেওয়ানজী! আমার সব কিছুই চারিদিকে অগোছাল হয়ে পড়ে রযেছে! বাইরে যাওয়ার কথা কি বল্‌ছ— বোধহয মরেও সুখ পাব না। যাক্, উইলটা একটু পড়ে দেখি। তুমি এখন এসো।

দেও। যে আজ্ঞে।

প্রস্থান

প্রিযনাথ উইল লইযা পড়িতে লাগিলেন একটু পরেই খাজাঞ্চি প্রবেশ করিলেন

এসো। যে জন্যে তোমায ডেকেছিলাম ; দেখ, তোমাদের জামাইবাবু জমিদারীর কাজকর্ম্ম দেখছেন কেমন ?

খাজাঞ্চি। আজ্ঞে, তিনি ত আজ কদিন থেকে আর কাছারী-ঘরে যাচ্ছেন না।

প্রিয। যাচ্ছেন না ? কেন ?

খাজাঞ্চি। তা জানি না, তবে—

প্রিয। থামলে যে!

খাজাঞ্চি। আজ্ঞে জামাইবাবু যে জমিদারীর কাজকর্ম্ম দেখেন, এটা কেউ পছন্দ করেন না। তাই বুঝেই বোধহয়—

প্রিয়। সে কি! সে আমার জামাই! আমার জমিদারীর কাজ দেখবে, তাতে অন্যলোকের পছন্দ অপছন্দের কি আছে ?

খাজাঞ্চি। তা জানি না। জামাইবাবু ত নিয়মিতই কাছারীতে গিয়ে বসছিলেন, কিন্তু সেদিন খরচের খাতা নিযে তাঁর কাছে যখন দেখাতে

গেলাম, তিনি বল্‌লেন, 'ওসব খাতাপত্র আজ থেকে দেওয়ানজীই দেখবেন বলেছেন। পরে শুন্‌লাম, জামাইবাবুর হাত থেকে সব কাজই দেওয়ানজী নিজের হাতে তুলে নিয়েছেন নাকি আপনারই নির্দ্দেশানুসারে।

প্রিয়। কি! আমার নির্দ্দেশানুসারে! বৃদ্ধ দেওয়ান—সাতকাল গিয়ে এককাল ঠেকেছে—এখনও মিথ্যেকথা! এখনও প্রবঞ্চনা! আমার নাম করে মিথ্যেকথা! সে কি জানে না যে সিংহ রোগশয্যায় পড়ে থাকলেও—সে সিংহ! ডাকো ত দেওয়ানকে!

খাজাঞ্চি। কিন্তু এই নিয়ে আর রাগারাগি করবেন না বাবু! এতে আপনারই ক্ষতি হবে। আপনি নিজে এখন কিছুই দেখতে শুনতে পারছেন না, এই বিরাট জমিদারীর সব কিছুই দেওয়ানজীর নখ-দর্পণে! তা ছাড়া—

প্রিয়। এঁ্যা! হুঁ—ম্—ম্ (চিন্তিতভাবে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন)

খাজাঞ্চি। কিন্তু এ নিযে মন খারাপ করবেন না বাবু! আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি, দেওয়ানজীর সাধ্যও নেই যে আপনার কোন ক্ষতি করে।

প্রিয়। আমি জানি, তোমার ন্যায় সৎকর্ম্মচারী বিরল। কেবলমাত্র তোমার ভরসায় শয্যায় শুয়েও আমি কতকটা নিশ্চিন্ত আছি। নইলে জমিদারের কর্ম্মচারীরা বড় একটা সৎ হয় না। কাঁচা পয়সার কারবার, বড়ই প্রলোভনের জিনিষ!

খাজাঞ্চি। কিন্তু আপনি আর মন খারাপ করবেন না বাবু! আমি কথা দিচ্ছি, উইল হয়ে যাক্, জামাইবাবুকে গদ্দিতে বসিয়ে আমি নিজে হাতে কাজ শিখিয়ে দেব। আজ যারা পণ্ডিত-মূর্খ, টুলো-ভট্‌চায্যি বলে জামাইবাবুকে উপহাস করে, কাল তারা হাতজোড় ক'রে তাঁরই আদেশের অপেক্ষা করবে।

প্রিয। তাই নাও। তুমিই তাকে একটু শিখিয়ে নাও খাজাঞ্চি-মশাই, কাশীনাথ বড নিরীহ, বড় ভালমানুষ সে!

খাজাঞ্চি। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন বাবু। আমি বেঁচে থাকতে জামাইবাবুব গাযে আঁচডটী লাগতে দেব না। ঐ যে জামাইবাবু আসছেন। আমি তাহলে এখন আসি বাবু –

খাজাঞ্চি প্রস্থান করেন অপর দিক দিয় কাশীনাথের প্রবেশ

প্রিয। এই যে, এস বাবা এস, বস। কাছারীতে গিযেছিলে?

কাশী। আজ্ঞে না।

প্রিয। কেন?

কাশী। ও বৈষযিক কাজ, আমার দ্বারায বিশেষ সুবিধা হচ্ছিল না, তাই —

প্রিয। কিন্তু তোমাকে যে সব শিখে পড়ে নিতে হবে বাবা। তোমাব বিষয তুমি বুঝে না নিলে, সব যে নয ছয হযে যাবে বাবা।

কাশী। সম্পত্তিটা আপনি আর কাউকে দিযে যান।

প্রিয। আর কাকে দেব বাবা! তুমি ছাডা আমাব আব কে আছে? (উইল দেখাইযা) এই দেখ, আমি উইল করেছি—আমাব স্থাবব অস্থাবর যাবতীয সম্পত্তিব মালিক—তুমি আর কমলা।

কাশী। কিন্তু আমাব ইচ্ছা, আপনি ষোল আনা সম্পত্তিই আপনার মেযেকে দিযে যান।

প্রিয। জানি, তুমি এ দাযিত্ব এডাতে চাও। কিন্তু আমাব এই সম্পত্তির দাযিত্বের চেযেও যে বড় সম্পদের দাযিত্ব তুমি নিযেছ বাবা! কমলার ভার যদি তুমি নিযে থাকতে পাব—সম্পত্তিব ভার তার চেযে বড হবে না বাবা! এ তোমাকে গ্রহণ করতেই হবে। হ্যাঁ, আর এক কথা, কাছারীতে গিযে যেমন বসছিলে, তেমনি গিযে কাজ কর্ম্মের তদারক কর।

কাশী। কিন্তু—

প্রিয়। না না না—এর মধ্যে আর কিন্তু নেই বাবা। জানি, বৃদ্ধ দেওয়ান তোমার সরলতার সুযোগ নিয়ে আমার নাম করে ধাপ্পাবাজী করেছে। কিন্তু তুমি আমায় বিশ্বাস কর বাবা, ও আদেশ আমার নয়।

কাশী। তা আমি জানি।

প্রিয়। তবে তুমি অভিমান করে কাছারী যাওয়া ছেড়ে দিয়েছ কেন?

কাশী। দেওয়ানজী বুড়ো মানুষ, পুরোণ কর্ম্মচারী। তাঁর আদেশ সরাসরি উপেক্ষা করলে তাঁকে অসম্মান করা হ'ত, তাই—

প্রিয়। বুঝেছি। তাই কাছারী যাওয়া বন্ধ করেছ? কাশীনাথ! আমি তোমায় আদেশ করছি, অনুরোধ করছি, তুমি কাছারী যাওয়াটা ত্যাগ ক'র না।

কাশী। আপনি যখন আদেশ করছেন, তখন আমি নিশ্চয়ই যাব।

প্রিয়। হ্যাঁ যেও। নইলে আমি শান্তি পাব না বাবা!

কাশী। কাল রাত্রে কেমন ছিলেন?

প্রিয়। সেই একই ভাব, ঘুম ত নেই, সারারাত জেগে বসে থাকি। দুঃস্বপ্নের রাত্রি, এ যেন আর কাটতে চায় না।

কাশী। আচ্ছা, আমি তাহলে এখন আসি।

প্রিয়। চলে যাবে? কেন? কমলাকে ডেকেছি, সেও এলো বলে। আজ তোমাকে আর কমলাকে বিষয়টা ভাগ করে দেব, তোমাদের দুজনেরই যে থাকার দরকার বাবা!

কাশী। আপনার অভিপ্রায় আমি ত শুনলাম। আপনি তাকে বুঝিয়ে দিন, তাহলেই হবে। আমি বরং কাছারী যাই।

প্রিয়। আচ্ছা তাই যাও।

কাশীনাথের প্রস্থান

কমলার প্রবেশ

কমলা। বাবা ?

প্রিয়। আয় মা! এই এতক্ষণ কাশী ছিল, এই মাত্র চলে গেল। বোধহয় তোকে দেখতে পেয়েছে—তাই পালিয়ে গেল। এত করে বলি, আমার সামনে লজ্জা কি, কিন্তু কে কার কথা শোনে? আজকালকার ছেলের মত নয় কিনা ?

কমলা। তা যা বলেছ বাবা, একেবারে সেকেলে।

প্রিয়। সেকেলে বলেই ত এই সেকেলে মানুষটার সঙ্গে এমন খাপ খেয়েছে মা! তা যাক, বস, আমার কাছে বস। যে জন্যে ত ডেকেছি— আমি উইল করেছি। এই দেখ্ মা (বালিশের নিচে হইতে উইল বাহির করিয়া) আমার স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি তোদের দুজনকে সমান ভাগে ভাগ করে দিয়ে গেলাম, কেমন ভাল হয় নি মা? কি, কথা কইছিস্ না যে! ওঃ! তোর বুঝি পছন্দ হয় নি মা? কি? ষোল আনাই কাশীনাথের নামে লিখে দিতে বলছিস্? (নিরুত্তর) বুঝেছি। কিন্তু ভালমন্দ অনেক কিছু বিবেচনা করেই তোকেও অর্দ্ধেক সম্পত্তি দিতে চাইছি মা!

কমলা। কিন্তু আমি বলছি কি—

প্রিয়। কি বলছিস্ মা?

কমলা। সমস্ত বিষয় আমার নামে লিখে দাও বাবা।

প্রিয়। এঁ্যা!

কমলা। আমি কাউকে সম্পত্তির ভাগীদার হতে দিতে চাই নে বাবা!

প্রিয়। কমলা, তোর কাছ থেকে এ কথা শুনব, এ আমি আশা

করি নি মা! তাই নিশ্চিন্ত মনে আমি কাশীনাথকে এইমাত্র বিষয় দানের কথা জানালাম।

কমলা। উইল বদ্‌লে দাও বাবা! সে জানতে পারবে না।

সবিস্ময়ে চাহিয়া

প্রিয়। তা হয় ত পারবে না! কিন্তু তার সরলতার সুযোগ নিয়ে তাকে বঞ্চিত করা এইটাই কি উচিত হবে মা? (ক্ষণেক মৌন থাকিয়া) তুমি আমার একমাত্র সন্তান, তোমার মনে দুঃখ দিতে চাই না। কিন্তু কাজটা ভাল হবে না মা! আশীর্ব্বাদ করি—সুখী হও। কিন্তু সে ভরসা আর করতে পারি না। জীবনে অনেক দেখলাম, এই মন নিয়ে জগতে কোন স্ত্রী, কখনও সুখী হতে পারে না। দেখতে শুন্‌তে ভাল হবে, তুমি সুখী হবে, এই মনে করেই তোমাদের দুজনকে বিষয়-সম্পত্তি সমান ভাগে ভাগ করে দিতে যাচ্ছিলাম, জানতাম তুমি আর সে ভিন্ন নও। আচ্ছা বল্‌ ত মা! কি জন্যে তার বিষয়প্রাপ্তিতে তোর অমত হচ্ছে

কমলা। বিষয় পেলে আর আমার পানে ফিরে চাইবেন না!

প্রিয়। আর বিষয় না পেলে?

কমলা। আমার হাতে থাকবেন।

প্রিয়। আমি কাশীনাথকে চিনি। কিন্তু তুমি চেন না। সে ঠিক তার বাপের মত। যদি সে দেখতে না পারে, তাহলে বিষয় পেলেও দেখতে পারবে না—আর বিষয় না পেলেও দেখতে পারবে না। কমলা! এমনি ক'রে কি স্বামীকে হাতে রাখা যায় মা? জোর করে বনের বাঘ বশ করতে পারা যায়, কিন্তু জোর করে একটা ছোট ফুলকেও ফুটিয়ে রাখা যায় না মা! না মা না! এ ভাল উপায় নয়। সে যদি তোমাকে না নেয়, তাহলে তোমারই বা কতটুকু অবশিষ্ট থাকবে! যেটুকু থাকবে, তাতে—

অর্দ্ধেক সম্পত্তিতে কি চলবে না ? আরও এক কথা, ওরে স্বামীকে দেহ, মন, আত্মা, পার্থিব, অপার্থিব সব দিতে হয়, যাকে সব দিতে হয়, তাকে এই অর্দ্ধেক বিষয়টুকু কি দেওয়া যায় না ? কমলা ! এমন করিস্ নে মা ! যদি সে কখনও জানতে পারে তাহলে মনে বড় কষ্ট পাবে।

কমলা। না বাবা ! সম্পত্তির ভাগও আমি দিতে চাই না—আর ভাগীদারও হতে চাই না।

প্রস্থান

প্রিয়। কমলা ! কমলা ! ওরে শোন্—শোন্—চলে গেল ! চলে গেল ! ওরে কে আছিস্? ডাক, ডাক—

জনৈক ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। কাকে ডাকব বাবু ? দিদিমণিকে ?

প্রিয়। (ভৃত্যের মুখের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া) না না, দিদিমণিকে নয়—দেওয়ানজীকে, দেওয়াজীকে—

ব্যস্তভাবে ভৃত্যের প্রস্থান

অপর দিক দিয়া সদুর প্রবেশ

সদু। বাবু ! বাবু ! অমন করছেন কেন ?

প্রিয়। না না, কিছু নয়।

সদু। দিদিমণিকে কি ডেকে দেব ?

প্রিয়। না না, দিদিমণিকে নয়—দেওয়ানজীকে ডেকে দাও—দেওয়ানজীকে—

ব্যস্তভাবে সদুর প্রস্থান

আমাকে অসহায় রেখে চলে গেল ! আমি কাশীকে মুখ দেখাব কি করে ? আমি তাকে কি বলব ?

দেওয়ানের প্রবেশ

দেও। আমায় ডাকছিলেন ?

প্রিয়। (চম্‌কাইয়া) এ্যাঁ ! হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোমাকে ডাকছিলাম, ভেবে দেখলাম, তোমার কথাই ঠিক।

দেওয়ান যে উইলটী দিয়া গিয়াছিল তাহা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া

দেও। ও কি বাবু ? উইলটা ছিঁড়ে ফেললেন যে !

প্রিয়। হ্যাঁ। ছিঁড়ে ফেললাম। ওটার দরকার নেই বলেই, ছিঁড়ে ফেললাম।

ছেঁড়া উইলটী কুড়াইয়া লইয়া দেওয়ানের হাতে দিয়া

এইটা দেখে, আর একটা নতুন উইল ষোল আনা কমলা দেবীর নামে দান-পত্র করা হচ্ছে—এই মর্ম্মে লিখে আনো—আমি ষোল আনাই কমলাকে দিয়ে যাব।

দেও। তা বেশ ত! আমি এখনই নতুন উইল লেখার ব্যবস্থা করছি।

প্রিয়। হ্যাঁ, যাও।

দেওয়ান প্রস্থানোদ্যত

আর দেখ, বিনোদবাবু আর সাব-রেজিষ্ট্রার আসার আগেই যাতে নতুন উইলটা লেখা হয়ে যায়, সেই ব্যবস্থা কর গে।

দেও। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমি এখুনি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

ব্যস্তভাবে দেওয়ান প্রস্থান করিল। অপর দিক দিয়া ধীরে ধীরে কমলার প্রবেশ

কমলা। আমার ওপর রাগ করলে বাবা ?

প্রিয়। না মা, না, আমি দায়মুক্ত হতে চাই।

কমলা। উইল করে, তুমি দায়মুক্ত হতে চাও বাবা?

প্রিয়। হ্যাঁ মা, এ যে কতবড় দায় তা তোকে বুঝিয়ে বলতে পারব না কমলা! সংসারে সম্পদ আর সম্পত্তি করলেই হয় না! তাকে বজায় রাখতে যে বাঁধনের দরকার, সেই বাঁধন দেওয়াটাই শক্ত মা! যে গেরো আজ বাঁধতে যাচ্ছি, তা খুলে যাবে কিনা জানি না! কিন্তু যার সঙ্গে আর আমার কোন সম্পর্ক থাকবে না—যার ওপর আর আমার কোন মমতাই থাকবে না—তারই জন্যে এখনো এই রসি ধরে টানাটানি করছি—এ কি কম দায় মা!

কমলা। এ কি আমার ওপর অভিমান করে বল্‌ছ বাবা?

প্রিয়। না মা, নিজে আজ যে অন্যায় করতে চলেছি—মন, সেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে অভিমান করে এই কথা বল্‌ছে। যে পথকে আজ তোর সোজা আর সহজ বলে মনে হচ্ছে মা, একদিন হয় ত সেই পথটাকেই সবচেয়ে কঠিন বলে মনে হবে।

কমলা। জীবনের কোন পথটাকেই আজ আর আমার সোজা আর সহজ বলে মনে হয় না বাবা!

প্রিয়। জানি মা। আর তার জন্যে দায়ী আমি। আমার কল্পনার চোখে সেদিন যে মধুর ছবি ভেসে উঠেছিল—বাস্তবে আজ তা ম্লান হয়ে গেছে! আপনার বলতে কেউ নেই যে তোকে দেখাশোনা করবে। তাই ভেবে-চিন্তে এমন একজনের হাতে তোকে দিয়েছিলাম—

কমলা। তাই ত আজ নিজের হাতে সব ভার তুলে নিতে চাইছি বাবা!

প্রিয়। কিন্তু তার হাতে নিজেকে একবার ছেড়ে দিয়ে দেখ্‌লে পারতিস্‌ মা! ভুল বুঝেও শোধরাতে না পারলে—ভুল, ভুলই থেকে যায়—সংশোধন হয় না।

কমলা। আমি অনেক ভেবে দেখেছি বাবা, এ ছাড়া আর আমার কোন উপায় নেই।

দেওয়ানের প্রবেশ

প্রিয়। এই যে দেওয়ানজী। আমাদের কাগজপত্র সব প্রস্তুত?

দেও। আজ্ঞে হাঁ। সব প্রস্তুত।

প্রিয়। জমিদারীর সমস্ত দায়িত্ব আমি কমলার হাতেই দিয়ে যাচ্ছি। যাতে সবদিক বজায় থাকে, তাই করো। দেখো, যেন এক কূল বজায় রাখতে, আর এক কূল ভেঙ্গে না যায়।

খাজাঞ্চির প্রবেশ

খাজাঞ্চি। বাবু, বিনোদবাবু সাব-রেজিষ্ট্রারকে নিয়ে এসেছেন।

প্রিয়। এসেছেন? যান—তাঁদের এইখানেই নিয়ে আসুন।

দেওয়ান ও খাজাঞ্চির ব্যস্তভাবে প্রস্থান

প্রিয়। কমলা!

কমলা। বাবা!

প্রিয়। আমার মাথাটায় একটু বাতাস কর ত মা!

কমলা পাখা লইয়া বাতাস করিতে লাগিল ও কপালে হাত দিয়া কহিল—

কমলা। একি বাবা! তুমি বড্ড ঘামছ যে!

প্রিয়। হ্যাঁ মা, এমন দুর্ব্বলতা বোধহয় এর আগে আর কখনও অনুভব করি নি তাই—জীবনে অনেক ভুল, অনেক অন্যায় করেছি কিন্তু সে সমস্ত অপরাধের তুলনায়—মনে হয়, আজকের অপরাধের গুরুত্ব অনেক বেশি মা, অনেক বেশি।

দেওয়ান ও খাজাঞ্চির সহিত বিনোদবাবু, সাব-রেজিষ্ট্রার ও সাব-রেজিষ্ট্রারের পিয়ন প্রবেশ করিল। কমলা খাটের একপাশে সরিয়া গেল

বিনোদ। কেমন আছেন?

প্রিয়। এখনও আছি।

বিনোদ। (সাব-রেজিষ্ট্রারের প্রতি) ইনিই শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়।

সাব-রেজি। সাক্ষাৎ পরিচয় না থাকলেও—ওঁর কথা আমি বিশেষ-ভাবেই জানি।

বিনোদ। তাহলে উইলটা বার করুন দেওয়ানজী, রেজিষ্টারী করা হোক।

দেওয়ান বিনোদবাবুর হাতে উইল দিল—বিনোদবাবু উইল দেখিয়া

একি!

প্রিয়। আশ্চর্য্য হবেন না বিনোদবাবু! আপনি একদিন যে আশঙ্কা করেছিলেন, আজ তাই সত্য হয়েছে। সেই জন্যে নতুন উইল করে ষোল আনা সম্পত্তিই আমি আমার কমলার নামে দানপত্র করলাম।

বিনোদ। বেশ। (সাব-রেজিষ্ট্রারকে উইল দিয়া) আপনি উইলটি একবার পড়ুন—

সাব-রেজিষ্ট্রার উইলটী ভাল করিয়া দেখিয়া

সাব-রেজি। তাহলে এই উইলটাই রেজিষ্টারী করা হোক?

প্রিয়। হাঁ।

বিনোদ। ষোল আনা সম্পত্তিই কমলা দেবীর নামে রেজিষ্টারী করা হবে ত?

প্রিয়। হাঁ।

সাব-রেজি। তাহলে এইটাতে সই করে দিন।

সাব-রেজিষ্ট্রার সই করার জন্য উইল আগাইয়া দিলেন। প্রিয়নাথ কম্পিত হস্তে উইলে সই করিয়া সাব-রেজিষ্ট্রারের হাতে উইলটী ফেরৎ দিলেন। বিনোদবাবু সাক্ষীর সই করিয়া দেওয়ানের হাতে উইল দিয়াছেন, দেওয়ান সই করিতে যাইবেন এমন সময় প্রিয়নাথ অস্থিরভাবে ডাকিযা উঠিলেন

প্রিয। কমলা—কমলা—

কমলা। বাবা—বাবা—

প্রিয। ক—ম—লা—(মৃত্যু)

কমলা প্রিয়নাথের বুকে আছড়াইয়া পড়িল

দেওযান ও খাজাঞ্জি। বাবু! বাবু!

কমলা। বাবা! বাবা!

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কমলার কক্ষ

কমলা জমিদারীর কাগজ পত্র দেখিতেছে, খাজাঞ্চি প্রবেশ করিল

খাজাঞ্চি। আমায় ডেকেছেন?

কমলা। হ্যাঁ, বাবার কাজের যে হিসাব পত্র আপনি দিয়েছেন, তাতে এক জায়গায় আপনি পণ্ডিত বিদায় বাবদ খরচ লিখেছেন পাঁচ হাজার টাকা।

খাজাঞ্চি। আজ্ঞে হ্যাঁ। পাঁচশ পণ্ডিতকে দশ টাকা হিসাবে দেওয়া হয়েছে।

কমলা। তা ত হয়েছে, কিন্তু পণ্ডিত বিদায় করার হুকুম দিলে কে?

খাজাঞ্চি। আজ্ঞে জামাইবাবু—

কমলা। থাম্‌কা পাঁচ হাজার টাকা যার তার কথায় খরচ করার আগে আমাকে একবার জিজ্ঞাসা করাও প্রয়োজন মনে করলেন না?

খাজাঞ্চি। জামাইবাবু বল্‌লেন, তাছাড়া সৎ কাজ, ভাল কাজ বলেই—

কমলা। ভাল কাজ কি মন্দ কাজ, সে কথা আপনার কাছ থেকে জানতে চাই নি। আমি জানতে চেয়েছি, এ টাকাটা থাম্‌কা খরচ করার দুঃসাহস আপনার হ'ল কি ক'রে?

খাজাঞ্চি। আমি বুঝতে পারি নি যে দানসাগর শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বিদায়ে আপনি আপত্তি করবেন।

কমলা। আপনার জানা উচিত ছিল। আর তাছাড়া আমার পয়সা আমার অমতে খরচ করা আপনার উচিত হয় নি।

খাজাঞ্জি। আমি বুঝতে পারি নি, এই বারটী আমায় মাপ করুন। আমি জানতাম না যে, এ বাড়িতে জামাইবাবুর মতের কোন মূল্য নেই।

কমলা। আমার পিতা স্বর্গীয় প্রিয়নাথ মুখুয্যে'র এষ্টেটের পুরোণ কর্ম্মচারী হিসাবে আপনার সে কথা জানা উচিত ছিল।

খাজাঞ্জি। ক্রটী স্বীকার করছি—এ ভুল আর হবে না।

কমলা। যান। (খাজাঞ্জি প্রস্থানোদ্যত) আর শুনুন, আজ থেকে আমার বিনানুমতিতে একটি পয়সাও খরচ করবেন না।

খাজাঞ্জি। যে আজ্ঞে।

প্রস্থান ও সঙ্গে সঙ্গে দেওয়ানের প্রবেশ

দেওয়ান। খাজাঞ্জিকে ডেকে কথাটা কি বলে দিলে মা ?

কমলা। হাঁ।

দেওয়ান। ভাল করেছ মা ! এতবড় একটা বিরাট জমিদারী চালানর সমস্ত দায়িত্বই যে তোমার ওপর ! কর্ত্তব্যের অনুরোধে মধ্যে মধ্যে রূঢ় ব্যবহার হয় ত করতে হবে কিন্তু তার জন্যে কোনরূপ সঙ্কোচ করলে চলবে না। আমারও যদি ভুল হয় দেখ, তাহলেও বলবে মা, নইলে ভুল, ভুলই থেকে যাবে, সংশোধন হবে না। তোমার বাবার সঙ্গে তাঁর মৃত্যুর দিনেও আমার মতানৈক্য হ'ল, এই বিষয় দান করার ব্যাপার নিয়ে। পরে তিনি নিজের ভুল বুঝতে পেরে, নিজেই আবার আমায় ডেকে উইল পাল্টেছিলেন। ন্যায্য ব্যাপারে লজ্জা অভিমানের কোন কারণ নেই মা !

কমলা। সে ত বটেই—

দেওয়ান। আর এক কথা, খরচ-পত্রের দিকে বিশেষভাবে নজর

রাখা দরকার। জমিদারী পরিচালনার ব্যাপারে এদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখা একান্ত কর্ত্তব্য। স্বর্গীয় মুখুয্যেম'শায় বলতেন, জমীদারের কর্ম্মচারীরা সৎ হয় না, কাঁচা পয়সার কারবার, বড়ই প্রলোভনের জিনিষ! যাক্— উইলটা এনে দাও মা, এইবেলা একবার বিনোদবাবুর ওখান থেকে ঘুরে আসি—

কমলা। আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমি এখুনি এনে দিচ্ছি। উইলের প্রবেট্ যাতে শীঘ্রই হয়ে যায়, সেই ব্যবস্থাই করবেন।

দেওয়ান। নিশ্চয়ই, এতবড় একটা দায়িত্বপূর্ণ কাজ! ও আর দেরি করব না মা!

কমলার প্রস্থান, অপরদিক দিয়া কাশীনাথের প্রবেশ, তাহার হাতে একখানি চিঠি

এই যে আসুন জামাইবাবু, কর্ত্তাবাবুর মৃত্যুতে আপনার যা ক্ষতি হয়েছে, তেমনতর ক্ষতি বোধহয় এ বাড়ির আর কারুর হয় নি। তাই ত সেদিন খাজাঞ্চিমশাই বল্‌ছিলেন—

কাশী। স্বার্থের ক্ষতি হয় ত অনেকেরই হয়ে থাকতে পারে কিন্তু কমলার মত ক্ষতি কারুরই হয় নি। কিন্তু মানুষের মৃত্যু ত কারুর হাত ধরা নয় দেওয়ানজী, বাসাংসি জীর্ণানি যথা—

দেওযান। কিন্তু কর্ত্তাম'শায় যে শেষে এমন উইল করবেন তা আমরা স্বপ্নেও ভাবি নি। পূর্ব্বে তিনি আর একটা উইল করেছিলেন এবং সে উইল তিনি আমাকে পড়িয়ে শোনান, তাতে আপনাকে আর তাঁর কন্যাকে তিনি সমানভাবেই ভাগ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু সে উইলটা যে শেষে কার পরামর্শে তিনি বদ্‌লালেন, তা, কিছুই বুঝতে পারছি না!

কাশী। তা বোঝার প্রয়োজনই বা কি? যার বিষয়, সে পেয়েছে— তাতে আমারই বা কি, আর আপনারই বা কি!

দেওয়ান। তবুও—তবুও—

কাশী। এর মধ্যে আর তবু নেই দেওয়ানজী! সত্যিই ত আমার সম্পত্তিতে অধিকার কি? বরং আমাকে অর্দ্ধেক দিয়ে গেলেই আশ্চর্য্য হবার কথা ছিল বটে! আর আমাকে অর্দ্ধেক দেওয়াও যা, তাকে সমস্ত দেওয়াও তা। এর মধ্যে কিছু প্রভেদ আছে কি?

দেওয়ান। না না, প্রভেদ আর কি, প্রভেদ কিছুই নেই। আমি শুধু কর্ত্তাম'শায়ের কথা বল্‌ছিলাম। তাঁর অভিপ্রায় আমি অনেক জানতাম কি না—এ জন্যেই কথাটা বলছিলাম।

কাশী। তিনি তাঁর কর্ত্তব্যই করেছেন দেওয়ানজী! ভেবে দেখুন, স্ত্রীর স্বামী ভিন্ন গতি নেই কিন্তু স্বামীর স্ত্রী ভিন্ন গতি আছে। আমি গরীবের ছেলে, একেবারে অতটা বিষয় হাতে পেলে পাছে আমার মতি-গতির পরিবর্ত্তন হয়, তাই সেই আশঙ্কা করেই শ্বশুরম'শায় বোধহয় উইল বদ্‌লে গেছেন।

দেওয়ান। তা হতে পারে। কিন্তু বিয়ের ব্যাপারের সব কিছুই আমি জানি কি না? তাই কথাটা বললাম। কর্ত্তাম'শায় বলতেন, জামাই ত নয়, ও আমার ছেলে! তা যাক্—(কমলাকে দেখিয়া) এই যে—মা এসেছ?

কমলার প্রবেশ

কমলা। এই নিন্। এটা বিনোদবাবুকে আজই দিয়ে যা করতে হয় করুন?

কাগজে জড়ান দলিল দেওয়ানের হাতে দিল

দেওয়ান। তুমি নিশ্চিন্ত থাক মা। আমি আজই সমস্ত ব্যবস্থা করছি।

দেওয়ানের প্রস্থান, কমলা প্রস্থানোদ্যত

কাশী। তুমি এখন কেমন আছ ?

কমলা। যাক্ তবু ভাল, যে জিজ্ঞাসা করার অবসর হয়েছে। কিন্তু আজ কদিনের মধ্যে যা জিজ্ঞাসা করার অবকাশ হয় নি, আজ হঠাৎ উপযাচক হয়ে সে কথাটা জিজ্ঞাসা করার কারণ কি জান্‌তে পারি ?

কাশী। সত্যি, আমি আমার ত্রুটী স্বীকার করছি কমলা! এ কদিনের মধ্যে কথাটা জিজ্ঞাসা না করা আমার অন্যায় হয়েছে, কিন্তু তুমি বিশ্বাস কর, আমার সব সময় সব কথা মনে থাকে না। ভুলো মানুষ, ভুলে যাই—

কমলা। কিন্তু এত ভুল হওয়াও ভাল নয়—নিজের শরীর খারাপ হলে জিজ্ঞাসা না করলে ত অভিমান হয়, তেমনি অভিমান অন্যের পক্ষেও হওয়া স্বাভাবিক—মনে রেখো।

কাশী। আমার ওপর তোমার অভিমান হয়েছে কমলা ? তাই এ কদিন কথা কও নি ?

কমলা। না। শুধু ঐ কারণেই যে কথা কই নি—তা নয়। কথা কইবার মত আমার অবকাশ কোথায় ? এতবড় একটা বিরাট জমিদারীর সমস্ত দায়িত্ব, বাবা আমার মাথায় চাপিয়ে দিয়ে গেছেন, সব দিকের কাজ সামলে, কথা কইবার সময় পেলে তবে ত কথা কইব ?

কাশী। ওঃ!

কাশীনাথ প্রস্থানোদ্যত

কমলা। চলে যাচ্ছ যে! দেখ, তুমি আমাকে উপেক্ষা করলে আমিও তোমাকে উপেক্ষা করতে জানি।

কাশী। উপেক্ষা ? কৈ, আমি ত তোমাকে উপেক্ষা করি নি কমলা!

কমলা। কর নি ত কি ? পাঁচ পাঁচ হাজার টাকা তুমি বাবার

শ্রাদ্ধে পণ্ডিত বিদায়ের জন্যে খরচ করলে, অথচ আমায় একবার জিজ্ঞাসা করলে না ?

কাশী। দানসাগর শ্রাদ্ধে পণ্ডিত বিদায় যে একটা প্রধান অঙ্গ কমলা ! আর তা ছাড়া আমি ভাবতে পারি নি যে তুমি পণ্ডিত বিদায়ে অমত করবে !

কমলা। কিন্তু যা ভাবতে পার নি, সেটা ভাবা উচিত ছিল। তোমাদের মত পণ্ডিতদের দান করে কি পুণ্যি হয় বলতে পার ?

কাশী। পুণ্যি হয় কি না জানি না কমলা, কিন্তু দান করে পাপও ত কিছু করি নি।

কমলা। দান করায় আমার মত আছে কি না, সেটা জেনে তবে দান করা উচিত ছিল।

কাশী। আমার ভুল হয়েছে কমলা ! এবার থেকে তোমায় না জিজ্ঞাসা করে কিছুই করব না। কিন্তু ঐ পুরোণ কর্ম্মচারী খাজাঞ্চি-মশাইকে কিছু না বলে আমার ভুল আমায় বুঝিয়ে দিলেই ভাল করতে কমলা !

কমলা। আমার দাস, আমার দাসী, আমার বাড়ি, আমার ঘর, অন্যায় করলে আমি একশ'বার বলব, তুমি তাতে অযাচিতভাবে মধ্যস্থ হতে আস কেন ?

কাশী। অযাচিতভাবে তোমার কোন ব্যাপারে মধ্যস্থ হতে আসার মত ইচ্ছা আমার আদৌ নেই কমলা ! তবে পণ্ডিত বিদায়ের ঐ পাঁচ হাজার টাকা খরচের সঙ্গে কেবল মাত্র খাজাঞ্চিম'শায়েরই সম্পর্ক নেই, আমারও আছে। তাই বলছি, খাজাঞ্চিমশাই উপলক্ষ্য। ঐ টাকাটা খরচ করার জন্যে আমিই প্রকৃত দায়ী। কিন্তু তবুও নির্ল্লজ্জের মত তোমার কাছে আজ আমার টাকা না চাইলে উপায় নেই, তাই

জানাচ্ছি যদি কিছু টাকা আমায় দান কর, অবশ্য পণ্ডিত বিদায় বলে নয়, একজনকে সাহায্য করার জন্যে। একজন সধবার সিঁথির সিঁদুর বজায় রাখার জন্যে।

কমলা। সধবার সিঁথির সিঁদুর বজায় রাখার জন্যে! কে সে?

কাশী। সে আমার মামাতো বোন—বিন্দু। তার স্বামী যোগেশের বড় অসুখ। তাই সে অনুরোধ জানিয়ে চিঠি লিখেছে—যদি তাকে এই সময় কিছু সাহায্য করি, তাহলে সে তার স্বামীকে বাঁচিয়ে তুল্‌তে চেষ্টা করে। (চিঠিটি দেখাইয়া) এই দেখ তার চিঠি—

কমলা। (চিঠি ফিরাইয়া দিয়া) থাক্, ও চিঠি আমি দেখতে চাই না। আমি তোমাকে পাছে অবিশ্বাস করি, এইজন্যেই চিঠিটা এনেছ বোধহয়? কিন্তু তার দরকার নেই। খাজাঞ্চিকে বলে দেব, প্রয়োজন মত টাকা পাঠিয়ে দিও।

কাশী। কমলা! সত্যিই তুমি মহৎ, ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।

কমলা। থাক্। স্বার্থসিদ্ধির অনুকূলে আমার মঙ্গল প্রার্থনার আর প্রয়োজন নেই।

কাশী। সত্যি কমলা! সত্যিই আজ আমি নিজের স্বার্থের জন্যে তোমার কাছে প্রার্থী হয়ে এসেছি। বিন্দু আমার বড় স্নেহের! তার বৈধব্যের কল্পনায় আমি অধীর হয়ে তোমার কাছে এসে হাত পেতেছি।

কমলা। কিন্তু বিন্দু তোমার বোন বলে আমি তাকে সাহায্য করতে রাজী হই নি—আমি রাজী হয়েছি, একজন বিপন্না সধবার সিঁদুর আর নোয়া বজায় রাখতে।

কাশী। আমার বোন বলে সাহায্য করতে রাজী যদি নাও হয়ে

থাক কমলা! তবুও আমি তোমায় বলব—তুমি মহৎ! তুমি উদার! আশীর্ব্বাদ করি সুখী হও।

প্রস্থান

কমলা কোচের উপর নিশ্চল হইয়া বসিয়া রহিল

সদু প্রবেশ করিল

সদু। দিদিমণি! বামুনঠাকুর জিজ্ঞাসা করছে, এ বেলা কি রান্না হবে?

কমলা। যা হয় রাঁধতে বলে দে—

সদু। তবু কি রাঁধবে বলে না দিলে—

কমলা। আমি আর কি বলব? যা হোক তুই বলে দিগে।

সদু। আচ্ছা, তাই যাই। (ফিরিয়া) জামাইবাবুর কি লুচিই হবে?

কমলা। তার আমি কি জানি? তাকে জিজ্ঞেস করগে।

সদু। সে কি দিদি! জামাইবাবু এ বেলা কি খাবেন, জিজ্ঞেস কর নি?

কমলা। কখন করব? দেখা পেলে ত?

সদু। কেন? এইমাত্র যে জামাইবাবু তোমার সঙ্গে কথা কইছিলেন—

কমলা। তা কইছিলেন। কিন্তু জিজ্ঞেস করার সুযোগ দিলে তবে ত জিজ্ঞেস করব? (কাঁদিয়া) বাবা আমাকে একটা জানোয়ারের হাতে সঁপে দিয়ে গেলেন!

সদু। ছিঃ দিদি! ও কথা কি বলতে আছে?

কমলা। কেন নেই? তোরা সবাই মিলে হাত পা বেঁধে জলে ফেলে

দিলি! আমার এত বড় সর্ব্বনাশ করতে পারলি আর আমি বলতে পারব না?

সদু। না—না, জামাইবাবু দিব্যি মানুষ! তবে একটু পাগলামির ছিট্ আছে এই যা। ওঁর বাপেরও একটু ছিল কিনা!

কমলা। বকিস্ নে, পাগলের কথা মুখে আনিস্ নে। বাপ পাগল হলেই যে ছেলে পাগল হবে এর মানে নেই! পাগল ও একটুও নয়, ইচ্ছে ক'রে শুধু শুধু ও আমায় কষ্ট দেয়—কষ্ট দেয়!

কাঁদিতে লাগিল

দ্বিতীয় দৃশ্য

যোগেশের বাসা বাড়ি

কক্ষের এক কোণে একটী মাটির প্রদীপ জ্বলিতেছে। অদ্ধ মলিন শয্যায় যোগেশ শায়িত। একটা জলচৌকির উপর একখানি রামায়ণ ও একখানি মহাভারত সজ্জিত। বিন্দু গলায় আঁচল দিয়া পুস্তক দুইখানির উদ্দেশে প্রণাম করিল

যোগেশ। বিন্দু! বিন্দু!

বিন্দু। আমায় ডাকছ?

যোগেশ। হাঁ, একটু আমার কাছে বস।

বিন্দু শিয়রে বসিয়া মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল

বিন্দু। বড্ড কি কষ্ট হচ্ছে?

যোগেশ। মনের কষ্টের চেয়ে আমার এ রোগের কষ্ট কিছুই নয় বিন্দু। আমি ভাবছি, তুমি দাঁড়াবে কোথায়?

বিন্দু। তুমি অত ভেব না। ভগবান এর একটা ব্যবস্থা করবেনই।

যোগেশ। ভগবান আর কি ব্যবস্থা করবেন বিন্দু! দাদাদের কি চিঠি দিয়েছিলে?

বিন্দু। হাঁ, ভাসুরদের সকলকেই চিঠি দিয়েছিলাম।

যোগেশ। কি লিখেছেন তাঁরা?

বিন্দু। বড়ভাসুর চিঠির কোন জবাবই দেন নি। মেজভাসুর লিখেছেন, আমার সাহায্য করবার ক্ষমতা নেই, আমি অক্ষম। নিজেরই সংসার চালান কষ্টকর হয়ে দাঁড়িয়েছে।

যোগেশ। আর ছোটদা?

বিন্দু। সবচেয়ে সেরা জবাব দিয়েছেন, তোমার ছোটদা। তিনি লিখেছেন, ছোট বাক্সে মার দরুণ গয়নাগাঁটী আর টাকাকড়ি যা ছিল, বাবা ত সবই ছোটবৌমাকে দিয়ে গেছেন। এতেও যদি তোমার না চলে, তাহলে আমরাই বা আর কি করব!

যোগেশ। দাদাদের পক্ষে এ কথা মনে করা খুবই স্বাভাবিক। তুমি যে তখন কিছুতেই রাজী হলে না বিন্দু, নইলে আমার ইচ্ছা ছিল, পৃথক হয়ে চলে আসার পূর্ব্বে বাক্সটা সকলের সামনে খুলে দেখিয়ে আসি।

বিন্দু। কিন্তু তাতেও তাঁরা বিশ্বাস করতেন না। মুখে না বল্‌লেও মনে ভাবতেন, আসল জিনিষটা লুকিয়ে, তাঁদের সঙ্গে আমরা ধাপ্পাবাজি করছি।

যোগেশ। সত্যি। বাবা মারা যাবার সময় তোমার হাতে যা দিয়ে গেলেন, তা এর আগে কেউ কখন দিয়ে গেছে কিনা সন্দেহ। তাই, দাদাদের অবিশ্বাস হওয়াও খুবই স্বাভাবিক। বিশ্বাস না করুন, তার জন্যে আমি এতটুকু দুঃখ করি নে, কিন্তু আমি ভাবছি আমাদের চলবে কি করে?

বিন্দু। তুমি ও জন্যে ভেবো না।

যোগেশ। যা ছিল সবই ত একে একে আমার চিকিৎসার জন্যে খোয়ালে। দেশের জমি-জমা সব কিছু বন্ধক দিলে, নিজের বলতে যা দু'খানা সোনাদানা গায়ে ছিল তাও গেল!

বিন্দু। তা যাক্। আমার যা আছে এতেই আমি সন্তুষ্ট।

যোগেশ। কি আর আছে বিন্দু! আছে ত ঐ রামায়ণ আর মহাভারত। ও দুখানা পুরোণ বইয়ের দোকানে দিলে বড় জোর মিলবে, দেড় টাকা কি দুটাকা!

বিন্দু। বাবার দান! ও আমি বিক্রি করব? আমি বলছি, বাবা যা বিশ্বাস করে দিযে গেছেন, তা কখনই নিষ্ফল হবে না।

যোগেশ। বাবার দান তুমি মাথা পেতে নিয়েছ, তুমি বিশ্বাস করে নিয়েছ, তোমার সে বিশ্বাসে আমি আঘাত দিতে চাই নে বিন্দু, কিন্তু এমন বিশ্বাসেই শুধু চলে না। তুমি আমার কথা রাখ বিন্দু! ভাল চিকিৎসার লোভে আর এখানে পড়ে থেকে দেনা বাড়িও না। এখানে মরলে ফেলবারও লোক পাবে না।

বিন্দু। কাশীদা চিঠি দিয়েছেন, তিনি আজকালের মধ্যেই আসবেন।

যোগেশ। তুমি কি তাঁকে চিঠি লিখেছ?

বিন্দু। হাঁ। তোমার এই রকম অবস্থা দেখে, বাধ্য হয়ে আমি তাঁকে চিঠি লিখেছি।

যোগেশ। কিন্তু চিঠিটা লেখার আগে আমায় একবার জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল। কাশীদা আজ বড়লোকের জামাই। বড়লোক। অনুরোধটা যদি সরাসরি প্রত্যাখান করেন, তাহলে সে আঘাত সহ্য করা হয় ত আমার পক্ষে সম্ভব হবে কিন্তু তোমার পক্ষে হবে না—তাই—

বিন্দু। কাশীদা কখনই তেমন ব্যবহার করবেন না। আমার চিঠি

পেয়েই তিনি লিখেছেন, দু একদিনের মধ্যেই আমি যাচ্ছি বোন, তুমি কোন চিন্তা ক'রো না। তাই রোজই আশা করছি, তিনি আসবেন। (চিঠি দেখাইয়া) এই দেখো তাঁর চিঠি—

যোগেশ। (চিঠি পড়িয়া) এ আশ্বাস যখন দিয়েছেন, তখন তিনি নিশ্চয়ই আসবেন, হয় ত সাহায্যও কিছু করবেন। কিন্তু কত নীচু হয়ে যে সে সাহায্য আমাদের নিতে হবে আমি কেবল তাই ভাবছি। এখনও সময় আছে বিন্দু, চল দেশে যাই—

বিন্দু। না। আমি যাব না। আমি শেষ চেষ্টা করব।

যোগেশ। আমার কথা রাখ বিন্দু, চল—আমরা বাড়ি ফিরে যাই।

বিন্দু। কিন্তু বাড়ি ফিরে গেলে ত তোমার চিকিৎসা হবে না।

যোগেশ। এখানে পড়ে থাকলেই কি চিকিৎসা হবে বিন্দু! টাকা কৈ? বিনি পয়সায় ত আর কেউ নাড়ী ধরবে না!

বিন্দু। তা হয় ত ধরবে না। কিন্তু এখানে যেটুকু চিকিৎসা সম্ভব হচ্ছে, দেশে গেলে যে তাও হবে না।

যোগেশ। যদি একান্তই দেশে যেতে না চাও, তাহলে এক কাজ কর বিন্দু। আমাকে বরং কোন হাসপাতালে দেবার ব্যবস্থা কর।

বিন্দু। কিন্তু তোমাকে হাসপাতালে দিয়ে আমি কি করে থাকব?

যোগেশ। তুমি বরং তোমার মার কাছে চলে যাও।

বিন্দু। তোমাকে ছেড়ে আমি কিছুতেই থাকতে পারব না।

যোগেশ। ছেলেমানুষী করো না বিন্দু! শোন। ভরাডুবি নৌকো কূলে ভেড়ান বড় শক্ত।

বিন্দু। হোক শক্ত। আমার মন বলছে, দেশে গেলে তোমায় বাঁচাতে পারব না। তোমার পায়ে পড়ি, আমায় শেষ চেষ্টা করতে দাও।

নেপথ্যে কাশীনাথ। এইটাই কি ৩৮নং বাড়ি ?

যোগেশ। কে ?

নেপথ্যে কাশী। যোগেশবাবু কি এই বাড়িতেই থাকেন ?

বিন্দু। বোধহয় কাশীদা এলেন !

যোগেশ। দেখ—দেখ—

ব্যস্তভাবে বিন্দুর প্রস্থান ও কিছুক্ষণ পরেই কাশীনাথের সহিত বিন্দুর পুনঃ প্রবেশ
কাশীনাথের হাতে একটি পুঁটুলি—তাহাতে কতকগুলি ফল

বিন্দু। কখন এলে ?

কাশী। এইমাত্র। সোজা ষ্টেশন থেকে তোমার এখানেই আসছি—

বিন্দু। বৌ ভাল আছে ?

কাশী। হাঁ। (ফলের পুঁটুলি বিন্দুকে দিয়া) এটা রেখে দাও—

বিন্দু। এতে কি আছে ?

কাশী। বিশেষ কিছু নয়, সামান্য গোটাকতক ফল।

বিন্দু। এ ত সামান্য নয় কাশীদা, এ যে অনেক।

যোগেশ। রোগে এত ফল কোনদিনই জোটে নি দাদা !

কাশীনাথ যোগেশের শয্যা পার্শ্বে বসিলেন

কাশী। কেমন আছ যোগেশ ?

যোগেশ। ভাল আর কৈ ?

কাশী। ডাক্তারেরা কি অসুখ বল্‌ছেন ?

বিন্দু। বল্‌ছেন—শরীরের রক্ত কমে গেছে। পুষ্টিকর পথ্য ও হাওয়া বদলান দরকার। তা এমন অবস্থা, একটা লেবুও কিনে দিতে পারছি না। ভাসুরদের চিঠি দিলাম, তাঁরা কেউ ভার নিতে রাজী হলেন না। দাদাও কোন খবর করলেন না। তাই কোন উপায় না দেখে, শেষে তোমাকেই কষ্ট দিলাম।

কাশী। বেশ করেছ। এ আর কষ্ট কি বোন? এ ত আমার কর্ত্তব্য। বরং তুমি এ সময় না জানালেই আমি দুঃখিত হতাম।

যোগেশ। যদি কোন দিন খাড়া হয়ে উঠতে পারি, তা হলে আপনার এ ঋণ—

কাশী। (বাধা দিয়া) তুমি কি বলছ যোগেশ? তোমাকে বাঁচিয়ে তোলার দায়িত্ব—এ যে আমারই। বিন্দু আমার ছোট বোন। সে যে আমার মার পেটের বোন নয়, এ কথা আমি মনে করতেই পারি নে। তুমি হয় ত জান না যোগেশ! মার স্নেহ কোনদিন পাই নি কিন্তু মামীমা একপাশে আমাকে আর একপাশে বিন্দুকে রেখে সমানভাবে মানুষ করেছিলেন। আর আজ আমার কর্ত্তব্যপালনকে তুমি ঋণ বলে গ্রহণ করলে, আমি মনে করবো, তোমার এ সঙ্কোচ, আমি বিন্দুর আপনার ভাই নই বলেই—

যোগেশ। না কাশীদা, না, আমি ও কথা মনে করি নে।

কাশী। তোমরা এখানে কতদিন এসেছো?

যোগেশ। প্রায় ছ'মাস হ'ল। যা কিছু ছিল, এমন কি পৈতৃক-ভিটেটুকু পর্য্যন্ত এ ক'মাসেই খুইয়েছি। কিন্তু রোগ কমল না। ডাক্তারেরা এখন বলছেন—শুধু চিকিৎসায় কিছু হবে না, হাওযা বদলান দরকার।

কাশী। তা কোথায় যেতে বলেন তাঁরা?

যোগেশ। দেওঘরে।

কাশী। বেশ, ডাক্তারের কাছ থেকে ওষুধের ব্যবস্থা করে নিয়ে কালই আমরা বেরিয়ে পড়ি।

বিন্দু। তুমি—তুমি নিয়ে যাবে কাশীদা?

কাশী। হ্যাঁ বোন। যা দরকার তা করতে হবে বৈ কি!

বিন্দু। কিন্তু এত খরচ তুমি একাই বা কি ক'রে—

কাশী। সে জন্যে তুমি ভেব না বিন্দু! আমি আসবার সময় কমলার কাছ থেকে তিন হাজার টাকা চেয়ে এনেছি। পরে দরকার হয়, আবার টাকা চেয়ে পাঠাব।

বিন্দু। ওঁর অসুখের কথা বৌকে তুমি বলেছ?

কাশী। হাঁ, তাই শুনেই ত সে তিন হাজার টাকা দিলে—

বিন্দু। তবু তাকে চোখে দেখি নি। শুধু বড়লোকের মেয়ে বলেই দাদা সেদিন আমায় দেখা করতে যেতে দেন নি। বৌকে ব'ল, সে যেন আমায় ক্ষমা করে।

কাশী। আমি ত জানি বিন্দু, সেদিন তুমি কেন যেতে পার নি। যাক্—আর দেরি করব না, ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করে কালকেই যাতে রওনা হতে পারি, সেই ব্যবস্থা করি গে। যে ডাক্তার দেখছেন, তার ঠিকানাটা দাও দেখি—চট্ করে একবার ঘুরে আসি।

যোগেশ। না—না, সে হবে না কাশীদা। আপনি এতক্ষণ ট্রেণে এসেছেন, কত কষ্ট হয়েছে আপনার। আগে হাত মুখ ধুয়ে যা হোক একটু মুখে দিয়ে সুস্থ হোন—তারপর—

কাশী। তোমার কিন্তু হবার কোন কারণ নেই যোগেশ। আর তা ছাড়া আমি এত ক্লান্ত নই যে—

যোগেশ। কিন্তু আমার অনুরোধ। যা কখনই হ'ত না, তা একটু পরে হলেও ক্ষতি হবে না। যা ছিল আমার কাছে স্বপ্ন, তা আজ হয়ে উঠেছে সত্য! আগে বিশ্রাম করুন—তারপর—

বিন্দু। গরীব বোনের বাড়ি যে তুমি কোন দিন পা দেবে, তা আমি স্বপ্নেও ভাবি নি কাশীদা! আজ যখন তোমায় পেয়েছি, তখন যা পারি, আমায় হাতে করে দিতে দাও।

কাশী। শু আজ নয় বোন, যে কদিন তোমার কাছে আছি,

সে কদিন তুমি যা হাত বাড়িয়ে দেবে, আমি সানন্দে তাই তুলে নেব। বোনের কাছে যত্ন নিতেই তো এসেছি—

সহসা জলচৌকির উপর নজর পড়িতেই

কিন্তু জুতো পরে এ ঘরে আসা তো বড় অন্যায় হোল বোন!

বিন্দু। কেন?

কাশী। তোমার ঘরে নারায়ণ রয়েছেন যে!

বিন্দু। ওঃ! না না, কিছু অন্যায় কর নি। নারায়ণ নন, ও আমার শ্বশুরের দান।

যোগেশ। ঐ আমাদের সম্পত্তি! ঐ আমাদের সংসারের বিপত্তি!

কাশী। সম্পত্তি! বিপত্তি! সে কি!

যোগেশ। বাবা মৃত্যুকালে আপনার বোনকে দিয়ে গেছেন। আপনার বোন ওঁর নিত্য পূজা করে। আর আমার দাদারা মনে করেন, বাবা তাঁর ছোটছেলের বৌকে দিয়ে গেছেন হীরেজহরৎ! কিন্তু সেই হীরেজহরৎ পেয়েও আমার দুঃখ ঘুচল না! তাই দুঃখু ঘোচাতে আপনাকে টেনে নিয়ে এলাম।

কাশী। কিন্তু ও কি?

বিন্দু। তুমি নিজে এসেই দেখ না কাশীদা—

বিন্দু কাশীনাথের হাত ধরিয়া জলচৌকির কাছে লইয়া গেল

একখানা রামায়ণ, আর একখানা মহাভারত!

কাশীনাথ জুতো খুলিয়া প্রণাম করিল

কাশী। বিপত্তি নয় যোগেশ, সত্যই এ সম্পত্তি! এ হীরেজহরতের চেয়েও মূল্যবান—এ অমূল্য!

পুনরায় প্রণাম, সঙ্গে সঙ্গে বিন্দুও প্রণাম করিল

তৃতীয় দৃশ্য

প্রিয়নাথের বাটীর অন্দর

সদুর সহিত কীর্ত্তনীয়া কথা কহিতে কহিতে প্রবেশ করিল

সদু। এইখানেই তুমি ততক্ষণ একটু দাঁড়াও, আমি দিদিমণিকে খবর দিচ্ছি। কিন্তু আজ কি তাঁর সঙ্গে দেখা করার সুবিধা হবে বাছা?

কীর্ত্ত। দেখা হবে না! কেন?

সদু। দিদিমণির শরীরটা খারাপ, মনটাও ভাল নেই কিনা—তা অত করে যখন বলছ, একবার না হয় বলেই দেখি—তোমার নামটা কি বল?

কীর্ত্ত। নাম বলতে হবে না, শুধু এই কথাই তাঁকে গিয়ে বল যে, বাবাজী দাসের মেলায় তিনি যে বৈষ্ণবীকে গান শোনাতে আসতে বলেছিলেন—সেই বৈষ্ণবী এসেছে। তাহলেই তিনি বুঝতে পারবেন।

সদু। ও! তুমি বুঝি গান গাও?

কীর্ত্ত। হ্যাঁ। এই নাম গান করি আর কি?

সদু। তা বেশ, তা বেশ। দিদিমণি গান শুনতে চাইলে ত ভালই হয় মা! তবু খানিক ভুলে থাকতে পারেন।

কীর্ত্ত। কেন? কি হয়েছে তাঁর?

সদু। না। এমন কিছু নয়। তবে—

নেপথ্যে কমলা সদুকে ডাকিলেন—'সদু—সদু'—

সদু। ঐ যে দিদিমণি আসছেন—

কমলা প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই বলিয়া উঠিলেন

কমলা। হাঁ দেখ, অক্ষয় সিঁদুরের ব্রত করার—(কীর্ত্তনীয়াকে দেখিয়া) কে রে সদু ?

কীর্ত্ত। আমায় যে আসতে বলেছিলেন মা ?

কমলা। (কীর্ত্তনীয়াকে ভাল করিয়া দেখিয়া) হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি আসতে বলেছিলাম বটে, এস, মা এস। সদু, যা তো—চট্ করে দুটো আসন নিয়ে আয় তো—

সদু। এই যে এনে দিই—

ব্যস্তভাবে সদুর প্রস্থান

কীর্ত্ত। আজ কি গান শোনবার স্থবিধে হবে মা ?

কমলা। কেন হবে না ?

কীর্ত্ত। শুন্‌ছিলাম আপনার শরীর মন ভাল নেই—

কমলা। না না, ও কিছু নয়—

কীর্ত্ত। কিন্তু দেখে মনে হচ্ছে যেন অনেক কিছু—

কমলা। কি রকম ?

কীর্ত্ত। বিরহিনী বিনোদিনী যেন—

কমলা। (বাধা দিয়া) তোমরা ভাবের রাজত্বে ঘুরে বেড়াও—তাই মিলন, বিরহ, মান, অভিমান অনেক কথাই তোমাদের মনে হয়—

সদু আসন লইয়া প্রবেশ করিল

যাক্। এবার তুমি একটা গান শোনাও—

ইতিমধ্যে সদু একটী আসন কমলাকে ও অপর একটী আসন কীর্ত্তনীয়াকে পাতিয়া দিল। সকলে উপবেশন করিলে পর কীর্ত্তনীয়া জিজ্ঞাসা করিল

কীর্ত্ত। কি গান গাইব মা ?

কমলা। যা তোমার ইচ্ছে—

কীৰ্ত্তনীয়ার গান

সে হেন রসিক নাগরের সনে কেন বা করিলি কলহ
আগে না বুঝিলি মানেতে মজিলি অবকাহে মুঝে বলহ।
কাজ ভাল কর নাই...
কলহ করি কাজ ভাল কর নাই...
নাগরের সনে কলহ করি কাজ ভাল কর নাই...
কেন বা করিলি কলহ।
আগে বুঝে স্থঝে মান করতে হয় রাই—
এখন কারে বা ব'লো...
তোর মানকে বল শ্যাম এনে দিতে...
এখন কেঁদে কারে বা ব'লো।
মানে শ্যামকে হারিয়েছ—
এখন কেঁদে কারে বা বল।
ধনি নারিলি পিরীতি রাখিতে
তোরা একি প্রতিদিন কলহ করিবি না পারিব মোরা সাধিতে
পারবো না গো...
নিতুই সাধতে পারবো না গো...
নিতুই হ'লো তোদের মান করা
নিতুই সাধতে পারবো না গো
প্রাণ যে গেল
সেধে সেধে মোদের প্রাণ যে গেল!
না পারিব মোরা সাধিতে।
রাজার ঝিয়ারী তাহাতে গোঁয়ারী এতে কী পিরীতি রয় গো
উঠে আয় বিশাখা রাই থাকুক একা
কাছে থাকা ভাল নয় গো।
কোন দিন কাঁদতে হবে...

মান গোঁয়ারীর কাছে থাকলে কোন দিন কাঁদতে হবে…
কৃষ্ণ ত্যাগীর কাছে থাকলে কোন দিন কাঁদতে হবে…
কাছে থাকা ভাল নয় গো।
করিলি কি মান উপেক্ষিলি কান বৈরি হাসালি ব্রজেতে
কথা শুনে চন্দ্রাবলী দিবে করতালী
এ মুখ দেখাবি কোন্ লাজেতে।
করতালি যে দেবে…
কৃষ্ণ প্রেমের বৈরী চন্দ্রাবলী করতালি যে দেবে
এ মুখ দেখাবি কোন লাজেতে।
কৃষ্ণ হেন ধন যে করে ত্যজন তার কি জীবনে আশ গো।
তার বাঁচাতে কি ফল, তার মরণ ভাল
কহে গোবিন্দ দাস গো।

গীতান্তে কমলা আঁচল হইতে একটী টাকা দিল

কমলা। আবার এস।

কীর্ত্ত। আসব বৈ কি মা।

কীর্ত্তনীয়ার প্রস্থান

কমলা ও সদু উঠিয়া দাঁড়াইল। সদু আসন দুইটি
গুটাইয়া লইল। কমলা বলিল

কমলা। হাঁ দেখ, অক্ষয় সিঁদুরের ব্রত করার জন্যে খাজাঞ্চি মশায়ের কাছে যে টাকা চেয়েছিলাম, তাঁকে বলে দিস্, তার আর দরকার হবে না।

সদু। সে কি গো! বের্তোর কাজ, শুভ কাজ!

কমলা। হোক্, আমার আর শুভর দরকার নেই—

সদু। এয়োস্ত্রী মানুষ! ও কথা কি বলতে আছে?

কমলা। খুব আছে। আমার মত এয়োস্ত্রী, তার আবার অক্ষয় সিঁদুরের ব্রত।

সদু। ও কথা বলতে নেই। মা ঠাক্‌রুণ কত সাধ করে তোমায় বেরতো নিইয়ে গিয়েছিলেন—

কমলা। সাধ করে ব্রত নিইযে গিয়েছিলেন! আচ্ছা বল্‌তো সদু, মেয়েরা এ সব ব্রত করে কেন?

সদু। আমার পিসি ব'লতো, অক্ষয় সিঁদুরের বেরতো করলে সিঁদুর নোয়া অক্ষয় হয়।

কমলা। সিঁদুর নোয়া অক্ষয় হয়? একথা তুই বিশ্বাস করিস্?

সদু। ওমা! করিনে আবার! এই যে যদু ভট্‌চায্যির বৌ, পাকাচুলে সিঁদুর পরে বুড়ো সোয়ামী, এক ঘর নাতি নাত্‌নী ছেলে পুলে রেখে এই সেদিন গেল! (তাহার উদ্দেশে প্রণাম জানাইয়া) একেই বলে সতীসাধ্বী, সবাই বললে, ধন্যি বেরতো করেছিল, অক্ষয় সিঁদুরের।

কমলা। তার কপালে সুখ ছিল, তাই ব্রতও তার সফল হয়েছিল। যার মন্দ কপাল! ব্রত করলেও তার কপালে সুখ হবে না।

সদু। বেরতো করলে নিশ্চয়ই ভাল হবে দিদিমণি। আমি বলছি, তুমি বেরতো বন্ধ করে দিও না। ও দিনকতক মনটা তোমার একটু খারাপ হয়েছে, জামাইবাবু ফিরে এলে আবার সব ঠিক হয়ে যাবে।

কমলা। চুপ কর্। তার কথা আর মুখে আনিস্ নে। যে নিজের স্ত্রীকে অসহায় অবস্থায় ফেলে পালায়, সে আবার মানুষ! আজ দু'দিন দুরাত্রি কেটে গেল! যা, যা বললাম তাই করগে, খাজাঞ্চি মশাইকে বলে দিগে, দিদিমণি ব্রত করবে না। টাকার—দরকার নেই।

সদু। জামাইবাবুর ওপর রাগ করে বেরতো কি বন্ধ করে দেয় দিদিমণি? সেটা কি ভাল হবে?

কমলা। কি ভাল আর কি মন্দ সে উপদেশ আমি তোর কাছে চাই নে। যা বল্‌লাম তাই করগে—

সদু প্রস্থানোদ্যত

আর শোন, অমনি দেওয়ানজীকে একবার ডেকে দিবি।

সদুর প্রস্থান

আমার আবার ভাল! আমার আবার মন্দ! যার জন্যে সিঁদুর, যার জন্যে নোয়া, সেই যখন তার মর্য্যাদা দিলে না, তখন আমিই বা তাকে অক্ষয় করে তুলতে যাব কেন? মনে ভাব্‌ছে—আমাকে জব্দ করবে? আমি দুদিন চুপ করে আছি, সব সহ্য করছি, এরপর হয় আমি সর্ব্বস্ব বেচে কিনে সদুকে নিয়ে তীর্থে চলে যাব, না হয় ইহজন্মে ওর আর মুখ-দর্শন করব না। ফাঁকি দিয়ে না হয় একবার টাকা নিয়েছে কিন্তু বার বার তো আর টাকা দেব না,—তিন হাজার টাকায় কতকাল চল্‌বে?

দেওয়ানের প্রবেশ

দেও। আমায় ডেকেছ মা?

কমলা। হাঁ, আমাদের উকিল বিনোদবাবুকে কি খবর দেওয়া হয়েছে?

দেও। হাঁ, বিনোদবাবু খবর পাঠিয়েছেন, তিনি এখুনি আসবেন।

কমলা। তাঁর আর কোন খবর পেলেন?

দেও। কোথায় আর খবর পাব মা? জামাইবাবুর আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে আমরা তো চিনি কেবল তাঁর মামার বাড়ী। তা সেখানে খবর নেওয়া হযেছে। তাঁরা জামাইবাবুর কোন খবরই বলতে পারেন নি।

কমলা। তাঁর এক মামাতো বোন আছেন। তার স্বামীর অসুখ

বলে তিনি আমার কাছে টাকা চান, আমার মনে হয়, হয়তো সেইখানেই গিয়ে থাকবেন।

দেও। তা, তাঁর ঠিকানাটা যদি জানা থাকে তো দাও মা! সেখানে না হয় একবার লোক পাঠাই—

কমলা। তাঁর ঠিকানা আমার জানা নেই।

দেও। আগাগোড়াই ভুল করেছ মা, দেখছ জামাইবাবু ঐ রকম মানুষ! বলি, আত্মীয় স্বজনদের খবরাখবরটাও তো জেনে রাখা উচিৎ।

কমলা। আত্মীয়তা যারা রাখতে চায়, তাদের খোঁজ খবর রাখা যায়। কিন্তু তা যারা চায় না, তাদের খোসামুদি করে খোঁজ খবর নেওয়া আমার স্বভাব নয়।

দেও। কিন্তু তা বল্‌লে তো হয় না মা, এ অভিমান করে থাকলে যে তোমারই ক্ষতি—

কমলা। কি লাভ আর কি ক্ষতি জানি নে দেওয়ানজী। কিন্তু লাভ মনে করে যা করতে গিয়েছি, লোকসান হয়েছে তাতেই তত বেশী!

দেও। তা যা বলেছ মা! ভাল মনে করে তখন যদি তুমি তিন হাজার টাকা বার করে না দিতে, তা হলে জামাইবাবুর সাধ্যও ছিল না, যে বাড়ীর বার হন। এতগুলো টাকা দেওয়ার আগে তখন যদি আমায় একবার জিজ্ঞেস করতে মা!

কমলা। কিন্তু আমি তো অতগুলো টাকা দিতে বলি নি।

দেও। সে কি মা! তোমার অমতে তিন তিন হাজার টাকা সরকারী তহবিল থেকে বেরিয়ে গেল! খাজাঞ্চিকে ডেকে তোমার এ সম্বন্ধে একটা কৈফিয়ৎ চাওয়া উচিত। (কমলা নিরুত্তর) না, না, এতে চক্ষুলজ্জা করলে চলবে না মা, নইলে ভবিষ্যতে এত বড় একটা জমিদারীর শাসন কার্য্য চালান অসম্ভব হয়ে উঠবে।

কমলা। এইজন্যেই আমি একজন নতুন কড়া ম্যানেজার নিযুক্ত করতে চাই।

দেও। সে কি মা! আমি যখন রয়েছি তখন খাম্‌কা খরচ পত্র বাড়িয়ে আর একজন নতুন লোক আনার দরকার কি? তা ছাড়া নতুন লোক এসে কি তেমন—

কমলা। না। কাজকর্ম্ম আপনি যেমন দেখাশুনা করছেন তেমনি করবেন, তবে শাসন ব্যবস্থাটা আমি নতুন লোকের হাতেই দিতে চাই। পুরোণ কর্ম্মচারীরা বহুদিন থাকার ফলে স্ব স্ব প্রধান হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাবার আমলের লোক, তাই আমি মুখ ফুটে তাঁদের কোন কথা বলতে পারি নে, তাই ভাবছি—

দেও। তা বেশ। তুমি যা ভাল বুঝবে তাই করবে। তবে কি জান মা, খরচপত্র বাড়বে বলেই কথাটা বল্‌ছিলাম।

খাজাঞ্জির প্রবেশ

খাজাঞ্জি। বিনোদবাবু এসেছেন, তাঁকে কি এখানেই নিয়ে আসব?

কমলা। হাঁ। তাঁকে এখানেই নিয়ে আসুন। (খাজাঞ্জি প্রস্থানোদ্যত) আর শুনুন, আপনি তিন হাজার টাকা বার করে দেওয়ার আগে আমাকে একবার জিজ্ঞেস করলেন না কেন?

খাজাঞ্জি। আজ্ঞে, আপনি জামাইবাবুকে টাকা দিতে বলেছেন শুনেই—

দেও। টাকা তো দিতে বলেছেন, কিন্তু কত টাকা দিতে বলেছেন সেটা জিজ্ঞাসা না করে, আপনি অতগুলো টাকা বার করে দিলেন কেন? (খাজাঞ্জি নিরুত্তর) কি চুপ করে রইলেন যে? বলুন, কেন দিলেন?

খাজাঞ্জি। আপনি কি আমার কাছে কৈফিয়ৎ চাইছেন দেওয়ানজী ?

দেও। হাঁ। মনিবের প্রধান প্রতিনিধিরূপেই আমি এ কৈফিয়ৎ চাইছি। বলুন, আপনি এতগুলো টাকা কেন বার করে দিলেন ?

খাজাঞ্জি। কিন্তু মনিবের উপস্থিতিতে কর্ম্মচারীর কৈফিয়ৎ চাওয়া শোভা পায় না। এর উত্তর সময় মত আমি মনিবকেই দেব।

প্রস্থানোদ্যত

দেও। (দৃঢ় স্বরে) শুনুন—

খাজাঞ্জি। না, আপনার কোন প্রশ্নেরই আমি উত্তর দেব না।

দেও। মা !

কমলা। এখন থাক দেওয়ানজী, বিনোদবাবু বাইরে অপেক্ষা করছেন। আপনি যান খাজাঞ্জিমশাই, বিনোদবাবুকে সঙ্গে করে এখানেই নিয়ে আসুন।

খাজাঞ্জির প্রস্থান

দেও। কিন্তু এ ঔদ্ধত্য তো ভাল নয়, রাশ টেনে না ধরলে—

কমলা। পুরোণ লোকের রাশ ভারি নয়, সুতরাং তা টেনে রাখাও সম্ভব নয়। নতুন লোকের প্রয়োজন ঐ কারণেই। কিন্তু এ নিয়ে খাজাঞ্জিমশাইকে আপনি আর কিছু বলতে যাবেন না। যা বলতে হয়, আমিই বলব।

খাজাঞ্জি ও বিনোদবাবুর প্রবেশ

কমলা। এই যে আসুন।

বিনোদ। কি ব্যাপার কি মা ?

কমলা। আপনি বাবার বিশিষ্ট বন্ধু, পিতৃতুল্য। আপনি একটু সাহায্য না করলে তো আমি আর পেরে উঠি না।

বিনোদ। বল, কি করতে হবে?

কমলা। আজ দু'দিন আপনাদের জামাই কাউকে কিছু না বলে কোথায় চলে গেছেন—

বিনোদ। সে কি মা! কাশীনাথ চলে গেছে? কোথায়?

কমলা। তা জানিনে।

বিনোদ। কাজটা বড় ভাল কর নি মা! তোমার বাবা যা ব্যবস্থা করতে চেয়েছিলেন, সেই ব্যবস্থা করাই উচিত ছিল।

কমলা। কিন্তু কেন যে তখন বাবার মতে মত দিই নি, তা তো আপনি জানেন।

বিনোদ। জানি নে কি মা! সবই জানি। কিন্তু যে ভয় করে তা করতে দাও নি, সেই ভয়ের জালেই যে জড়িয়ে পড়লে মা! পুরুষ মানুষ, পয়সা কড়ি হাতে করে নাড়া চাড়া করতে না পারলে তার যে কি কষ্ট মা—

কমলা। কিন্তু পয়সার কষ্ট তো তাঁকে আমি কোনদিনই দিই নি। এই সেদিনও তো তাঁকে তিন হাজার টাকা দিয়েছি।

বিনোদ। নিজে স্বাধীনভাবে খরচ করা, পয়সা নিয়ে নাড়া চাড়া করা, আর পরের হাত তুলে দেওয়ার অপেক্ষায় চেয়ে থাকা—এ দুটার মধ্যে যে আকাশ পাতাল পার্থক্য আছে মা! যাক্—এখন কি করতে চাও?

কমলা। আপনি এমনতর একজন লোক দিন, যিনি বিষয় সম্পত্তির কাজ বেশ ভাল ভাবে দেখতে পারেন। যেমন মাইনে হয়, দেব।

বিনোদ। বেশ। আমি দু একদিনের মধ্যেই একজন লোক দেব, তুমি নিশ্চিন্ত থাক।

কমলা। এই কথা বলবার জন্যে আপনাকে ডেকে পাঠিয়ে কষ্ট দিলাম। কিছু মনে করবেন না।

বিনোদ। এ আর কষ্ট কি মা! তোমার কিছু অসুবিধে হলে

বলবে বৈকি! এর জন্যে কিন্তু হওয়ার কারণ নেই—আচ্ছা, তা হলে এখন আসি।

কমলা। আসুন। দেওয়ানজী, আপনিও সঙ্গে যান, একটু এগিয়ে দিন।

বিনোদ ও দেওয়ানের প্রস্থান

খাজাঞ্চিও চলিয়া যাইতেছিলেন তাঁহাকে ডাকিয়া

কমলা। খাজাঞ্চিমশাই শুনুন, আপনার কাছে অক্ষয় সিঁদুরের ব্রত করার জন্যে যে তিনশো টাকা চেয়েছিলাম, তা আর পাঠানর দরকার নেই।

খাজাঞ্চি। কেন মা! ভাল কাজ করার যখন সঙ্কল্প করেছেন, তখন তা বন্ধ করে দেওয়াটা কি উচিত হবে?

কমলা। অন্ততঃ ও ব্রতটা আমাকে বন্ধ করতেই হবে।

খাজাঞ্চি। কিন্তু খাতায় যে ঐ বাবদ খরচ লিখে ফেলেছি মা!

জামার পকেট হইতে তহবিল বাহির করিয়া

কমলা। লিখে ফেলেছেন? তা হলে ও টাকাটা আপনিই নিন।

খাজাঞ্চি। সে কি মা! আমি!

কমলার দিকে টাকার তহবিল আগাইয়া দিলেন

কমলা। হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনি। দেওয়ানজী আপনার বিচার করতে চেয়েছিলেন। আমার বিচারে আসামী ধরার জন্যে আপনার পুরস্কার—ঐ তিনশ টাকা!

খাজাঞ্চি। মা!

কমলা। না—না—ও আপনাকে নিতেই হবে। ও আমার—বিচারের ফল! আমার মামলার ফল!

উদ্‌ভ্রান্তের ন্যায় কমলা টলিতে টলিতে প্রস্থান করিল

খাজাঞ্চি নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল

চতুর্থ দৃশ্য

কাশীনাথের মাতুলালয়

তখন সবেমাত্র সন্ধ্যা হইয়াছে। হরির মাতা দাওয়ায় বসিয়া মালা জপিতেছেন ও কীর্ত্তনীয়া কীর্ত্তন শুনাইতেছিল

কীর্ত্তন

রাইকো হৃদয় ভাব বুঝি মাধব পদতলে ধরণী লুটায় গো
দুই করে দুই পদ ধরি রহু মাধব তবহু বিমুখী ভেল রহি গো !
পুনহু মিনতি ক্যরু কানু হে
নাগর পুনঃ পুনঃ সাধে,
রাই দয়া ক'রো বলে নাগর পুনঃ পুনঃ সাধে
হাম তুয়া অনুগত তুহুঁ ভাল জানত
কাহে দগধ মুঝ প্রাণ হে ॥
এ ত তোমার উচিত নয়, তুমি হলে রাজ-নন্দিনী বিচারিণী
এ ত তোমার উচিত নয়।
তুহুঁ যদি সুন্দরী, মুঝ মুখ না হেরবি
হাম যাব কোন ঠাম হে।
বল বল আমি কোথা যাব
রাধে তোমার রাঙা চরণ ছেড়ে বল বল আমি কোথা যাব
তুয়া বিনা জীবন কোন কাজে রাখব
ত্যজিব এ পাপ পরাণ হে।
আমি প্রাণ ত্যজিব
মুখে জয় রাধে শ্রীরাধে বলে, রাধাকুঞ্জে প্রাণ ত্যজিব
ত্যজিব এ পাপ পরাণ হে।
এতেক মিনতি যব করলহ মাধব তবু নাহি হেরল বয়ান
গোবিন্দ দাসই মিছে আশে আশই
রোই রোই কানু চলিল নিজ ধাম ॥

গীতান্তে হরির মাতা

হরি-মা। বোস মেয়ে, তোমার সিধে এনে দিচ্ছি। তা এ ক'দিন যে তোমায় দেখি নি?

কীর্ত্ত। দেখবে কি করে মা? আমি যে বাবাজী দাসের মেলায় গিয়েছিলাম।

হরি-মা। ও! মেলায় গিয়েছিলে? তা অন্যান্য বছরের মত এবারেও বেশ ভীড় হয়েছিল তো?

কীর্ত্ত। না। এবার আর তেমনি ভীড় হয়নি।

হরি-মা। তা আর কি করে হবে? দেশে যে আকাল পড়েছে! বোস মা আমি আসছি—

হরির মাতার প্রস্থান ও সিধা হস্তে পুনঃ প্রবেশ

হরি-মা। হ্যাঁ মা, তা এবার যখন মেলায় তেমন লোকজন হয় নি বল্‌ছো, তাহলে তোমার যাওয়া আসা মেহনতই সার হোল বল?

কীর্ত্ত। না মা। আপনার আশীর্ব্বাদে তা আমার একরকম পুষিয়ে গিয়েছে। ও গাঁয়ের জমীদার বাবুর মেয়ে এসেছিলেন একদিন আখড়ায়, তখন আমার গান হচ্ছিল। আমার গান শুনে, তাঁর খুব ভাল লাগে। তাই যাবার সময় আমায় ডেকে বল্‌লেন, যে ক'দিন এ গাঁয়ে থাক, রোজ সন্ধ্যায় আমায় গান শুনিয়ে যেও। তাই যে ক'দিন ছিলাম, রোজই সন্ধ্যে বেলায় তাঁকে একখানা করে গান শুনিয়ে আসতাম। আর একটা কোরে টাকা তিনি আমায় দিতেন।

হরি-মা। যাক্, তাহলে যাওয়া আসাটা একেবারে বৃথা যায় নি?

কীর্ত্ত। না, তা যায় জমীদার বাবুর মেয়ের

অত পয়সা, অত রূপ, কপাল ভাল নয় মা! আহা! দেখলে কষ্ট হয়। আজ ক'দিন হ'ল মেয়েটীর সোয়ামী কোথায় বিবাগী হয়ে গিয়েছে—

হরি-মা। সে কি!

কীর্ত্ত। হাঁ, তাই ত তিনি বল্‌তেন যে ক'দিন এ গাঁয়ে আছ মেয়ে গান শুনিয়ে যেও—তবু ভুলে থাকি।

হরি-মা। তুমি ঠিক জান তার স্বামী বিবাগী হয়ে গিয়েছে?

কীর্ত্ত। হ্যাঁ মা, আমি যে শুনে এলাম। গাঁ শুদ্ধ লোকের মুখেই শুধু ঐ কথা। জমীদারের জামাই কোথায় চলে গিয়েছে!

হরি-মা। কিন্তু সে যে আমারই—

কীর্ত্ত। তোমারই?

হরি-মা। হ্যাঁ, সে আমার ভাগ্নে। দুবছরের মা মরা ছেলেকে আমিই যে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছিলাম।

কীর্ত্ত। আহা! তা ত জানিনে মা! নইলে কথায় কথায় এ কথাটা তোমার কাছে বলতাম না।

হরি-মা। এর জন্যে কিন্তু হচ্ছ কেন মেয়ে! এ কথা তো চাপা থাকত না! আজ না হয় দুদিন পরে ত জানতেই পারতাম।

কীর্ত্ত। তা হয়ত পারতে। কিন্তু তবু মনে হয়, এ কথা না বললেই ভাল ছিল।

হরি-মা। তা আর তুমি কি করবে মা? তুমি ত আর জান না। আহা! কত সাধ করে বিয়ে দিলাম, কিন্তু দুটো দিনের জন্যেও ছোঁড়াটা সুখী হ'ল না!

কীর্ত্ত। ও গাঁয়ের কত লোক, কত কথাই না বলছে—কেউ বলছে—পাগল, মাথা খারাপ, কেউ বলছে—জমীদারের মেয়ে নাকি

সোয়ামীকে তেমন আদর যত্ন করত না, তাই মনের দুঃখে কোথায় চলে গিয়েছে! জানি নে মা কি সত্যি, কি মিথ্যে।

হরি-মা। ও দুই-ই সত্যি। ভাগ্নেরও আমার একটু বাইয়ের ছিট্ আছে, তার ওপর গরীবের ছেলে—হ'ল কিনা একেবারে রাজার জামাই! মেয়ের মন তো সোয়ামীর ওপর না বসতেই পারে।

কীর্ত্ত। আজ তাহলে আসি মা, কথায় কথায় রাত হ'ল।

হরি-মা। এস।

কীর্ত্তনীয়ার প্রস্থান। হরির-মাতা মালাটী কপালে ছোঁয়াইয়া ঘরে প্রবেশ করিতে যাইবেন, এমন সময় হরির প্রবেশ

হরি-মা। হ্যাঁরে হরি, এ সব কি শুন্‌ছি বাবা?

হরি। কিসের কি মা?

হরি-মা। শুন্‌ছি, কাশী নাকি কোথায় বিবাগী হয়ে গিয়েছে?

হরি। ওঃ! সে কথা তোমায় বলা হয় নি মা! পরশুদিন সন্ধ্যে বেলা হঠাৎ ও গাঁয়ের জমিদার প্রিয় মুখুয্যের সেরেস্তার দুজন কর্ম্মচারী এসে হাজির। বলে, আপনাদের এখানে কি জামাইবাবু এসেছেন? শুনে তোমায় বলব কি মা, দপ্ করে মাথায় আগুন জ্বলে উঠলো! বল্‌লাম —আমরা গরীব হতে পারি কিন্তু তাই বলে আপনাদের ঠাট্টা করার কি অধিকার আছে? বড়লোকের জামাই গরীবের ঘরে আসবে কেন? বেশ চড়া গলায় কথাটা শুনিয়ে দিতেই—দেখলাম, তাঁরা বেশ একটু লজ্জিত হয়ে পড়লেন। বল্‌লেন, আপনি আমাদের ভুল বুঝবেন না। সত্যিই আমাদের জামাইবাবু আজ কদিন হ'ল কাউকে কিছু না বলে কোথায় চলে গেছেন।

হরি-মা। এই বোষ্টম মেয়েও এতক্ষণ সেইকথাই বলছিল। বলে, ও গাঁয়ের লোকেরা নাকি বলাবলি করছে, একে মাথা খারাপ ছিল, তার ওপর বড়লোকের মেয়েও নাকি তেমন—

হরি। (বাধা দিয়া) সে কথা সত্যি নয় মা, সে কথা সত্যি নয়। তোমার গুণধর ভাগ্নে জমিদারী তহশীলের তিন তিন হাজার টাকা নিয়ে একেবারে উধাও—

হরি-মা। সে কি রে!

হরি। হ্যাঁ গো! দেখতে ঐ ভিজে বিড়ালটীর মত। কিন্তু ভেতরে ভেতরে যে অনেক গুণ হয়েছে! আমি তো তোমায় তখনই বলেছিলাম মা, আস্তাকুঁড়ের পাতা কখনও স্বর্গে যায় না।

হরি-মা। তাই বটে! গরীবের হাতে পয়সা পড়লে, তার মতিবুদ্ধি বদলে যায়।

হরি। শুনছি, প্রিয় মুখুয্যের ঐ বুড়ো দেওয়ান নাকি তোমার ভাগ্নেটীকে চুরির মামলায় ফেলতে চায়।

হরি-মা। না না, তা কি আর পারে বাবা! যত অন্যায় কাজই সে করুক, হাজার হোক জামাই ত?

হরি। হলেই বা জামাই। তোমার বৌমাটীর সঙ্গে তোমার ভাগ্নের যে মুখ দেখাদেখি ছিল না! বড়লোকের মেয়েও শুন্‌ছি দেওয়ানের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। কেউ বল্‌ছে নালিশ করেছে, ওয়ারেণ্ট বেরিয়েছে। কেউ বলছে—এখনও নালিশ করে নি, তবে করবে করবে করছে—

কাশীনাথের ব্যস্তভাবে প্রবেশ, রুক্ষকেশ জামা কাপড় অর্দ্ধ মলিন

কাশী। মামী!

হরি-মা। (অন্ধকারে চিনিতে না পারিয়া) কে?

কাশী। আমি তোমাদের কাশীনাথ।

হরি-মা। ওঃ! তা আমার কাছে কেন বাবা!

হরি। সরে পড় ভায়া! সরে পড়। ও মামলা মোকর্দ্দমার ফ্যাসাদ নিয়ে আর আমাদের জড়িও না—

কাশী। তুমি কি বল্‌ছ হরিদা, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

হরি। তা পারবে কেন? শ্বশুরের তহবিল ভেঙ্গে তিন তিন হাজার টাকা নিয়ে উধাও হলে—ফুর্তি মারতে। এ দিকে যে চুরি মামলার ওয়ারেণ্ট্‌ ঝুল্‌ছে—

কাশী। চুরি মামলার ওয়ারেণ্ট ঝুল্‌ছে!

হরি। হ্যাঁ। সরে পড় ভায়া! এ সময়ে অন্ততঃ তোমায় জায়গা দিতে পারব না।

হরি-মা। কিছু মনে করিস্‌নে কাশী, কি করব বল্‌? ঘরে নারায়ণ রয়েছেন, পুলিসের তো কোন জ্ঞান কাণ্ড নেই! শেষে বাড়ী ঘেরাও করে ঘরে ঢুকে যদি—

কাশী। না মামী, আমি স্থান চাই না। আর তোমার নারায়ণকে বিপন্ন করে আমি এখানে আত্মগোপন করতেও আসি নি। চুরির মামলা যারা দায়ের করেছে, আমি তাদের কাছেই এখুনি ফিরে যাব।

হরি। তা সে ত ভাল কথা। কিন্তু এখানে একবার দয়া করে পায়ের ধূলো দিয়ে অনর্থক একটা এন্‌কোয়ারির সৃষ্টি করলে কেন ভায়া! কালই হয়ত পুলিশ এসে জিজ্ঞাসা করবে,—কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এখানে এসেছিল? কখন এসেছিল? কেন এসেছিল? ইত্যাদি,ইত্যাদি—

কাশী। সত্যি, তোমাদের এখানে এসে বিপদগ্রস্ত করা উচিত হয় নি। আমায় মাপ কর হরিদা,কিন্তু এখানে না এসে উপায় ছিল না—তাই আসতে হ'ল। যোগেশের বড্ড অসুখ, বিন্দু আমায় চিঠি দিয়ে জানিয়েছিল—ডাক্তারেরা হাওয়া খেতে যাবার জন্যে বলেছিলেন, তাই দেওঘরে একটা বাসা ভাড়া করে তাদের রেখে এলাম। অচেনা অজানা জায়গায় সে একা! মামীকে নিয়ে তুমি যদি সেখানে যাও হরিদা, তা'হলে বড্ড ভাল হয়।

হরি-মা। তুই যোগেশকে দেখতে গিয়েছিলি বাবা?

কাশী। হ্যাঁ মামী।

হরি-মা। তাই ত' বলি, কাশী কি আমার তেমন ছেলে! তুই এ ক'দিন বিন্দুর ওখানে গিযেছিলি বাবা, আর তাই নিয়ে কতজনা কত কথাই না বল্‌ছে! কেউ বল্‌ছে—বিবাগী হয়েছে! কেউ বল্‌ছে—

কাশী। লোকের কথা শোনবার মত সময় আমার নেই মামী। (টাকা বাহির করিয়া) এই নাও, গাড়ী ভাড়া রেখে দাও। পার ত হরিদাকে সঙ্গে নিযে কালকে দেওঘরে চলে যেও। আচ্ছা, তাহলে এখন আসি—

প্রণাম করিয়া ব্যস্তভাবে প্রস্থান

হরি-মা। কাশী! ও কাশী—

পঞ্চম দৃশ্য

কমলার কাছারী বাড়ী

প্রকাণ্ড হলঘর। হলঘরের এক পাশে তক্তাপোষে ফরাস বিছান। তাহাতে ছোট ছোট কয়েকটী হাত বাক্স। প্রত্যেক বাক্সের সম্মুখে একজন করিয়া কর্ম্মচারী বসিয়া আছে। তাহার বিপরীত দিকে দুইটী ছোট ছোট স্বতন্ত্র ফরাস-এ গদী। একটী দেওয়ানজীর ও অপরটী খাজাঞ্চির। কেবলমাত্র খাজাঞ্চির গদীর পার্শ্বে লোহার সিন্দুক। ঘরের মধ্যস্থলে সেক্রেটারিয়েট্ টেবিল ও চেয়ার পাতা। ইহা ম্যানেজারের আসন। খাজাঞ্চি ও কর্ম্মচারিগণ কর্ম্মে রত।

৪র্থ কর্ম্ম। দুই আর দুই-এ চার, আর চারে আট, আট আর পাঁচে তের—

১ম কর্ম্ম। বলি যোগ তো দিচ্ছ? ওদিকের খবর শুনেছ?

৪র্থ কর্ম্ম। এখন ও সব খবর শোনবার সময় নেই। যে কড়া

ম্যানেজার এসেছে। বলে, পাঁচ বছরের হিসেব এক কাগজে তুলে দিতে হবে। (পুনরায় যোগদান) আট আর পাঁচে তের, তের আর তিনে ষোল—

১ম কর্ম্ম। তা ও ষোল কলাই পূর্ণ হয়েছে! ওদিকে যে এসেছেন—

৪র্থ কর্ম্ম। এসেছেন? কে এসেছেন?

১ম কর্ম্ম। জামাইবাবু—জামাইবাবু এসেছেন—

৩য় কর্ম্ম। এঁ্যা! এসেছেন?

খাজাঞ্চি। কে এসেছেন বল্লেন?

১ম কর্ম্ম। আজ্ঞে, জামাইবাবু—

খাজাঞ্চি। জামাইবাবু এসেছেন? আপনি ঠিক জানেন?

১ম কর্ম্ম। আজ্ঞে, আমি অবশ্য চোখে দেখি নি, তবে দারোয়ানেরা বলাবলি করছিল—তাই শুনলাম।

২য় কর্ম্ম। আরে ফিরবে না তো যাবে কোথায়? খাবে কি?

১ম কর্ম্ম। যা বলেছ—খাবে কি?

খাজাঞ্চি। দেখ, মনিবের সম্বন্ধে কথাটা একটু সমীহ করে বলো—

২য় কর্ম্ম। কে মনিব? মনিব ত কমলা দেবী।

৫ম কর্ম্ম। ঠিকই ত! টুলো ভট্‌চায্যি কাশীনাথ বাঁড়ুয্যে ত ঘরজামাই—

খাজাঞ্চি। কিন্তু ঐ টুলো ভট্‌চায্যিই মনিব কমলা দেবীর স্বামী।

৩য় কর্ম্ম। আঃ! বলি এ আলোচনায় কাজ কি বাপু, এ সব বড় ঘরের বড় কথায় দরকার কি?

খাজাঞ্চি। তাই বল না দাস মশাই—আমরা কর্ম্মচারী, আমাদের ওসব কথায় কাজ কি?

৪র্থ কর্ম্ম। ঠিকই ত—পঁচাত্তর, পঁচাত্তর—পঁচাত্তর আর পাঁচে আশী—

২য় কর্ম্ম। আচ্ছা, আমরা না হয় চুপই করলাম। কিন্তু গাঁয়ের লোকের মুখবন্ধ করবে কি করে শুনি?

৫ম কর্ম্ম। যা বলেছ। বলি খবরটা তো জানতে আর কারুর বাকী নেই। এদিকে যে ঢি-ঢি পড়ে গেছে—

১ম কর্ম্ম। তা যা বলেছ। হাটে বাজারে তো আর কান পাতবার জো নেই—সকলের মুখেই ঐ একই কথা!

৫ম কর্ম্ম। আমরা কর্ম্মচারী বলেই তো কথাটা গায়ে বাজে, নইলে কি দরকার ছিল, এই কথায় কথা বলার?

২য় কর্ম্ম। তাই বলো না? একি চুপ করে থাকবার জিনিষ? বলি, চলা পথ আর বলা মুখ, একি বন্ধ করা যায়?

খাজাঞ্চি। খুব যায়। একশো বার যায়—মনিবের যদি তেমন শাসন থাকে ত একদিনেই যায়—

২য় কর্ম্ম। থামুন, থামুন, আপনার ঐ খোসামুদিপনা আর ভাল লাগে না। এই যে সেদিন পেঁচো চাঁড়াল গাঁয়ের মধ্যে অতবড় একটা অন্যায় করে ফেল্লো! বলি, গাঁযের লোকেরা সে কথা আলোচনা করলে না? চুপ করে থাকলো?

খাজাঞ্চি। মুখে লাগাম দিয়ে কথা কইতে শেখো চকোত্তি। জমিদারের জামাইয়ের সঙ্গে পেঁচো চাঁড়ালের তুলনা করছ?

কমলা দেবী পর্দ্দার আড়ালে আসিয়া দাঁড়াইলেন

কমলা। ভগবান আজ ওদের ও আলোচনা করার সুযোগ দিয়েছেন বলেই—ওরা ও আলোচনা করছে। করুক। তাতে ক্ষতি নেই। আড়াল

থেকে সব কথাই আমার কানে গেছে কিন্তু এটা আমার কাছারী ঘর, কাজের জায়গা, ভবিষ্যতে পরচর্চ্চা বা পরনিন্দাটা এখানে না হওয়াই উচিত হবে।

প্রস্থানোদ্যত—দেওয়ানকে আসিতে দেখিয়া

দেওয়ানজীর প্রবেশ

এই যে দেওয়ানজী, কর্ম্মচারীদের কাজের হাজিরার সময় কি পরিবর্ত্তন করা হয়েছে?

দেও। না মা! সময়ের তো কোন পরিবর্ত্তন করাই হয় নি। বেলা ৮টা থেকেই তো যথারীতি সময় নির্দ্ধারিত আছে।

কমলা। তা ত আছে। কিন্তু আপনারা যথাসময়ে না আসায় কাজ আরম্ভ হয় অন্ততঃ তার অনেক পরে, এবং কাজের বদলে কর্ম্মচারীরা তখন কুকাজই করে থাকেন। আপনি সবচেয়ে পুরোণ লোক, আপনি থাকতে এ শাসন ভার নিজের হাতে তুলে নিলে আপনার প্রতি অসম্মান করা হয়, সুতরাং আমি তা চাই না। কিন্তু আমার গদীতে বসে, আমার পারিবারিক বিষয়ে ভবিষ্যতে যাতে আলোচনা না হয়, সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখবেন, এই অনুরোধ। আর দেখুন, ম্যানেজার বাবু এলে তাঁকে একবার আমার সঙ্গে দেখা করতে বলবেন।

দেও। আচ্ছা মা।

কমলার প্রস্থান

কি ব্যাপার কি খাজাঞ্জি মশাই?

খাজাঞ্জি। ব্যাপার আর কি? ধর্ম্মের কল আজ বাতাসে নড়েছে! বলি, যার খাওয়া তারই নিন্দে করা, এ কি সহ্য হয়? জামাইবাবু কাল ফিরেছেন শুনে সকলের গাত্রদাহ উপস্থিত হয়েছে। কেউ বলছেন—টুলো ভট্‌চায্যি, কেউ বলছেন—খাবে কি? কিন্তু এ আলোচনা যারা করে, আমি ভাবছি, আজ তাদের চাকরী গেলে—তারা খাবে কি?

দেও। যাক্। ও পরচর্চ্চা পরনিন্দা ভবিষ্যতে না হওয়াই ভাল। এটা কাজের জায়গা। কিন্তু জামাইবাবু ফিরেছেন, এ খবর আপনারা পেলেন কোথায়?

১ম কর্ম্ম। আজ্ঞে, আমি দরোওয়ানদের কাছে শুনলাম। কাল রাত্রে ফিরেছেন।

দেও। খাজাঞ্চি মশাই, জামাইবাবু ফিরেছেন, হয়ত তাঁর আবার টাকাকড়ির অভাব হয়ে থাকতে পারে। কিন্তু কমলা দেবীর হুকুমটা মনে রাখবেন। আবার যেন টাকাকড়ি দিয়ে বসবেন না।

নূতন ম্যানেজার বিজয় বাবুর প্রবেশ। খাজাঞ্চি ব্যতীত সকলে অভ্যর্থনা করিল। বিজয়বাবু নিজের আসনে বসিয়া কি লিখিলেন। তারপর কলিংবেল টিপিলেন। জনৈক ভৃত্য প্রবেশ করিল। তাহার হাতে কাগজটি দিয়া

বিজয়। এটা মা-জীকে দিয়ে এস—

ভৃত্যের প্রস্থান

দেওয়ানজী!

দেওয়ান বিজয়বাবুর নিকট আগাইয়া আসিলেন

ক্ষেত্রপালের দরুণ জমির মামলার দিন, আস্‌ছে কাল। সুতরাং আজই মামলার তদ্বির করার জন্যে সদরে লোক পাঠান দরকার।

দেও। ঐ তহশীলের নাড়ীনক্ষত্র আমাদের চক্কোত্তি মশাইয়ের জানা আছে। তা হলে চক্কোত্তি মশাইকেই না হয় পাঠিয়ে দিই—

বিজয়। শুধু চক্কোত্তি মশাই নয়, ঐ সঙ্গে দাস মশাইকেও পাঠিয়ে দিন। শুনছি বুড়ো বামুন নাকি সহজে ছাড়বে না, লড়বে।

দেও। আপনি যখন বল্‌ছেন, তখন দাস মশাইকেও না হয় পাঠাচ্ছি। কিন্তু আমার তো মনে হয়, ও একতরফা ডিক্রি হয়ে যাবে।

ও বামুন বলে বেড়ালেও, মামলা লড়বার মত অবস্থা ওর নয়, তা আমি জানি।

বিজয়। তা হোক। কথাটা যখন কানে এসেছে তখন আগে থেকে সাবধান হওয়া ভাল, নইলে ঐ এক ছুট্‌কো প্রজা, আজ ওর কাছে হেরে গেলে এতবড় একটা এষ্টেটের সম্মান রাখা শক্ত হবে।

দেওয়ান। বেশ। (৩য় ও ২য় কর্ম্মচারীকে) দাস মশাই, চক্কোত্তি মশাই, তাহলে আপনারা প্রস্তুত হয়ে আসুন, ট্রেনের আর বেশী দেরী নেই। আজ আপনাদের সদরে যেতে হবে ক্ষেত্রপালের দরুণ জমির মামলার তদ্বির করতে।

উভয়ে প্রস্থানোন্মত

আর দেখুন, ঐ মামলা সংক্রান্ত আবশ্যকীয় কাগজপত্র গুলো কোথায় কি আছে রেকর্ড ঘর থেকে দেখে শুনে গুছিয়ে নিয়ে যাবেন।

২য় ও ৩য় কর্ম্ম। যে আজ্ঞে।

উভয়ের প্রস্থান

সহসা কাশীনাথের প্রবেশ, খাজাঞ্চি দুই হাত তুলিয়া প্রণাম করিলেন।

খাজাঞ্চি। আসুন, আসুন জামাইবাবু—

বিজয়। খাজাঞ্চি মশাই—

খাজাঞ্চি। আজ্ঞে,—ইনিই আমাদের জামাইবাবু!

বিজয়। (কাশীনাথের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া) Oh! I See! যাক্—যে জন্যে আপনাকে ডাক্‌ছিলাম।

খাজাঞ্চি। বলুন—

বিজয়। স্বর্গীয় প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর থেকে আর আজ পর্য্যন্ত সংসার খরচ বাবদ কত টাকা ব্যয় হ’য়েছে তার একটা আলাদা Statement করে দেবেন।

খাজাঞ্চি। যে আজ্ঞে—

কাশী। এই যে দেওয়ানজী মশায়! (দেওয়ানকে নমস্কার করিয়া) ভাল আছেন ত?

দেওয়ান। হ্যাঁ, ভালই আছি। আপনার খোঁজ খবর না পেয়ে আমরা অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়েছিলাম।

কাশী। হাঁ, চিন্তা হওয়াই স্বাভাবিক। যাওয়ার সময় ঠিকানাটা না বলে যাওয়া আমার উচিত হয় নি।

দেওয়ান। কোথায় গিয়েছিলেন?

কাশী। আজ্ঞে, আমার মামাতো ভগ্নিপতি যোগেশের অসুখের খবর পেয়ে কলকাতায় গিয়েছিলাম।

দেওয়ান। তা উপস্থিত ভাল আছেন তো?

কাশী। আজ্ঞে হাঁ। আগের চেয়ে অনেক ভাল। ডাক্তারেরা পরামর্শ দিলেন, বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্যে, কাজেই দেওঘরে একটা বাসা ভাড়া করে তাদের রেখে এলাম।

খাজাঞ্জি। আমিও ঠিক এইরকম একটা কিছু মনে করেছিলাম জামাইবাবু! কিন্তু—

কাশী। কিন্তু কি?

খাজাঞ্জি। আজ্ঞে না। অন্য কিছু নয়, তবে কি না, এই ভাবনা, চিন্তা, উদ্বেগ—

ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। (ম্যানেজারকে) মা আপনাকে একবার ডেকেছেন ম্যানেজারবাবু!

দেওয়ান। ও! আমায় বলেছিলেন বটে!

বিজয়। আচ্ছা, আমি যাচ্ছি।

ভৃত্যের সহিত ম্যানেজারের প্রস্থান

কাশী। ইনি কে দেওয়ানজী ?

দেওয়ান। ইনি হলেন আমাদের নূতন ম্যানেজার, খুব উচ্চশিক্ষিত, নাম শ্রীবিজয় কিশোর দাস।

কাশী। ওঃ! তা এ নতুন ম্যানেজারটীকে কে বাহাল করলেন ?

দেওয়ান। আজ্ঞে মা রেখেছেন।

কাশী। কেন ?

দেওয়ান। বোধহয় তাঁর মনে হচ্ছে—কাজকম্ম সুবিধামত চল্‌ছে না—তাই। অনেক করে বারণ করেছিলাম, যে থামকা ৩০০৲ টাকা খরচ করে একটা লোক রাখার দরকার কি ? জামাইবাবু তো ২।৫ দিন বাদেই ফিরে আসবেন কিন্তু সে কথা কিছুতেই শুন্‌লেন না। আমাদের এষ্টেটের উকিল বিনোদবাবুকে ডেকে বল্‌লেন, একজন ভাল লোক দেখে দেবার জন্যে, তিনিই এঁকে দিয়েছেন।

কাশী। তা আপনাদের ম্যানেজারবাবু এখন গেলেন কোথায় ?

দেওয়ান। বাড়ীর ভেতর, মাঠাকরুণ ডেকেছেন তাই—

কাশী। কি ? পুলিশ কেসের পরামর্শ করতে ? কিন্তু আসামী কাশীনাথ বাঁড়ুয্যে ত নিজে এসেই ধরা দিয়েছে, সুতরাং আপনাদের ম্যানেজারবাবুটিকে বলে দিন দেওয়ানজী, যে ওয়ারেণ্টের আর দরকার হবে না। মামলার দিন আমি যথাসময়েই হাজির হব।

দেওয়ান। আপনি বল্‌ছেন কি জামাইবাবু! আমি ত কিছুই বুঝতে পারছি না। মামলাই বা কিসের ? আর ওয়ারেণ্টই বা কিসের ?

কাশী। কেন ? খাজাঞ্জি মশাইয়ের কাছে থেকে আমি যে ৩০০০৲ টাকা চেয়ে নিয়ে গিয়েছিলাম, শুন্‌লাম আপনারা নাকি তাকে তহবিল তছ্ রুপাতে রূপান্তরিত করে আমাকে চোর সাব্যস্ত করেছেন ?

খাজাঞ্চি। (সবিস্ময়ে) কে বল্লে! না না, সব মিথ্যে জামাইবাবু!

দেওয়ান। আপনার স্ত্রী আপনার নামে নালিশ করবেন, এ কথা আপনি বিশ্বাস করলেন কি করে?

কাশী। প্রথমে যখন মামার বাড়ীতে আমার মামাতো ভাই হরিদার কাছে কথাটা শুনলাম, তখন মোটেই বিশ্বাস করি নি। কিন্তু সামান্য কয়েকদিনের অনুপস্থিতির পর এখানে এসে যা দেখছি, তাতে—

দেওয়ান। না-না। আপনি বিশ্বাস করুন, ওসব লোকের মন-গড়া কথা!

জনৈক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ হাঁপাইতে হাঁপাইতে প্রবেশ করিল

ব্রাহ্মণ। এই যে খাজাঞ্চি মশাই, শুন্‌লাম জামাইবাবু কাল রাত্রে এসেছেন। কোথায় তিনি?

খাজাঞ্চি। এই ত আপনার সম্মুখে। কেন? কি দরকার?

ব্রাহ্মণ। (পৈতা লইয়া কাশীনাথের হাত ধরিয়া) আপনি মহৎ ব্যক্তি, ব্রাহ্মণকে এমন করে সর্ব্বস্বান্ত করবেন না!

কাশী। কেন? কি হয়েছে?

ব্রাহ্মণ। আপনার তো কত আছে। কিন্তু আমার ঐ জমিটুকু ভিন্ন অন্য উপায় নেই, ওটুকু আর নেবেন না। ওটুকু যাতে বজায় থাকে, তা আপনি করে না দিলে, ছেলেপুলে নিয়ে আমায় অনাহারে মরতে হবে।

কাশী। আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, আপনি কি বলছেন! সব কথা খুলে বলুন ত?

ব্রাহ্মণ। আপনি ধার্ম্মিক ব্যক্তি, শপথ করে বলুন দেখি, যে ক্ষেত্র

পালের দরুণ জমিটা আমার নয়? আপনিও ত নিজে ও তহশীলের কাজ অনেকদিন দেখাশুনা করেছেন—

কাশী। কিন্তু কে বলেছে আপনার নয়?

ব্রাহ্মণ। তবে আপনার নতুন ম্যানেজার বিজয়বাবু আমার নামে নালিশ করেছেন কেন?

কাশী। নালিশ করেছেন!

ব্রাহ্মণ। (চাদরের খুঁট্ হইতে শমন দেখাইয়া) হাঁ, এই দেখুন শমন! কাল মামলার দিন আছে। যখন মোকদ্দমা হয়েছে, তখন মোকদ্দমা করব, আর আপনাকে সাক্ষী মানব। আমি গরীব বামুন! দুবেলা পেট ভরে খেতেও পাই না। আপনার সঙ্গে বিবাদ করা আমার সাজে না, কিন্তু সর্ব্বস্বান্ত হওযার আগে বিনা আপত্তিতে আমি সম্পত্তি ছেড়ে দেব না। আপনাকে সাক্ষী দিতেই হবে। আমি জানি, আপনি মিথ্যে কথা বলতে পারবেন না, মিথ্যে কথা বলতে পারবেন না!

প্রস্থানোদ্যত

কাশীনাথ ব্রাহ্মণের হাত ধরিয়া

কাশী। শুনুন, আমার অনুরোধ, আপনি যাবেন না। যাতে মাম্‌লাটা মিটে যায়, আমি সেই চেষ্টাই করব। যদি একান্তই না মেটে, তখন আপনি যা ইচ্ছে করবেন।

বিজয়বাবুর প্রবেশ

এই যে ম্যানেজার বাবু, আপনি এসেছেন—ভালই হয়েছে। আমার একটী অনুরোধ আপনাকে রাখতে হবে।

বিজয়। বলুন, সম্ভব হলে—

কাশী। ক্ষেত্র পালের দরুণ জমিটা নিয়ে আপনারা এই ব্রাহ্মণের নামে যে মিথ্যে মামলা করেছেন, সেটা মিটিয়ে নিন।

বিজয়। Impossible ! মিট্‌মাট্‌ এখন অসম্ভব। উনি দুদিন আগে এলেও যা হোক কিছু করা যেত, এখন ত আর কোন উপায়ই নেই! আর তা ছাড়া, মিট্‌মাট্‌ করার জন্যে যারা এখন লালায়িত, তারা মামলা লড়ব বলে হুম্‌কি দেয় কোন্‌ সাহসে ?

ব্রাহ্মণ। যারা মিথ্যে মামলা করে, তাদের কাছে ছোট হয়ে মামলা মেটাবার মত ছোট, আমি নই। আমি গরীব হতে পারি কিন্তু গরীবেরও আত্মসম্মান বোধ আছে। ছেলে মেয়ের হাত ধরে গাছ তলায় গিয়ে দাঁড়াব—সেও ভাল, তবু—

বিজয়। তাহলে ত মিটেই গেল! যাঁর সঙ্গে বিবাদ, তিনি তো লড়তে চাইছেন—

কাশী। কিন্তু ব্রাহ্মণ আইনের চোখে হেরে গেলেও, তাঁর দীর্ঘ নিঃশ্বাসে আমাদের অমঙ্গল হবে। আমি বল্‌ছি, আমি জানি, ও জমিটা আমাদের নয়, অনর্থক ব্রাহ্মণকে আপনারা কষ্ট দিচ্ছেন।

বিজয়। কিন্তু মনিবের হুকুম—

কাশী। কি ? মনিব পরের জমি ফাঁকি দিয়ে নিতে শিখিয়ে দিয়েছে ?

বিজয়। ফাঁকি দিয়ে নয়, ও জমি আমাদেরই—

কাশী। না। ও জমি আমাদের নয়, আমি জানি। আমিও তহশীলের কাজকর্ম্ম একসময় দেখাশোনা করেছি।

বিজয়। জানি না কি সত্যি কি মিথ্যে। আমি কর্ম্মচারী মাত্র। After all I have to carry-out orders. যে রকম আদেশ হয়েছে, সেই রকম করেছি এবং করব।

কমলা পর্দ্দার আড়ালে আসিয়া দৃঢ়কণ্ঠে বলিল

কমলা। আমার জমিদারীর তদারক করার ভার যাঁদের ওপর,

তাঁরা যা ভাল বুঝবেন, তাই করবেন। এর মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তির মধ্যস্থতা আমি পছন্দ করি না।

কাশী। তৃতীয় ব্যক্তি হিসাবে মধ্যস্থতা করতে আমি আসি নি কমলা! আর সে প্রবৃত্তিও আমার নেই। কিন্তু সত্যি বল্‌ছি, আমি জানি, ও জমিটা তোমার নয়। ব্রাহ্মণের ব্রহ্মত্ব অপহরণ কোরো না—

কমলা। অপহরণ করেছি! কে বল্‌লে?

কাশী। যেই বলুক। ও জমিটা তোমার নয়। মিথ্যে মামলা করতে তোমার ম্যানেজারকে বারণ করে দাও।

কমলা। বিজয়বাবু কাজের লোক। তিনি নিজের কাজ ভাল-ভাবে বোঝেন। তাঁর কাজে তোমার হাত দেওয়ার প্রয়োজন নেই—

কাশী। ও! বেশ, আসুন। (ব্রাহ্মণের হাত ধরিয়া) আমি আপনার হয়ে সাক্ষী দেব।

প্রস্থানোদ্যত

কমলা ব্যস্তভাবে পর্দার বাহিরে আসিয়া

কমলা। দাঁড়াও, নিজের শ্বশুরের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিয়ে কি সম্মান বাড়বে?

কাশী। জানি না, সম্মান বাড়বে কি কমবে। শুধু এইটুকু জানি, ব্রাহ্মণের পক্ষে নির্ভীকভাবে আজ যদি আমি সাক্ষীর মঞ্চে দাঁড়াই, তাহলে তাঁর দীর্ঘনিঃশ্বাসে ভবিষ্যতে তোমার যে ক্ষতি হোত, তা হয় ত হবে না। আসুন, এখুনি সদরে যেতে হবে।

ব্রাহ্মণের হাত ধরিয়া কাশীনাথের প্রস্থান

কমলা ও অন্যান্য সকলে নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কমলার কক্ষ। যবনিকা উঠিতে দেখা গেল, নূতন ম্যানেজার বিজয়বাবু কক্ষের মধ্যে একাকী পায়চারী করিতেছেন। কিছুক্ষণ পরে জনৈক ভৃত্য প্রবেশ করিয়া জানাইল

ভৃত্য। মাঠাকরুণ আপনাকে বসতে বল্লেন—তিনি আস্‌ছেন—

বিজয়। আচ্ছা—

ভৃত্য প্রস্থান করিলে অল্পক্ষণ পরে কাশীনাথ প্রবেশ করিল

কাশী। এই যে ম্যানেজারবাবু—আপনি এ ঘরে রয়েছেন, ভালই হোল, আপনাকে একবার ডেকে পাঠিয়ে ছিলুম—

বিজয়। (কোচে বসিয়া) হ্যাঁ শুনেছি, কিন্তু কাজে বড় ব্যস্ত ছিলুম। কেন? কিছু প্রয়োজন আছে?

কাশী। হ্যাঁ দেখুন, আমার শ'পাঁচেক টাকার দরকার, খাজাঞ্চি মশাইয়ের কাছে চেয়েছিলাম কিন্তু তিনি বল্লেন, আপনার সই না হলে তিনি টাকা দিতে পারবেন না।

বিজয়। হ্যাঁ সেই রকমই অর্ডার।

কাশী। কেন?

বিজয়। মানে এর আগে আপনাকে টাকা দেওয়াতে কি সব গোলমাল হয়েছিল, তাই—(পর্দ্দার আড়ালে কমলা দাঁড়াইয়া শুনিতে লাগিল) তবে হ্যাঁ, আপনি যদি কমলা দেবীর কাছ থেকে কি বাবদ, কত

টাকা প্রয়োজন, এটা লিখিয়ে আনতে পারেন, তাহলে আমি সে বিল পাশ করে দিতে পারি।

কাশী। ও! আচ্ছা—

কাশীনাথ প্রস্থান করিল

কমলা ভিতরে প্রবেশ করিল

কমলা। কখন এলেন ?

বিজয়বাবু সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কমলাকে নমস্কার জানাইল

বিজয়। আজ্ঞে বিকেলে। দেখুন, জামাইবাবু এইমাত্র আমার কাছে শ'পাঁচেক টাকা চাইছিলেন, কিন্তু আপনার হুকুম না থাকায়—

কমলা। ও কথা থাক্। আমি আপনাকে মামলার কথা জিজ্ঞেস করছি—

বিজয়। কেন? আমি তো দেওয়ানজীকে দিয়ে আপনাকে সব বলে পাঠিয়েছিলাম, তিনি কি—

কমলা। হাঁ—শুনেছি, কিন্তু হারই যখন হোল, তখন আপীল না করে আপনি চলে এলেন কেন ?

বিজয়। আপীল করে বিশেষ কোন ফল হবে না মনে করেই—

কমলা। কিন্তু আপীল না করেও তো ফল বিশেষ ভাল হোল না।

বিজয়। অনর্থক পয়সা খরচ এবং হায়রানি, এই মনে করেই—

কমলা। এত বড় একটা জেদের মামলায় না হয় দু'পাঁচশ যেত, আপনি আপীল করলেন না কেন ?

বিজয়। আমাদের সদরের উকিলবাবুকে আপীলের কথা বলেছিলাম, কিন্তু তিনি বললেন, জামাইবাবু যে রকম সাক্ষী দিয়েছেন, তাতে রায় বাহাল থাকবেই।

কমলা। হুঁ। কি সাক্ষী দিয়েছেন শুনি?

বিজয়। জামাইবাবু বল্‌লেন, আমি স্বর্গত জমিদার প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের একমাত্র জামাই। ক্ষেত্রপালের দরুণ ঐ জমির তদারক ও দেখাশুনা আমিই করতাম। ও জমিটা সত্যিই আমাদের নয়। আগেকার ম্যাপে ভুল ছিল, কিন্তু আজকাল যে নতুন ম্যাপ হয়েছে, তাতে আর এ ভুল নেই। এই কথা বলে জামাইবাবু সেটেল্‌মেণ্টের নতুন ম্যাপটা হাকিমের কাছে ধরলেন। সঙ্গে সঙ্গে হাকিম বিবাদীর পক্ষে রায় দিলেন। আর সব চেয়ে আমাদের পক্ষে অসম্মানজনক হোল এই যে, ব্রাহ্মণের বিপক্ষে মিথ্যে মামলা রুজু করার দায়ে খেসারৎ আমাদেরই দিতে হবে।

কমলা। আপনি কি হার স্বীকার করে খেসারৎ দেওয়াই স্থির করলেন?

বিজয়। তা ছাড়া আর উপায় কি বলুন?

কমলা। কিন্তু এ উপায়ে জমিদারী রাখা সম্ভব নয়।

বিজয়। জানি। কিন্তু এ ক্ষেত্রে আরো তো কোন সুবিধাই দেখছি না—

কমলা। খেসারৎ যদি দিতেই হয় তো লড়ে দেব। আপনি আপীলের ব্যবস্থা করুন। যদি হাইকোর্ট পর্য্যন্ত যেতে হয়, তাও স্বীকার। দখলীস্বত্ব আমরা ছাড়ব না, যেমন করেই হোক, দখলীস্বত্ব বজায় করতেই হবে। এর জন্যে যদি তাঁদের সঙ্গে দাঙ্গা করতে হয়—তাও করবেন।

বিজয়। বেশ। আপনার যেরূপ হুকুম।

প্রস্থান

কমলাও চলিয়া যাইতেছিল সহসা কাশীনাথের প্রবেশ

কাশী। চলে যাচ্ছ কমলা?

কমলা। কেন? কিছু দরকার আছে কি?

কাশী। ছিল, কিন্তু তুমি ব্যস্ত রয়েছ—

কমলা। সত্যিই ব্যস্ত রয়েছি। গল্পগুজব করবার মত সময় আমার নেই। বিষয়আশয় রক্ষা করবার ব্যাপার নিয়ে আমার নিশ্বাস ফেল্‌বার সময় নেই। যাক্‌, বল তোমার কি দরকার?

কাশী। দরকার নয় কমলা, আমার একটী বিনীত নিবেদন আছে।

কমলা। বল।

কাশী। তোমার ঐ নতুন লোকটীকে ছাড়িয়ে দাও।

কমলা। কাকে?

কাশী। যিনি তোমার নতুন ম্যানেজার হয়ে এসেছেন।

কমলা। কেন? কি করেছেন তিনি?

কাশী। আমি ডেকে পাঠিয়েছিলাম কিন্তু না এসে চাকরকে দিয়ে বলে পাঠালেন—আমার সময় নেই, যখন হবে, তখন যাব।

কমলা। হয়ত সময় ছিল না। সময় না থাকলে কেমন করে আসবেন?

কাশী। (সবিস্ময়ে চাহিয়া) বেশ, সময় ছিল না বলে যেন আসতে পারেন নি, কিন্তু আমি একটু আগে নিজে এসে যখন টাকা চাইলাম, তখন বললেন, যে মনিবের হুকুম ছাড়া টাকা দিতে পারব না।

কমলা। (উপহাস্যে) তাই না কি? কত টাকা চেয়েছিলে?

কাশী। পাঁচ শ'।

কমলা। দিলে না?

কাশী। না। বল্‌লেন তুমি নাকি আমায় টাকা দিতে নিষেধ করেছ।

কমলা। হাঁ। যা তা করে টাকাগুলো উড়িয়ে দিতে আমার ইচ্ছে নেই।

কাশী। (ক্ষুব্ধ হইয়া) আমাকে দেওয়া কি উড়িয়ে দেওয়া কমলা?

কমলা। যেমন করেই হোক, নষ্ট করার নামই উড়িযে দেওযা।

কাশী। প্রয়োজনে ব্যয় করার নাম নষ্ট করা নয।

কমলা। কিসের প্রয়োজন ? আমার বিপক্ষে মামলা লড়ার ? না, আর কিছু

কাশী। একজনকে দিতে হবে।

কমলা। দিতে তো হবে, কিন্তু পাবে কোথায ? নিজের থাকে দাওগে—আমি বারণ করব না।

কাশী। নিজের বলতে আমার কি কিছু আছে কমলা ?

কমলা। আছে বৈ কি ? দানের ঘড়ি, আংটি—

কাশী। হাঁ হাঁ। ঠিক বলেছ! এগুলো বিক্রী করে বিন্দুকে পাঠিয়ে দিই। কমলা! ভগবান তোমার মঙ্গল করুন। বিপদের সময় তুমি বুদ্ধি দিয়েছ—

ব্যস্তভাবে প্রস্থানোদ্যত

কমলা। শোন—

কাশী। (ফিরিয়া দাঁড়াইল)

কমলা। ঘরভেদী বিভীষণের জন্যে সোণার লঙ্কাপুরী পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল, জান ?

কাশী। (দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া।) জানি।

কমলা। তা জানবে বৈ কি! সেও তো পরের অন্নেই মানুষ কি না ? তাইত ভাবি চিরকাল যে পরের খেয়ে মানুষ, এখনও যাকে পরের না খেলে উপোষ করতে হয়, তাদের আদালতে দাঁড়িযে সত্যি কথা বলার দুঃসাহস হয় কি ক'রে ? আর এত অহঙ্কারই বা আসে কোথা থেকে ? যার খায়, তার গলায় ছুরী দিতে কসাই:য়র মনেও দয়া হয়—

কাশী। কমলা!

কমলা। যে স্ত্রীর অন্নে প্রতিপালিত, তার তেজ শোভা পায় না। তোমার দিন দিন যে রকম ব্যবহার হচ্ছে, তাতে চক্ষু লজ্জা না থাকলে—

কাশী। (শুষ্ক হাসিযা) কি ? বাড়ী থেকে দূর করে দিতে ?

কমলা। দিতামই ত—

কাশী। কমলা ! তুমি অনেক সময় অনেক রূঢ় কথা বলেছ, আমি কোনদিন রাগও করি নি, আর তার জবাবও দিই নি। কিন্তু তুমি আজ যা বললে, এর আগে কোন স্ত্রী কোন স্বামীকে সে কথা বলে নি। বেশ, ভালই হোল, মনের কথা জানিযে দিলে। আমিও তোমায় কথা দিচ্ছি, আজ থেকে তোমার অন্ন আর খাব না। দেখ, এতেও যদি তুমি সুখী হতে পার।

কমলা। (সগর্ব্বে) যদি সত্যবাদী হও, যদি মানুষ হও, তাহলে তুমি তোমার কথা রাখবে।

কাশী। তা রাখব। কিন্তু তুমি যে কথা বললে, তা তোমারই চির-শত্রু হযে রইল ! আমি তোমাকে ক্ষমা করলাম কিন্তু জগদীশ্বর কি তোমাকে ক্ষমা করবেন কমলা ?

কমলা। তোমার শাপে আমার কিছুই হবে না।

কাশী। তাই হোক ! ভগবান জানেন, আমি তোমাকে অভিশাপ দিই নি, বরং আশীর্ব্বাদ করছি, ধর্ম্মে মতি রেখে সুখী হও।

কাশীনাথ ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল

কমলা। মা—মাগো !

কমলা খাটের উপর বালিশে মুখ গুঁজিয়া বসিয়া পড়িল ও কাঁদিতে লাগিল

কিছুক্ষণ পরে সন্তুর প্রবেশ

সন্তু। দিদিমণি, দিদিমণি ! (নিরুত্তর) দিদিমণি—

কমলা সদুর ডাকে ধীরে ধীরে মাথা তুলিয়া কহিল

কমলা। কে? ও! কি?

সদু। এতটা রাত হ'ল তুমি কিছু খেলে না! যেমন খাবার তেমনই ঢাকা দেওয়া পড়ে রয়েছে যে?

কমলা। শরীরটা ভাল নেই, কিছু খাব না।

সদু। জামাইবাবুর খাবারও পড়ে রয়েছে, তিনিও কিছু খান নি। জামাইবাবুর ঘর খালি, তিনি ঘরেও নেই!

কমলা। ঘরে তালা দিয়ে দিগে যা!

সদু। সে কি দিদিমণি! জামাইবাবু কখন আসেন তার ঠিক নেই, ঘরে তালা দিয়ে দিলে অনেক রাত্রে ফিরে এসে শেষে যদি ঢুকতে না পারেন?—

কমলা। সে আর আসবে না, তুই ঘর বন্ধ করে দে—

সহসা বাইরে চীৎকার শোনা গেল

নেপথ্যে—একি! একি! কে এই সর্ব্বনাশ করলে!

—রক্ত—রক্ত! খুন্! খুন্! একেবারে খুন্!

কমলা। সে কি! খুন কি?

সদু। তাইত দিদিমণি! তুমি থাক। আমি একবার বাইরে দেখে আসি—

প্রস্থানোদ্যত কমলা বাধা দিয়া

কমলা। না—না। আমার বড্ড ভয় করছে! তুই আমার কাছে থাক। তুই যাসনে—

কমলা সদুর হাত চাপিয়া ধরিল

ব্যস্তভাবে দেওয়ানের প্রবেশ

দেওয়ান। দখলীস্বত্ব বজায় রাখতে তুমি বিজয়বাবুকে দাঙ্গার হুকুম কেন দিলে মা!—

কমলা। মান বজায় রাখতে দেওয়ানজী—জেদ বজায় রাখতে।

দেওয়ান। কিন্তু কিছুই যে বজায় থাকল না মা! বিজয়বাবু এই একটু আগে জোর করে ক্ষেত্রপালের দরুণ জমির দখলীস্বত্ব বজায় রাখতে লেঠেল পাঠিয়েছিলেন, সেই কথা শুনে জামাই বাবুও—

কমলা। এঁ্যা! সে কি!

দেওয়ান। হ্যাঁ মা, জামাইবাবুও সেখানে যান—

কমলা। তারপর—তারপর?

দেওয়ান। (ইতঃস্তত করিয়া) তারপর আর কি মা,—বিজয়-বাবুর ভুলেই আজ এই সর্ব্বনাশ! আমি যাই, ডাক্তারবাবুকে খবর দিই—

কমলা। ডাক্তারে এ ভুল সংশোধন করতে পারবে না দেওয়ানজী! ডাক্তারে এ ভুল সংশোধন করতে পারবে না!

দেওয়ান। তা জানি মা—তা জানি। কিন্তু প্রাণটা যদি বাঁচে, মান আবার আমরা বজায় রাখতে পারবো। আজ প্রাণের দুয়ারে যে মান বাঁধা পড়েছে মা! আমি যাই। আমি নিজে ডাক্তারকে সঙ্গে করে নিয়ে আসি। নইলে প্রিয় মুখুয্যের এষ্টেটের সমস্ত সম্ভ্রম এই লাঠির আঘাতেই যে লুটিয়ে পড়বে মা!

নেপথ্যে কোলাহল

'—এই ঘরে—এই ঘরে, নিয়ে চল—'

কাশীনাথকে লইয়া খাজাঞ্চি ও অপরাপর কর্ম্মচারীদের প্রবেশ

দেওয়ান। তোমরা যাও—এখানে আর ভীড় করো না। (কর্ম্মচারীরা চলিয়া যাইতেছিল তাহাদের ডাকিয়া) আর শোন, আজ রাত্রে তোমরা সবাই এখানেই থাক। কখন কি দরকার হয় বলা যায় না। আর একজন ডাক্তারকে খবর দাও। আচ্ছা, আমি নিজেই যাচ্ছি। নিজেই ডাক্তারকে খবর দিচ্ছি।

ব্যস্তভাবে দেওয়ান ও কর্ম্মচারীবৃন্দের প্রস্থান

কাশী। না—না—আমাকে ছেড়ে দাও। আমাকে ছেড়ে দাও—কমলা—

খাজাঞ্চি। আপনি একটু স্থির হোন। নইলে যে এ আঘাত সামলে উঠতে পারবেন না!

কাশী। পারব—পারব; আমি ঠিক সাম্‌লে উঠতে পারব। আমি শুধু একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো। কমলা—কমলা—

কমলা সদুকে ছাড়াইয়া টলিতে টলিতে কাশীনাথের হাত ধরিল

সদু ও খাজাঞ্চির প্রস্থান

কমলা। এস—বস।

কাশী। না। আমি এখানে থাকতে আসি নি। আমি যাব, কিন্তু যাবার আগে আমি শুধু তোমাকে একটা প্রশ্ন করবো। তুমি শুধু একবার বল কমলা, যে একাজ তোমার দ্বারায় হয় নি? নইলে আমি মরেও সুখ পাব না। তুমি শুধু একবার বল, যে একাজ তুমি কর নি? বলো—বলো—

কমলা। কিন্তু তুমি কি আমার কথা বিশ্বাস করবে? আমি যে বাবার মনে কষ্ট দিয়ে তাঁর অমতে শুধু তোমাকে হাতে রাখবার জন্যে

ষোল আনা সম্পত্তি—নিজের নামে লিখিয়ে নিয়েছিলুম। তবুও আজ আমাকে জবাব দিতে হবে। নইলে আমি যে আর মাথা তুলে দাঁড়াতে পারব না! তুমি বিশ্বাস কর,—জেদ করে আমি শুধু জমির দখলীস্বত্ব বজায় রাখতে দাঙ্গার হুকুম দিয়েছিলুম। কিন্তু সে আঘাত যে ফিরে এমন করে আমার মাথাতেই পড়বে, তা আমি ভাবতেও পারি নি। ওগো! আমার সব অহঙ্কার আজ তোমার পায়ে বিসর্জ্জন দিলুম! তুমি শুধু আমার সিঁথির সিঁদুর বজায় রাখ—সিঁথির সিঁদুর বজায় রাখ—

কাশীনাথের পায়ের কাছে পড়িয়া ব্যাকুলভাবে কাঁদিতে লাগিল

কাশী। আমি আমার জবাব পেয়েছি কমলা! আমি জবাব পেয়েছি—আর ভয় নেই! তুমি বিন্দুর সিঁথির সিঁদুর উজ্জ্বল রেখে তোমার সিঁদুর বজায় রেখেছ! আর আমার প্রাণের ভয় নেই—কমল—কমল!

যবনিকা

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য, ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা